

সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে সামাজিক শক্তি অর্জন



YOUTH
ACTIVISM
WHY/WHAT?
CAMPAIGN
MANAGEMENT

অ্যাক্টিভিসম হ্যান্ডবুক: ক্যাম্পেইন টুলকিট

সম্পাদক : এনামুল হোসাইন শাওন

“জাতি গঠন হয় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমেই। সর্বোচ্চ গৌরবের
প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় অনন্যসাধারণ
ব্যক্তিবর্গের ত্যাগ-তিতিষ্কার মাধ্যমে। যারা নিজেদের সমাজে হন
অপরিচিত অবহেলিত। তাঁদের মত লোকদের কারণেই আল্লাহর পক্ষ
থেকে সাহায্য ও রিজিক দেয়া হয়।”

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা	৫
বিন্দু থেকে সিন্ধু	৬
অনুশীলন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ	৮
স্ট্র্যাটেজি	১২
সমস্যা বনাম ইস্যু (Problem vs. Issue)	১৯
কিভাবে একটি আদর্শ ইস্যু নির্বাচন করতে হয়?	২১
আদর্শ ইস্যু নির্বাচনের চেকলিস্ট	৩৪
কেস স্টাডি: স্ক্রিন আসক্তি (স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশন)	৩৬
ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার	৩৮
ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার	৪৪
লিফলেট	৪৮
প্রেম জেনা ব্যভিচার	৪৮
আকাশের ওপারে আকাশ	৪৮
ভালোবাসার ফেব্রুয়ারি	৫১
কাছে আসার আরেক গল্প	৫৩
থার্ডি ফাস্ট নাইট: উৎসবের আড়ালে	৫৭
পর্ন আসক্তি	৬০
পতনের আওয়াজ পাওয়া যায়	৬০
মুক্ত বাতাসের খোঁজে	৬৩
স্মার্টফোন বনাম তুমি—কে কাকে চালায়?	৬৭
বৃক্ষরোপন	৭১
গরু কুরবানি ও আমাদের শেকড়ের লড়াই	৭৫
বয়কট কোকাকোলা	৭৯
রমাদান চ্যালেঞ্জ	৮৩
"ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ: আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব কি চরম হুমকির মুখে?"	৮৫
কোথায় হারিয়ে গেল সেই মায়া আর ভালোবাসা?	৯০

বৃদ্ধাশ্রম: মানবতার কলঙ্কিত কারাগার	৯৩
জুয়া ও অনলাইন বেটিং- মরণফাঁদ	৯৬
বিষগ্নতা, অবক্ষয় ও আত্মহত্যা.....	৯৯
অভিভাবক ও সমাজের প্রতি এক জরুরি খোলা চিঠি	৯৯
অন্ধকারের ওপারে আকাশ	১০৪
আমাদের নায়কেরা	১০৮
ইসলামি নাম রাখলেই জরিমানা!	১০৮
দাড়ি রাখার জন্য ‘ট্যাক্স’!	১১১
জুলুমের রাজত্ব কাঁপিয়ে দেওয়া এক অঘোষিত বাদশাহ.....	১১৪
৩৬০ আউলিয়ার সেনাপতি: হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ও এই বাংলার আত্মপরিচয়.....	১১৭
ডেঙ্গু মহামারি: দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বলি আর কত প্রাণ? এখনই রুখে দাঁড়ানোর সময়! ...	১২০
যাকাত বনাম ট্যাক্স: কোনটি প্রকৃত মুক্তির পথ?.....	১২৩
পলিথিনের বিষ: বিপন্ন প্রকৃতি, বিপন্ন জীবন	১২৬
বেকারত্বের মরণফাঁদ.....	১২৯
আপনি কি এক পচা-গলা সিস্টেমের বলী হচ্ছেন?	১২৯
আপনার সন্তান কি ‘ব্যর্থ’, নাকি এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থার শিকার?	১৩৩
একটি নিষিদ্ধ নেশা: আপনার ঘর কি নিরাপদ?	১৩৭
মাদক.....	১৪১
আপনার সন্তান মৃত্যু বুকিতে: ওদেরকে বাঁচান.....	১৪১
মরণনেশা.....	১৪৫
আমরা কি নিজের হাতেই সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছি মৃত্যু?	১৪৮
দিব্লী না ঢাকা? আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই.....	১৫২
পোস্টার.....	১৫৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকের কথা

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর।

এই হ্যান্ডবুকটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার কোনো সংকলন নয়; বরং এটি মাঠপর্যায়ে একটি সফল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করার একটি 'কমপ্লিট টুলকিট'। এর পরতে পরতে সাজানো হয়েছে এমন সব কৌশল, যা আপনাকে সাধারণ একজন সচেতন ব্যক্তি থেকে একজন দক্ষ সংগঠকে রূপান্তর করবে।

এই হ্যান্ডবুকে যা থাকছে:

ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার: কাজের প্রতিটি ধাপের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কাঠামো।

স্ট্র্যাটেজি চার্ট: লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল।

ইস্যু নির্বাচন: হাজারো সমস্যার ভিড়ে সবচেয়ে জরুরি ও সংবেদনশীল পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করার দিকনির্দেশনা।

ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার: সময়োপযোগী এবং সুস্বল্পভাবে প্রচারকার্য পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী।

স্ক্রিপ্ট ও কনটেন্ট: অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষের বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ার জন্য শাগিত লিফলেট ও পোস্টারের পাণ্ডুলিপি।

এই হ্যান্ডবুক আপনাদের হাতে পৌঁছানোর জন্য যারা রাত-দিন এক করে কাজ করেছেন, সেই নেপথ্যের কারিগরদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। হ্যান্ডবুকটি নিখুঁত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল বা সীমাবদ্ধতাকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন—এটাই কাম্যা। আপনাদের যেকোনো গঠনমূলক পরামর্শ আমাদের পথচলাকে আরও শুদ্ধ করবে।

অ্যাক্টিভিসম সংক্রান্ত আমাদের নিয়মিত আপডেট এবং নতুন সব গাইডলাইন পেতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেইজ এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

ফেসবুক পেইজ: www.facebook.com/ActivismLab

ওয়েবসাইট: <https://activismlab.info/>

বিন্দু থেকে সিন্দু

রাত ১০টা পার হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে বসে আছি। স্টেশন মসজিদের সামনের এক বেঞ্চিতে। হাতে আধখোলা একটা বই। পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মন বসছে না স্টেশনের হটগোলে। এশার জামাত হয়ে গিয়েছে আগেই। স্টেশন মসজিদের ছোট্ট গেটে তালাও ঝুলে গেছে। হঠাৎ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়ল। হস্তদন্ত হয়ে তিনি আমার দিকেই ছুটে আসছেন। কিছুটা অবাক হলাম। উনাকে তো চেনা মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক কাছে এসে আমাকে উদ্দিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘ভাই, আপনার কাছে কি কোনো জায়নামাজ হবে?’

ভদ্রলোক এশার সালাত পড়বেন। কিন্তু জায়গা পাচ্ছেন না। মসজিদ তো বন্ধ। জায়নামাজ নিয়ে ঘোরার স্বভাব আমার নেই। ভদ্রলোককে হতাশ করতে হলো। পাশেই কিছু তাবলিগের মুরুবিব ছিলেন। তাঁদের কাছে যেতে বললাম উনাকে। সেখানেও হতাশ হতে হলো। শেষমেশ, পাশের দোকান থেকে পুরোনো একটা কাগজের বাস্ক নিয়ে সেটা ভাঁজ করে তার ওপরই সালাত আদায় শুরু করলেন। ট্রেন আসার অনেক দেরি ছিল। হাতে অফুরন্ত সময়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছিলাম আমি।

ভদ্রলোকের সালাত পড়া শেষ হলে উনি চলে গেলেন। আমিও কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ খেয়াল করলাম সেখানে, মানে সেই কাগজের বাস্কের জায়নামাজের ওপরে আরেকজন সালাত পড়ছেন। মাথায় হঠাৎ করেই একটা চিন্তা আসল তখন। প্রথম ভদ্রলোক জায়নামাজ বানিয়ে সালাত পড়েছিলেন। তাঁর সালাত কবুল হতেও পারে, নাও হতে পারে। তিনি সওয়াব পেতে পারেন, নাও পারেন। কিন্তু তাঁর বানানো জায়নামাজে যত মানুষ সালাত পড়বে, সেখান থেকে তিনি সওয়াব পাবেন (সালাত আদায়কারীদের সওয়াব কমানো হবে না)।

যদি এখানে ১০০ জন মানুষ সালাত পড়েন, তাহলে ১০০ জন মানুষের সালাতের সওয়াব তিনি পাবেন। ভালো কাজের সূচনা করা খুবই সওয়াবের কাজ। আপনি সেই কাজটি শুরু করার সময় হয়তো ভাবতেও পারবেন না, এই কাজটি একসময় কী বিশাল এক কর্মযজ্ঞে পরিণত হতে পারে। ভালো কাজ যত ছোটই হোক, অবহেলা করবেন না। মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে মদিনায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন উনি। উনার মাধ্যমে আউস এবং খায়রায গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। উনার হাতে ইসলাম কবুল করেন সাদ বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো মানুষ, যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াতের প্রভাবে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। মদিনায় ইসলামের ঘাঁটি তৈরি হয়। এখান থেকেই ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

এবার একটু চিন্তা করুন তো, মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু কী বিপুল পরিমাণ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি যখন দাওয়াত নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন, খেজুর বাগানে বসে বসে আউস বা খায়রায গোত্রের নেতাদের ইসলামের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন তাঁর এই ছোট ছোট কথাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এক বিপ্লবের সূচনা করছেন? মানুষের উপকার করা, সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, দারোয়ানকে-রিকশাওয়ালাকে সালাম দেওয়া, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো, ক্ষুধার্তদের খাবার দেওয়া, সাধ্যমতো দান-সাদাকাহ করা, বাসে বয়স্ক বা নারীদের জন্য সিট ছেড়ে দেওয়া, ফেসবুকে ভালো পোস্ট লেখা, ভালো কোনো ভিডিও বানানো, ইমেজ বানানো... আমরা ভালো কাজ করতে কখনো পিছপা হব না। সেই ভালো কাজ অনেক ছোট হলেও অবহেলা করব না। আমরা আসলে নিশ্চিত করে বলতে পারব না, এই ছোট ছোট ভালো কাজগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠে কী বিশাল কাজে পরিণত হতে পারে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় পথে থাকা কাঁটায়ুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। (এ কাজ আল্লাহর এতই পছন্দনীয় হলো যে) আল্লাহ তাআলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে নেন। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।’^১ ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সেই ব্যক্তিকে এই আমলের অসিলায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।^২

আপনাদের আমার নিজের একটা ঘটনা বলি। আমি এক সময় বিভিন্ন কারণে হতাশায় ভুগছিলাম। একের পর এক সমস্যা আসছিল। একটার সমাধান হলে অন্যটা আরও জটিল হয়ে উঠত। কী করব বুঝে উঠতে পারতাম না। মন খারাপ করে বসে ছিলাম। আমার রুমমেট বলল— চল, ফুটবল খেলে আসি। ফুটবল ভালো লাগত না। তারপরেও গেলাম। এক-দেড় ঘণ্টা ফুটবল খেলে ক্লান্ত হয়ে যখন রুমে ফিরছিলাম, তখন রুমমেট আমার ঘাড়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল— চিন্তা করিস না; আল্লাহ আছেন। আর তোর মাথা পরিষ্কার। একটা না একটা সমাধান বের হয়ে যাবে। (এই কথাগুলো লিখব কি না তা ভেবে অস্বস্তি লাগছিল। শেষমেশ লিখেই ফেললাম। নিজেকে বড় প্রমাণ করার ইচ্ছা থেকে নয়, কেবল আপনাদের বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর জন্য)।

ওর কথাগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। আল্লাহই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে ভেঙে পড়েছিলাম, কোনো কিছু করার আগ্রহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিলাম, তার অনেকটাই ফিরে এসেছিল তার ছোট ছোট এই কয়েকটা বাক্যে। সে জানতেও পারল না তার এই ছোট ছোট কয়েকটা কথা আমার জীবনে কতটা প্রভাব ফেলল।

চারিদিকে অন্যায, জুলুম, অসত্য আর অধর্মের ছড়াছড়ি। আমরা আশা হারিয়ে ফেলি। প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। ভাবি, আমার এই মৃদু প্রতিবাদে কী-ই বা হবে। অথথা ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নেই। অথচ আমরা কিন্তু জানি না, আমার এই সামান্য প্রতিবাদেই অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। কোনো ভালো কাজকে ছোট ভাববেন না। যতই ছোট হোক, করবেন। আপনি জানেন না এর শেষ কতটা মধুর হতে পারে!

^১ সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৩১০),

^২ মুসনাদু আহমাদ, ১০৪৩২

^৩ মুসলিম, ২৬২৬

অনুশীলন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ

আসিফ আদনান

সেকুলার আধিপত্য ভাঙ্গা এবং ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে হাজির করার জন্য অফলাইনের কাজ কেমন হতে পারে? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য কিছু উত্তর নিচে দেয়া হল। উল্লেখ্য, এই তালিকা অসম্পূর্ণ এবং প্রাথমিক। এখানে সংযোজন-বিয়োজনের সুযোগ আছে।

ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে সচেতনতা/গবেষণা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে কাজ করার জন্য “ক্লাব” বা “কেন্দ্র” তৈরি করা যেতে পারে। এধরনের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হবে কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং জনপরিসরে ঘটা ইসলামবিদ্বেষের ঘটনাগুলো নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। সমাজে থাকা ইসলামবিদ্বেষের আদর্শিক শেকড় মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা। ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এবং সাধ্যমত ইসলামবিদ্বেষের শিকার মুসলিমদের; বিশেষ করে আমাদের বোনদের পাশে দাঁড়ানো।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাংলা সাহিত্যে ইসলামবিদ্বেষ, সংবাদ ও সাংবাদিকতায় ইসলামবিদ্বেষ, পপুলার মিডিয়াতে ইসলামবিদ্বেষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ, চাকরির নিয়োগে ইসলামবিদ্বেষ, “সুশীল সমাজের” বক্তব্যে ইসলামবিদ্বেষ – এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করা যেতে পারে। পশ্চিমে এধরনের অনেক অ্যাকাডেমিক কাজ হয়েছে (বিশেষ করে ইহুদীবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য নিয়ে) সেগুলো থেকে আইডিয়া নেয়া যেতে পারে। জরিপ, গবেষণা প্রতিবেদন, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, লিফলেটিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, প্রতিকী প্রতিবাদসহ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে।

লিগ্যাল এইড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করতে গেলে বাঁধাবিপত্তি আসবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানিমূলক গ্রেফতারি বা মামলার ভয় দেখানো হতে পারে। এছাড়া মিছিল থেকে গ্রেফতারের দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ, খরচ, সমন্বয় এই ধরনের বেশ কিছু কাজ এখানে থাকে। আলিমদের তত্ত্বাবধানে তরুণ আইনজীবী ভাইরা এধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা কর্মক্ষেত্রে ইসলাম পালনের জন্য বৈষম্য ও প্রশাসনিক হয়রানির শিকার মুসলিমদের আইনী সহায়তা দেয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী ইতিহাস নিয়ে ক্লাব/কেন্দ্র/সোসাইটি

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, বই পড়া প্রতিযোগিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি, উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস, বাংলায় মুসলিম শাসন, আমাদের মুসলিম পরিচয়, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও আন্দোলন নিয়ে আয়োজন (বালাকোট, ফরায়াজী, তিতুমীর, পাটনা আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন ইত্যাদি)।

পাশাপাশি ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনারসহ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে। এধরনের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে। যদিও এটা অনলাইনের কাজ, তবে প্রাসঙ্গিক হওয়াতে উল্লেখ করা হল।

ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতা

ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ। এখানে বিশেষভাবে সমাজ, সভ্যতা ও শাসন নিয়ে মুসলিম উলামা এবং চিন্তাবিদদের ধারণার ওপর ফোকাস করা যেতে পারে। আল-গাযযালি, ইবনু খালদুন, ইবনু তাইমিয়াহ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ ইসমাইলসহ অতীত ও নিকটবর্তী অতীতের আরো অনেককে নিয়েই কাজ করা যেতে পারে। রাহিমাছুমুল্লাহ।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম

এ ধরনের কেন্দ্র/ক্লাবের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আলোচনা হতে পারে সুদের ভয়াবহতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক ঋণের বাস্তবতা, ওয়াকফ-সাদাকাহ-যাকাতের আর্থসামাজিক সম্ভাবনা, দারিদ্র্য বিমোচনে করণে হাসানা ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্সের সফলতা ও সম্ভাবনা, ফিনটেকের সাথে সমন্বয় করে মুশারাকা-মুদারাবাসহ সাদাকা ও ওয়াকফের প্রয়োগসহ নানা বিষয় নিয়ে।

মনোদৈহিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম

ইসলামের আলোকে মনোবিজ্ঞান, আধুনিকতার তৈরি মানসিক সমস্যার সমাধানে তাযকিয়াতুন নাফস, তাসাউফ, কানা' (সন্তুষ্টি), যুহুদ, মুসলিম আলিমদের চিন্তার আলোকে মানসিক সমস্যার কারণ ও সমাধান—কাজ হতে পারে এধরনের বিভিন্ন টপিকে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: মনোদৈহিক ও সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে আল-গাযযালি, ইবনুল জাওয়ী, ইবনুল কাইয়িম, আবু যাইদ আল-বালখীসহ বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিদের চিন্তা ও গবেষণা নিয়ে আয়োজন। উবুদিয়াহর ধারণা নিয়ে আলোচনা। ডিপ্রেসন-সুইসাইড-অবক্ষয়ের সমাধানে ইসলাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বুকলেট তৈরি, ডেইলি প্ল্যানার তৈরি, রমাদান ও যুল হিজ্জার ইবাদাত উপলক্ষে বিশেষ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যবাদ

ইসলামের প্যারাদাইম থেকে মডার্নিটি এবং এর মতবাদগুলোর খণ্ডন। বিশেষ সেকুলার জমিদারদের বহুল ব্যবহৃত মতবাদগুলোর খণ্ডন। এ বিষয়ে আমি অন্যান্য জায়গাতে বেশ লেখালেখি করেছি, তাই এখানে আলাদাভাবে আনলাম না।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাছাই করা বই পড়া, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, খণ্ডনমূলক প্রবন্ধ, শর্ট কোর্স, আলোচনা, ওয়ার্কশপ, ইউটিউব ভিডিও, পডকাস্ট ইত্যাদি।

সামাজিক অবক্ষয়ের মোকাবেলায় ইসলাম

এধরনের প্ল্যাটফর্মের অধীনে বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। যেমন – পর্নোগ্রাফি, যিনা/প্রেম, স্ক্রিন আসক্তি, পরিবারের ভাঙ্গন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: লিফলেটিং, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, স্ট্রিট দাওয়াহ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বিষয়ভিত্তিক বুকলেট ছাপানো, কিশোরতরুণদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন (খেলা কিংবা অন্যান্য) ইত্যাদি। এধরণের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে। যদিও এটা অনলাইনের কাজ, তবে প্রাসঙ্গিক হওয়াতে উল্লেখ করা হল।

পড়াশুনা, ক্যারিয়ার এবং বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা যেহেতু বর্তমানের তরুণদের জন্য বড় একটা সমস্যা তাই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস এবং ম্যারিটাল কাউন্সেলিং নিয়েও কাজ করা যেতে পারে।

ইলম

প্রাথমিক ইলম অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ক্লাব/কেন্দ্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: তাজউয়ীদ শিক্ষা, প্রাথমিক আকীদাহ (তাওহীদ, ঈমান, কুফর, শিরক, বিদআহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, নাওয়াকিদুল ইসলাম), ফারযুল আইন মাসায়েল, শরীয়াহর অপরিহার্যতা, তায়কিয়াতুন নাফস, সীরাত শিক্ষা, প্রাথমিক তাফসীর, চল্লিশ হাদীস, দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ পালন, উবুদিয়াহর ধারণা ও শিক্ষা, আরবী শিক্ষা ইত্যাদি।

দাওয়াতী ও ইসলামী প্ল্যাটফর্ম:

ইসলামী অ্যাক্টিভিসম বলতে সাধারণত আমাদের দেশে এধরনের কাজকেই বোঝানো হয়, তাই এ নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলার প্রয়োজন নেই। ইসলামী দাওয়াহর পাশাপাশি ওপরের অনেকগুলো কনসেপ্ট এই ধরনের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এছাড়া শরীয়াহ শাসন এবং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিষয়গুলো এধরনের প্ল্যাটফর্মে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। দ্বন্দ্বমূলক (confrontational) মনোভাব, হুমকি-ধামকি, আলটিমেটাম ইত্যাদির বদলে নাসীহাহ, শিক্ষাদান, সতর্ক করার আদলে আলোচনা আসলেই উত্তম হবে।

পাশাপাশি ম্যাগাযিন ছাপানো, ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা, ইসলামী কবিতা, সেমিনার ও ইস্যুভিত্তিক অন্যান্য আয়োজন হতে পারে। প্রফেশানালরাও (অর্থাৎ যারা ছাত্র জীবন পার হয়ে এসেছেন) বিভিন্নভাবে এ ধরনের অ্যাক্টিভিসমের সাথে যুক্ত হতে পারেন। যারা সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারবেন না তারা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে এবং ফান্ডিংসহ অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারেন। চ্যারিটি এবং সমাজসেবামূলক বিষয়ে নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সামর্থ্য অনুযায়ী উল্লিখিত বেশ কিছু ফরম্যাটের কাজ তাদের নিজের প্ল্যাটফর্মের যুক্ত করতে পারেন।

উল্লেখ্য এই কাজগুলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না। অর্থাৎ কেউ একটা করলে অন্যগুলো করতে পারবে না, ব্যাপারটা এমন না। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক প্ল্যাটফর্মে উল্লিখিত একাধিক ধরনের কাজ হতে পারে।

স্ট্র্যাটেজি

"স্ট্র্যাটেজি হলো আমাদের যা কিছু আছে এবং যেসব সুযোগ বা বাধা আছে—সব চিন্তা করে নেওয়া একটি পরিকল্পনা, যা আমাদের স্বপ্ন বা লক্ষ্যকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করে।"

আরও সহজ করে বললে: "লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা একটি সঠিক রাস্তার ম্যাপই হলো স্ট্র্যাটেজি।"

স্ট্র্যাটেজি মানে -

- আমরা কী লক্ষ্য অর্জন করতে চাই (Goal)
- কার ওপর বা কোন কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে (Target)
- আমাদের হাতে কী সম্পদ আছে—মানুষ, সময়, দক্ষতা, সম্পর্ক, নৈতিক শক্তি (Resources)
- কী সুযোগ ও ঝুঁকি রয়েছে (Opportunities & Constraints)
- কোন ক্রমানুসারে ও কীভাবে পদক্ষেপ নিলে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলানো যাবে (Path of Action)

যেকোনো সামাজিক বা আদর্শিক পরিবর্তন আনার জন্য কেবল আবেগ যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং সুদূরপ্রসারী কৌশল। এই ম্যানুয়ালটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন একজন অ্যাক্টিভিস্ট বা সংগঠক তার লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিক ও কৌশলগতভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

এখানে আলোচিত স্ট্র্যাটেজি চারটি মূলত দুটি শক্তির সংমিশ্রণ:

প্রথমত, আদর্শিক লক্ষ্য যা আমাদের প্রেরণা যোগায়;

দ্বিতীয়ত, বাস্তবসম্মত ট্যাকটিকস যা আমাদের জয়ী হতে সাহায্য করে

আমরা যখন কোনো অন্যান্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তখন আমাদের সম্পদ, মিত্র এবং প্রতিপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যিক। এই নির্দেশিকাটি আপনাকে শিখিয়ে দেবে কীভাবে ধাপে ধাপে জনমত গঠন করতে হয় এবং কীভাবে লক্ষ্যবস্তু বা 'টার্গেট' নির্ধারণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়।

লক্ষ্য	সাংগঠনিক বিবেচনা	ভুক্তভোগী/উপকারভোগী, মিত্র ও বিরোধী	টার্গেট	ট্যাকটিকস
<p>১. আপনার ক্যাম্পেইনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলো কী কী, তার একটি তালিকা করুন।</p> <p>২. এই ইস্যু ভিত্তিক ক্যাম্পেইনের মধ্যবর্তী লক্ষ্যগুলো কী? লক্ষ্য অর্জন বা বিজয় বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?</p> <p>এই ক্যাম্পেইন কীভাবে:</p> <ul style="list-style-type: none"> মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন বা উন্নতি আনবে? জনসাধারণকে তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেবে, আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে? ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন আনবে? সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারা আপনাকে সমীহ করবে <p>৩. কী কী তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বা ছোটখাটো বিজয় অর্জন করতে পারবেন যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে?</p>	<p>১. এই ক্যাম্পেইনের জন্য আপনার ইউনিটের কী কী সম্পদ লাগবে তার তালিকা করুন। যেমন: অর্থ, মানবসম্পদ, অফিস বা জায়গা, প্রচারণা সামগ্রী, মিডিয়া কানেকশন ইত্যাদি।</p> <p>শুভাকাঙ্ক্ষীদের ডোনেশন সমেত এই ক্যাম্পেইনের জন্য বাজেট কত?</p> <p>২. এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আপনি কীভাবে আপনার ইউনিটকে শক্তিশালী করতে চান? প্রতিটির জন্য সংখ্যা পাশে লেখুন:</p> <ul style="list-style-type: none"> নেতৃত্বান্বিত সদস্য বৃদ্ধি করা বর্তমান নেতৃত্বকে আরও দক্ষ করে তোলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা নতুন নতুন এলাকায় প্রভাব বিস্তার ফান্ড/তহবিল সংগ্রহ বৃদ্ধি করা <p>৩. ক্যাম্পেইনকে সফল করতে হলে ইউনিটের অভ্যন্তরীণ কোন কোন সমস্যার কথা মাথায় রাখতে হবে?</p>	<p>১. এই ইস্যু নিয়ে কারা এতটাই উদ্বিগ্ন বা আগ্রহী যে তারা আপনাদের ইউনিটে যুক্ত হতে চায় বা আপনাদের সাহায্য করতে চায়?</p> <ul style="list-style-type: none"> এটা কাদের সমস্যা? ক্যাম্পেইনে যুক্ত হলে তারা কী পাবে? তারা কী কী ঝুঁকি নিচ্ছে বা নিবে? তাদের প্রাইমারি টার্গেটকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কতটুকু? তারা কোন কোন গ্রুপে কীভাবে সংগঠিত হয়েছে? <p>২. আপনার প্রতিপক্ষ কারা?</p> <ul style="list-style-type: none"> আপনি জিতলে তাদের কী ক্ষতি হবে? তারা আপনাকে রুখতে কী করবে বা কত অর্থ খরচ করবে? তারা কতটা শক্তিশালী? 	<p>১. প্রাইমারি টার্গেট:</p> <p>টার্গেট সবসময় কোনো ব্যক্তি হবে, কখনোই কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> আপনার দাবি পূরণের ক্ষমতা কার কাছে? তার উপর আপনার কতটা প্রভাব আছে? আপনি যা চাচ্ছেন তা দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য প্রতিপক্ষ তাকে কি চাপ দিচ্ছে? <p>২. সেকেন্ডারি টার্গেট:</p> <ul style="list-style-type: none"> আপনার প্রাইমারি টার্গেটের উপর কার ক্ষমতা আছে? তাদের উপর আপনার কতটা প্রভাব আছে? 	<p>প্রত্যেক টার্গেটের জন্য আলাদা আলাদা ট্যাকটিকস ঠিক করুন, যা আপনার ইউনিটের সদস্যরা ব্যবহার করে তাদের শক্তি প্রকাশ করতে পারবে।</p> <p>ট্যাকটিকস হতে হবে</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রাসঙ্গিক সৃজনশীল এবং নমনীয়(Flexible) নির্দিষ্ট টার্গেট কেন্দ্রিক সদস্যদের কাছে বোধগম্য নির্দিষ্ট কোনো শক্তি দ্বারা সমর্থিত <p>যেসব ট্যাকটিকস ব্যবহার করা যায়:</p> <ul style="list-style-type: none"> মিডিয়া ইভেন্ট তথ্য ও দাবি উপস্থাপনমূলক কর্মসূচী জনসভা আয়োজন ধর্মঘট পিটিশন গণ শুনানি র্যালি মার্চ অনশন মানববন্ধন সচেতনতা তৈরি (লিফলেটিং, পোস্টারিং) আলোচনার মাধ্যমে সমাধান (নেগোশিয়েশন)

অধ্যায় ৬: স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক (মূল পরিকল্পনা)

১. লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting)

- **দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য:** ক্যাম্পেইনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে যা দীর্ঘ সময় ধরে সমাজকে প্রভাবিত করবে
- **মধ্যবর্তী লক্ষ্য ও বিজয়:** বিজয় অর্জন বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন তা সংজ্ঞায়িত করুন। এটি মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনবে, জনগণকে তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটাবে যেন সমাজ আপনাকে সমীহ করে।
- **তাৎক্ষণিক লক্ষ্য:** ছোট ছোট বিজয় যা আপনাকে মানসিকভাবে চাঙা রাখবে এবং বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেবে।

২. সাংগঠনিক বিবেচনা (Organizational Capacity)

- **সম্পদ ও বাজেট:** ক্যাম্পেইনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, মানবসম্পদ, অফিস স্পেস, প্রচারণা সামগ্রী এবং মিডিয়া কানেকশনের তালিকা করতে হবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদানসহ একটি নির্দিষ্ট বাজেট থাকা আবশ্যিক।
- **ইউনিট শক্তিশালীকরণ:** ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়ানো, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নতুন এলাকায় প্রভাব বিস্তার এবং স্থায়ী তহবিল সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (সংখ্যাসহ) নির্ধারণ করতে হবে।
- **অভ্যন্তরীণ সমস্যা:** ক্যাম্পেইন শুরুর আগেই ইউনিটের ভেতরের সম্ভাব্য দুর্বলতা বা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে রাখা জরুরি।

৩. ভুক্তভোগী (The Constituents), মিত্র ও প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ

ভুক্তভোগী বা উপকারভোগী বলতে তাদের বোঝায়, যারা সরাসরি এই সমস্যার শিকার এবং আপনার ক্যাম্পেইন সফল হলে যারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।

ভুক্তভোগী বিশ্লেষণে নিচের পয়েন্টগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

- **সরাসরি আক্রান্ত গোষ্ঠী:** এই সমস্যাটি কাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে?
- **ক্ষতির ধরন:** তারা মানসিকভাবে কতটা ভেঙে পড়েছে? তাদের ক্যারিয়ার বা সামাজিক সম্মানে কী ধরনের আঘাত আসছে? ভুক্তভোগীদের এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।
- **সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা:** ভুক্তভোগীদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যারা সাহসী এবং সামনের সারিতে এসে কথা বলতে চায়? তাদেরকে চিহ্নিত করে 'লিডারশিপ পাইপলাইনে' নিয়ে আসতে হবে।
- **তাদের প্রত্যাশা:** তারা আসল ঠিক কী চায়? অনেক সময় আমরা যেটা বিজয় মনে করি, ভুক্তভোগীরা হয়তো তার চেয়ে ভিন্ন কিছু চায়। তাই তাদের সাথে বসে দাবিগুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

মিত্র শক্তি

যারা এই সমস্যাটি নিজেদের মনে করে এবং যাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ রয়েছে, তাদের সংগঠিত করতে হবে। তাদের ঝুঁকি এবং টার্গেটকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রতিপক্ষ

যারা আপনার সাফল্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা আদর্শিকভাবে আপনার বিরোধী, তারা আপনাকে রাখতে কতটা অর্থ বা ক্ষমতা খরচ করতে পারে তা আগে থেকেই অনুমান করতে হবে।

৪. টার্গেট নির্ধারণ (Targeting)

- **প্রাইমারি টার্গেট:** দাবি পূরণের ক্ষমতা আছে এমন একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, কখনোই কোনো প্রতিষ্ঠান নয়।
- **সেকেন্ডারি টার্গেট:** ওই ব্যক্তির ওপর কার প্রভাব আছে (যেমন: পরিবারের সদস্য, শিক্ষক বা বন্ধু), তাদের তালিকা করা যেন সরাসরি কাজ না হলে তাদের মাধ্যমে প্রাইমারি টার্গেটের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায়।

৫. ট্যাকটিকস (Tactics): বাস্তবায়ন কৌশল

ট্যাকটিকস হলো আপনার ক্যাম্পেইনের অস্ত্র। এটি ছুটহাট বেছে না নিয়ে আগের চারটি কলাম (লক্ষ্য, সাংগঠনিক শক্তি, মিত্র-বিরোধী এবং টার্গেট) বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে।

ট্যাকটিকস নির্বাচনের মূলনীতি:

- **প্রাসঙ্গিক:** ইস্যুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- **স্বজনশীল ও নমনীয়:** পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল বদলানোর সুযোগ থাকতে হবে।
- **টার্গেট কেন্দ্রিক:** প্রতিটি ট্যাকটিকস কোনো না কোনো টার্গেটকে (যেমন: প্রধান শিক্ষক) চাপে ফেলার জন্য হতে হবে।
- **বোধগম্য:** ইউনিটের সদস্যরা যেন সহজে বুঝতে পারে তাদের কাজ কী।
- **শক্তি দ্বারা সমর্থিত:** ট্যাকটিকসটি বাস্তবায়নের মতো জনবল বা লজিস্টিক ইউনিটের থাকতে হবে।

যেসব ট্যাকটিকস ব্যবহার করা যায়:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ▪ মিডিয়া ইভেন্ট | ▪ র্যালি |
| ▪ তথ্য ও দাবি উপস্থাপনমূলক কর্মসূচী | ▪ মার্চ |
| ▪ জনসভা আয়োজন | ▪ অনশন |
| ▪ ধর্মঘট | ▪ মানববন্ধন |
| ▪ পিটিশন | ▪ সচেতনতা তৈরি (লিফলেটিং, পোস্টারিং) |
| ▪ গণ শুনানি | ▪ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান (নেগোশিয়েশন) |

কেইস স্টাডি স্মার্টফোন ও স্ক্রিন আসক্তি মুক্তি আন্দোলন

স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিশাল আশীর্বাদ হওয়ার কথা থাকলেও, এটি এখন এক ভয়ংকর 'স্ক্রিন আসক্তি'তে পরিণত হয়েছে। ভিডিও গেম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং শর্ট-ভিডিওর নেশায় পড়ে আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, পড়াশোনায় মনোযোগ এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এটি একটি ডিজিটাল মরণফাঁদ। একটি সুপারিকলিত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই আসক্তি থেকে বের করে মুক্ত বাতাসে খেলার মাঠ আর বইয়ের পাতায় ফিরিয়ে আনা আমাদের মূল লক্ষ্য।

স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক

১. লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting)

- **দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য:** শিক্ষার্থীদের মাঝে স্ক্রিন আসক্তি কমিয়ে তাদের মেধা ও মননের স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা এবং একটি টেকসই 'ডিজিটাল ডিটক্স' সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
- **মধ্যবর্তী লক্ষ্য ও বিজয়:** শিক্ষার্থীরা যেন উপলব্ধি করে যে স্মার্টফোনের বাইরেও একটি সুন্দর জগত আছে। এই ক্যাম্পেইন অভিভাবকদের সচেতন করবে এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সংস্কারে বাধ্য করবে।
- **তাৎক্ষণিক লক্ষ্য:** স্কুল চলাকালীন স্মার্টফোন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বিরতির সময় (টিফিন পিরিয়ড) শারীরিক খেলাধুলা বা লাইব্রেরিতে সময় কাটানো বাধ্যতামূলক করা।

২. সাংগঠনিক বিবেচনা (Organizational Capacity)

- **প্রয়োজনীয় সম্পদ:** তথ্যবহুল লিফলেট-৫০০, পকেট গাইড (স্ক্রিন টাইম কমানোর উপায়)-১০০, ২ জন বিশেষজ্ঞ সাইকোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম।
- **ইউনিট শক্তিশালীকরণ:** স্কুল ইউনিটে অন্তত ২০ জন 'ডিজিটাল ডিটক্স অ্যাম্বাসেডর' তৈরি করা যারা নিজেরা ফোন কম ব্যবহার করে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।
- **অভ্যন্তরীণ সমস্যা:** অনেক সময় অ্যাস্টিভিস্টরা নিজেরাই ফোন আসক্ত হতে পারে; তাই আগে নিজেদের ডিজিটাল ডিসিপ্লিন নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ভুক্তভোগী (The Constituents), মিত্র ও প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ

- **মিত্র ও ভুক্তভোগী:** আসক্ত শিক্ষার্থী, উদ্বিগ্ন অভিভাবক এবং শিক্ষকমণ্ডলী। এছাড়া স্কুলের কর্মচারী এবং স্থানীয় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আমাদের মিত্র হতে পারে।
- **প্রতিপক্ষ:** গেমিং জোন পরিচালনাকারী, যারা পড়ার নামে কোচিং বা অনলাইন ক্লাসের দোহাই দিয়ে দীর্ঘসময় ফোন ব্যবহারকে উসকে দেয়, স্থানীয় ইন্টারনেট প্রোভাইডার, ফোনের ব্যালেন্স রিচার্জ দোকানদান, ফোন বিক্রেতা।

৪. টার্গেট নির্ধারণ (Targeting)

- **প্রাইমারি টার্গেট:** স্কুলের প্রধান শিক্ষক (Principal/Headmaster) — যিনি ক্যাম্পাসে স্মার্টফোন সংক্রান্ত কঠোর নিয়ম জারি করতে পারেন।
- **সেকেন্ডারি টার্গেট:** স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, প্রভাবশালী অভিভাবক প্রতিনিধি এবং জনপ্রিয় স্পোর্টস টিচার (যিনি প্রধান শিক্ষকের ওপর প্রভাব রাখেন)।

৫. ট্যাকটিকস (Tactics): বাস্তবায়ন কৌশল

ট্যাকটিকসগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা নমনীয়তা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্কুল চলাকালীন ফোন নিষিদ্ধ করার অফিশিয়াল আদেশ প্রদানে বাধ্য করবে।

ধাপ ১ (নমনীয় পর্যায়) জনমত গঠন ও ভিত্তি তৈরি :

লক্ষ্য: সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে সচেতনতা তৈরি এবং দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা।

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** "স্ক্রিন আসক্তি: আপনার মেথাকে কি গিলে খাচ্ছে?" শিরোনামে লিফলেট বিতরণ এবং সব ক্লাসে 'নো ফোন জোন' স্টিকার লাগানো।
- **অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম:** অ্যাসেম্বলিতে প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতেই বিশেষজ্ঞ দ্বারা আসক্তির কুফল জানানো, যেন তিনি পরবর্তীতে কঠোর সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্ররা হুট করে বিদ্রোহী না হয়।
- **তথ্য ও দাবি উপস্থাপন:** প্রধান শিক্ষকের সাথে প্রাথমিক বৈঠকে (Negotiation) বৈজ্ঞানিক তথ্যসহ একটি লিখিত প্রস্তাবনা বা দাবি পেশ করা।

ধাপ ২ (নেটওয়ার্কিং পর্যায়) প্রশাসনিক চাপ ও মিত্রদের সম্পৃক্তকরণ :

লক্ষ্য: দাবি না মানলে একা লড়াই না করে অভিভাবক ও প্রভাবশালীদের মাধ্যমে টার্গেটকে চাপে ফেলা।

- **গণ-স্বাক্ষর ও স্মারকলিপি:** অভিভাবকদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি গণ-আবেদনপত্র বা স্মারকলিপি জমা দেওয়া। যার প্রধান দাবি হবে— "স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন আনা বা ব্যবহার করা অফিশিয়ালি নিষিদ্ধ করা হোক।"
- **সেকেন্ডারি টার্গেট লবিং:** ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও প্রভাবশালী অ্যালামনাইদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা। তাদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে বোঝানো যে—ফোন নিষিদ্ধ না করলে স্কুলের রেজাল্ট ও সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- **মিডিয়া ও সোশ্যাল ক্যাম্পেইন:** স্থানীয় সাংবাদিক বা ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে ইস্যুটি সামনে আনা এবং 'স্মার্ট প্যারেনটিং' টিপস শেয়ার করে জনমতকে নিজেদের পক্ষে রাখা।

ধাপ ৩ নীতি পরিবর্তন ও সরাসরি অ্যাকশন (কঠোর পর্যায়) :

লক্ষ্য: দাবি মানতে বাধ্য করা এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- **মোবাইল লকার স্থাপন:** এটি নিষিদ্ধকরণের প্রথম বাস্তব ধাপ। জরুরি প্রয়োজনে কেউ ফোন আনলে তা গেটেই জমা দিতে হবে—অর্থাৎ ক্লাসরুমে ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **অফিশিয়াল নোটিশ জারি:** প্রধান শিক্ষককে দিয়ে স্কুল ডায়েরি বা নোটিশ বোর্ডে লিখিত আদেশ জারি করানো যে— "স্কুল চলাকালীন ফোন পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।"
- **মাঠপর্যায়ের কর্মসূচি:** দাবি মানতে দেরি হলে স্কুলের গেটে অভিভাবক ও সচেতন শিক্ষার্থীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন, র্যালি এবং প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে একদিন সবার কালো ব্যাজ ধারণ। স্কুলের সামনেই অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি খোলা আলোচনা সভার আয়োজন করা।
- **বিকল্প ব্যবস্থা:** ফোন নিষিদ্ধের শূন্যতা পূরণে মাঠে বড় করে খেলাধুলা, লাইব্রেরি চর্চা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ধাপ ৪ : চূড়ান্ত ও কঠোর কর্মসূচী (চরম পর্যায়)

লক্ষ্য: যদি প্রশাসন দাবি না মানে, তবে প্রশাসনিক স্থবিরতা তৈরি করা।

- **অনশন ও সিট-ইন:** দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের গেইট বা প্রধান শিক্ষকের রুমের সামনে অবস্থান ও প্রতীকী অনশন।
- **ধর্মঘট ও বয়কট:** ফোন নিষিদ্ধ করার চূড়ান্ত নোটিশ না আসা পর্যন্ত অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন না, ক্লাস ও পরীক্ষা বয়কটের ডাক দেওয়া।

টার্গেট ভিত্তিক বিশেষ ট্যাকটিকস (Tactics Matrix)

টার্গেট	বিশেষ ট্যাকটিকস (Tactics)
প্রাইমারি (প্রধান শিক্ষক)	সরাসরি নেগোশিয়েশন, স্মারকলিপি প্রদান, এবং শেষ পর্যায়ে স্কুলের গেইটে/ তার রুমের সামনে সিট-ইন বা অবস্থান ধর্মঘট।
সেকেন্ডারি (ম্যানেজিং কমিটি)	ব্যক্তিগত লবিং, তাদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে অফিশিয়াল ফোন কল করানো বা লিখিত সুপারিশ পাঠানো।
সেকেন্ডারি (স্পোর্টস টিচার)	তাকে দিয়ে খেলাধুলার ইভেন্ট বাড়ানো যেন ফোনের বিকল্প তৈরি হয় এবং তিনি যেন প্রধান শিক্ষককে প্রশাসনিক কঠোরতার প্রয়োজনীয়তা বোঝান।
সেকেন্ডারি (প্রভাবশালী অ্যালামনাই)	তাকে দিয়ে স্কুল পরিদর্শন করানো এবং স্কুলকে ফোনমুক্ত করার জন্য প্রধান শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করা।

সারকথা: হুটহাট করে কঠোর কর্মসূচী দেওয়া যাবে না। ধাপে ধাপে আগাতে হবে এবং দাবি মানা না হলে কর্মসূচী ক্রমাগত কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। বিজয় এবং লিখিত নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামানো যাবে না।

টিপ: প্রতিটি বড় কর্মসূচী শেষে আপনার ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার ব্যবহার করে দেখুন কতজন ডোনার (অভিভাবক) যুক্ত হলেন এবং কতজন নতুন শিক্ষার্থী আপনাদের 'ডিজিটাল ডিটক্স' টিমে যোগ দিলেন। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিন।

সমস্যা বনাম ইস্যু (Problem vs. Issue)

মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গেলে আমাদের প্রথমে 'সমস্যা' এবং 'ইস্যু'র মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে। একজন সাধারণ মানুষ কেবল সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করে, কিন্তু একজন দক্ষ সংগঠক বা অ্যাক্টিভিস্ট সেই সমস্যা থেকে সুনির্দিষ্ট 'ইস্যু' বের করে সমাধান নিয়ে কাজ করে।

সমস্যা (Problem)

এটি এমন একটি ব্যাপক বিষয় যা নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন বা যা আপনি মেনে নিতে পারছেন না। যেমন:

- **সামাজিক:** অশ্লীলতা, মাদকাসক্তি, বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি।
- **অর্থনৈতিক:** দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব।
- **নাগরিক:** ট্রাফিক জ্যাম, পরিবেশ দূষণ।

ইস্যু (Issue)

ইস্যু হলো সমস্যার আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান। এটি সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য।

- **উদাহরণ ১:** সমস্যা যদি হয় 'দ্রব্যমূল্য', তবে ইস্যু হবে— "স্থানীয় সিডিকেট ভাঙা" বা "অযৌক্তিক পণ্য বয়কট করা"।
- **উদাহরণ ২:** সমস্যা যদি হয় 'অশ্লীলতা', তবে এর একটি ইস্যু হতে পারে— "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বা ফ্রি-মিক্সিং বন্ধের দাবি তোলা"।
- **উদাহরণ ৩:** সমস্যা যদি হয় 'থার্ট ফাস্ট নাইট', তবে আমাদের ইস্যু হবে ইসলামের আলোকে ডিজে পার্টি, মদ্যপান, জিনা-ব্যভিচার এবং আতশবাজি বন্ধ করা।

ইস্যু ক্যাম্পেইনে ফোকাস করার গুরুত্ব

মানুষকে কেবল সমস্যা সম্পর্কে জানানোই যথেষ্ট নয়। আমাদের ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সমস্যার কিছু না কিছু সমাধান দিতে হবে। এর কারণ:

- **মনোবল:** শুধু নেতিবাচক দিক বললে ইউনিটের সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়ে। সমাধানের পথ দেখালে মনোবল বৃদ্ধি পায়।
- **জনসমর্থন:** সাধারণ মানুষ সমাধানের প্রত্যাশা করে। সমাধানভিত্তিক কাজে জনসমর্থন দ্রুত পাওয়া যায়।
- **সংগঠন:** সুনির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে সফল হলে নতুন গনশক্তি তৈরি হয়।

ইস্যুকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন?

ইস্যু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একজন অ্যাক্টিভিস্টকে নিচের তিনটি মূলনীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে:

- **ইসলামী শরীয়াহ:** আমাদের প্রতিটি ন্যারেটিভ বা উপস্থাপনায় অবশ্যই ইসলামকে আনতে হবে। শরীয়াহর বাইরে গিয়ে কোনো জনপ্রিয় সমাধান দেওয়া যাবে না।
- **গ্রহণযোগ্যতা:** মূলনীতি ঠিক রেখে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন সমাজের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়।
- **টার্গেট অডিয়েন্স:** আমাদের মূল লক্ষ্য হলো— **নন-প্র্যাক্টিসিং স্টুডেন্ট** (যারা হয়তো শুধু শুক্রবারের নামাজ পড়ে)। তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্যকে যৌক্তিকভাবে পৌঁছাতে হবে।

খাটি ফাস্ট নাইট ক্যাম্পেইন দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যাক

ইসলামের অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি আমরা "জীবনের জন্য" স্লোগানে হিকমাহর সাথে ইস্যুটিকে উপস্থাপন করতে পারি:

- **মানবিক দিক:** আতশবাজির শব্দে কাঁপতে থাকা ছোট্ট উমায়েরদের জীবনের জন্য।
- **পরিবেশগত দিক:** শব্দদূষণে মারা যাওয়া শত-সহস্র পাখির জীবনের জন্য।
- **নিরাপত্তা:** আতশবাজির আগুনে পুড়ে নিঃস্ব হওয়া ব্যবসায়ীদের জীবনের জন্য।
- **যুবসমাজ:** মদ্যপানে অকাল মৃত্যুবরণ করা তরুণদের জীবনের জন্য।
- **নৈতিকতা:** অশ্লীলতার পঙ্কিলতা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য।
- **সর্বোপরি:** কুফফার ও মুশরিকদের অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উর্ধে উঠে আখিরাতের অনন্ত মহাজীবনের জন্য।

অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য গোল্ডেন টিপস

- তরুণদের ঢালাওভাবে বিপক্ষে না গিয়ে কৌশলে (হিকমাহ) তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন।
- সবকিছুতে শুধু নেতিবাচক তকমা না দিয়ে বিকল্প ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখান।

কিভাবে একটি আদর্শ ইস্যু নির্বাচন করতে হয়?

প্রথমে পড়ে নিন “অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ” থেকে “কারা হবে আমাদের গনশক্তি” প্রবন্ধটি।

সামাজিক পরিবর্তনের লড়াইয়ে সংকল্প বা আবেগ থাকা জরুরি, কিন্তু কেবল আবেগ দিয়ে বিজয় আসে না। অনেক সময় আমরা অনেক পরিশ্রম করি, অনেক সময় দিই, কিন্তু দিনশেষে দেখা যায় সমাজের কোনো বাস্তব পরিবর্তন হয়নি অথবা সদস্যরা হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো— **ভুল ইস্যু নির্বাচন।**

সব সমস্যাই আন্দোলনের ইস্যু হওয়ার যোগ্য নয়। একটি সঠিক ইস্যু হলো সেই লিভার, যা দিয়ে আপনি পুরো সমাজের অচলায়তনকে নাড়িয়ে দিতে পারেন। ইস্যু নির্বাচনের ভুল মানে হলো যুদ্ধের আগেই অর্ধেক হেরে যাওয়া। অন্যদিকে, একটি 'আদর্শ ইস্যু' আপনার ইউনিটের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে এবং নীতিনির্ধারকদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাজারো সমস্যার ভিড়ে আপনি কোনটিকে বেছে নেবেন? আপনার সীমাবদ্ধ শক্তি এবং সময় কোথায় ব্যয় করলে সর্বোচ্চ ফলাফল আসবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমরা **১৫টি গোল্ডেন পয়েন্টের** একটি ফিল্টার বা চেকলিস্ট তৈরি করেছি।

যেকোনো সমস্যাকে আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আগে আমাদের এই ১৫টি মাপকাঠিতে তা যাচাই করে নিতে পারেন। আমরা কি কেবল স্লোগান দিচ্ছি, নাকি মানুষের পকেটের টাকা বাঁচাতে সাহায্য করছি? আমাদের লক্ষ্য কি আকাশকুসুম কল্পনা, নাকি তা জয়যোগ্য (Winnable)?

পরবর্তী আলোচনাগুলোতে আমরা এই ১৫টি পয়েন্টকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব, যাতে আপনি এবং আপনার ইউনিট প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার আগে নিশ্চিত হতে পারেন যে—আপনারা বিজয়ের সঠিক পথেই আছেন।

৬। জীবনের ওপর দৃশ্যমান উন্নয়ন ও প্রভাব (Real Improvement in Lives) পড়ে?

আমাদের প্রতিটি ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য হতে হবে মানুষের জীবনের কোনো না কোনো কষ্টের সরাসরি সমাধান করা। মানুষ যখন দেখবে আমাদের কাজের ফলে তারা শান্তিতে আছে, তখনই তারা আমাদের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হবে। ধরুন, আমরা ডিজে পার্টি, আতশবাজি বা মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন করছি। এর ফলে কেবল শব্দদূষণই বন্ধ হয় না, বরং এলাকার অসুস্থ রোগী ও শিশুদের নিরবচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত হয়। আতশবাজি বন্ধ হলে 'উমায়েরদের' মতো করুণ মৃত্যু কিংবা অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে মানুষের জানমাল ও ব্যবসায়ীদের সম্পদ রক্ষা পায়। দীর্ঘমেয়াদে এই কাজগুলো আমাদের সন্তানদের পর্ন আসক্তি, আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল ও আত্মহত্যার মতো মরণফাঁদ থেকে বাঁচায়। মানুষ যেন আমাদের কাজকে কেবল 'ওয়াজ' বা 'উপদেশ' মনে না করে।

অ্যাকশন আইটেম :

- **ভুক্তভোগীর জবানবন্দি:** আপনাদের কার্যক্রমের ফলে যারা উপকৃত হয়েছেন (যেমন: অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার, ছোট শিশুর মা বা ব্যবসায়ী), তাদের সংক্ষিপ্ত ইন্টারভিউ বা লিখিত মতামত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।
- **কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:** এলাকায় পোস্টার বা ডিজিটাল কার্ড শেয়ার করুন: *"আপনার সচেতনতা একটি শিশুর জীবন বাঁচিয়েছে—ধন্যবাদ!"*
- **প্রভাব বিশ্লেষণ:** ক্যাম্পেইন শেষে একটি ছোট তুলনামূলক চিত্র দিন—গত বছর এই সময়ে কতটি বিশৃঙ্খলা হয়েছিল আর আপনাদের কাজের ফলে এবার কতটা শান্তি বজায় ছিল।

২। ইস্যুটি কি সক্ষমতার বোধ ও আত্মবিশ্বাস তৈরি (Sense of Own Power) করে?

অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো সমাজের মানুষকে এবং নিজেদের সদস্যদের তাদের সুপ্ত ক্ষমতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। অনেক সময় আমরা সমাজ পরিবর্তনে বিশাল ভূমিকা রাখলেও নিজেদের সফলতাকে ছোট করে দেখি বা বুঝতে পারি না। তাই আমাদের প্রতিটি ক্যাম্পেইনের একটি বড় উদ্দেশ্য হতে হবে—নিজেদের সামর্থ্যকে খুব গুরুত্ব দিয়ে 'চোখে আঙুল দিয়ে' সবার সামনে নিয়ে আসা।

আমরা যখন কারো কোনো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই হাজার হাজার লিফলেট বিলি করি, নিজেদের সামর্থ্যে পোস্টারিং করি এবং বিপুল মানুষের সমর্থন আদায় করি, তখন তা আমাদের বিশাল সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ দেয়। প্রতিকূল পরিবেশ এবং নানা বাধা-বিপত্তির মুখেও আপনারা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, তা প্রমাণ করে যে আপনারা সামনে আরও বড় কিছু করার শক্তি অর্জন করেছেন। যখন মানুষ দেখবে:

- আপনারা হাজার হাজার মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন;
- নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় ফান্ড ম্যানেজ করেছেন;
- সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন;
- এবং আপনাদের একটি সুশৃঙ্খল জনবল তৈরি হয়েছে—

তখন সদস্যদের মনোবল চাঙ্গা হবে, কেউ হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেবে না এবং কাজের পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে মনে কোনো সংশয় থাকবে না। এটি ইউনিটের প্রতি প্রতিটি সদস্যদের আনুগত্য (Loyalty) এবং "আমরাও কিছু করতে পারি"— এই অজেয় আত্মবিশ্বাস জন্ম দেবে।

অ্যাকশন আইটেম:

- **সাফল্য প্রতিবেদন ও দৃশ্যমান প্রদর্শনী (Report Card):** ক্যাম্পেইন শেষে একটি গ্রাফিক্যাল রিপোর্ট বা ভিডিও তৈরি করুন। সেখানে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান—কতটি লিফলেট বিলি হলো, কত টাকা ফান্ড সংগৃহীত হলো এবং কতজন নতুন মানুষ আপনাদের সাথে যুক্ত হলো। এই সংখ্যাগুলো সদস্যদের সামর্থ্যের চাক্ষুষ প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

- **ইতিবাচক প্রভাবের প্রচারণা:** আপনাদের এই কাজের ফলে এলাকার জীবনযাত্রার মান কীভাবে উন্নত হচ্ছে (যেমন: শব্দদূষণ কমা বা নিরাপত্তা বাড়া) তা ছোট ছোট কন্টেন্টের মাধ্যমে প্রচার করুন। এটি মানুষকে বোঝাবে যে আপনাদের হাতে পরিবর্তনের চাবিকাঠি আছে।
- **স্বীকৃতি ও প্রচার:** সফলতার এই খতিয়ানগুলো ডোনার, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্থানীয় নিউজ পোর্টাল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করুন। বাইরের মানুষের স্বীকৃতি সদস্যদের মনোবল এবং ইউনিটের প্রতি লয়ালিটি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
- **ভবিষ্যৎ ভিশন শেয়ারিং:** ছোট একটি বিজয় অর্জিত হওয়ার পর সদস্যদের নিয়ে বসুন এবং তাদের মনে করিয়ে দিন যে— "যেহেতু আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও এটি করতে পেরেছি, সেহেতু ভবিষ্যতে আমরা এর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ জয় করার ক্ষমতা রাখি।"

৩। ক্ষমতার ভারসাম্য কি পরিবর্তিত হবে? (Shift in Power Balance)

- একটি আদর্শ ইস্যু বা ক্যাম্পেইন সেটিই, যা নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান শক্তির ভারসাম্যকে (Power Dynamics) ইতিবাচকভাবে বদলে দেয়। যদি আন্দোলনের শেষেও ক্ষমতা কাঠামো আগের মতোই থাকে এবং সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সেই মেহনত সফল হলেও পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জন করে না। সফল ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য কেবল ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন নয়, বরং শক্তির বিন্যাস এমনভাবে বদলে দেওয়া যেন ভবিষ্যতে অন্যায রুখে দেওয়া সহজ হয়। ক্ষমতার এই ভারসাম্য মূলত তিনটি উপায়ে পরিবর্তিত হতে পারে:
- ১. **একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী সংগঠন গড়া:** ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এমন একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তোলা, যা ভবিষ্যতের প্রতিটি সামাজিক বা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে আপনার এলাকার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নীতিনির্ধারকরা আপনাদের মতামত নিতে বাধ্য হবেন। এটিই সংগঠনের আসল শক্তি।
- ২. **আইন ও নীতিমালায় পরিবর্তন:** প্রচলিত আইন, স্থানীয় প্রথা বা নিয়ম-নীতিতে এমন সব পরিবর্তন আনা যা সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে এবং অন্যায বা অপসংস্কৃতির পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়। (যেমন: স্কুল ক্যাম্পাসে ফোনের লকার সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা।)
- ৩. **জনবান্ধব নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ:** নীতিনির্ধারণী বা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে জনবান্ধব ও আদর্শবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করানো।

অ্যাকশন আইটেম

- **স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করা:** ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পর সদস্যদের বিচ্ছিন্ন হতে না দিয়ে তাদের স্থায়ী দায়িত্ব দিন। তাদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের আওতায় রাখুন যেন যেকোনো প্রয়োজনে তারা দ্রুত জমায়েত হতে পারে।
- **নীতিমালার খসড়া প্রস্তাব করা (Policy Proposal):** কেবল প্রতিবাদ নয়, বরং সমস্যার সমাধানে কী ধরনের নতুন নিয়ম প্রয়োজন তার একটি পেশাদার প্রস্তাবনা তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (যেমন: প্রিন্সিপাল) কাছে জমা দিন এবং তা বাস্তবায়নে চাপ অব্যাহত রাখুন।

- **শক্তি পর্যবেক্ষণ:** নিয়মিত বিরতিতে বিশ্লেষণ করুন—আগে প্রতিপক্ষের কাছে আপনাদের যে অবস্থান ছিল, এই ক্যাম্পেইনের পর তাতে কতটা পরিবর্তন এসেছে। তারা কি এখন আপনাদের কথা বেশি গুরুত্ব দিয়ে শুনছে?

৪। অনেকের সমস্যা? (Widely Felt)

একটি সফল সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম শর্ত হলো ইস্যুটির ব্যাপকতা। ইস্যুটি এমন হতে হবে যা সমাজের একটি বড় অংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যা হিসেবে অনুভব করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের আবেগ বা ব্যক্তিগত ক্ষোভ নিয়ে বড় কোনো সামাজিক পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব। আপনার নির্বাচিত বিষয়টি যত বেশি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিশে থাকবে, আপনার জনসমর্থন তত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যখন মানুষ দেখবে যে আপনি এমন কিছু নিয়ে কথা বলছেন যা তাকেও কষ্ট দিচ্ছে, তখন সে স্বপ্ররোচিত হয়ে আপনার সাথে যুক্ত হবে।

উদাহরণ: রাস্তার মোড়ে বখাটেদের আড্ডা বা মাদক কেনাবোচা কেবল আপনার একার সমস্যা নয়; এটি ওই এলাকার প্রতিটি অভিভাবকের দুশ্চিন্তার কারণ। তাই এটি একটি 'Widely Felt' ইস্যু। অন্যদিকে, খুব ছোট বা ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নিয়ে ক্যাম্পেইন করলে সাধারণ মানুষ তাতে আগ্রহ পাবে না।

অ্যাকশন আইটেম

- **জনমত যাচাই:** ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের (দোকানদার, শিক্ষক, চাকুরিজীবী) সাথে কথা বলুন। তাদের জিজ্ঞাসা করুন এই সমস্যাটি নিয়ে তারা কতটা বিরক্ত বা উদ্বেগ।
- **সাধারণ স্বার্থ খুঁজে বের করা:** ইস্যুটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করুন যেন সমাজের প্রতিটি শ্রেণি (ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে) মনে করে যে এর সমাধানে তাদেরও লাভ আছে।

৫। সমাজে 'গভীরভাবে অনুভূত' (Deeply Felt)?

অনেক বিষয় আছে যা মানুষ জানে যে "খারাপ", কিন্তু তা নিয়ে কিছু করার তাগিদ অনুভব করে না। একটি ইস্যুকে তখনই সফল বলা যাবে যখন সেটি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেবে। মানুষ যখন কোনো বিষয় নিয়ে আতঙ্কিত হয় বা চরম ক্ষোভ অনুভব করে, তখনই সে আপনার আন্দোলনে শরিক হবে। মানুষ যেন অনুভব করে যে— "এই সমস্যার সমাধান না হলে আমি বা আমার পরিবার নিরাপদ নয়।" আমাদের লক্ষ্য হলো সেই 'ব্যথা' বা 'ভয়'টিকে স্পর্শ করা যা মানুষের মনের গভীরে সুপ্ত অবস্থায় আছে।

উদাহরণ: আমরা যদি শুধু বলি— "পর্ন আসক্তি একটি পাপ", তবে অনেক অভিভাবক একে গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। কিন্তু যদি আমরা এভাবে তুলে ধরি:

"এই নীল নেশায় আপনার আদরের সন্তান আজ আপনার অবাধ্য হচ্ছে, অবাধ্য হচ্ছে আল্লাহর। সে ঘরের কোণে একা অন্ধকারে ডুবে থাকছে, তার পড়ালেখায় মন নেই, এমনকি সে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহসও হারিয়ে ফেলছে। একদিন হঠাৎ খবর পাবেন সে কোনো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে বা হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আপনি কি আপনার সন্তানকে এই অন্ধকারের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে চান না?"

এই কথাটি একজন বাবার মনে তলোয়ারের মতো বিঁধবে। তিনি তখন আপনার ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে এবং ফান্ড দিতে এগিয়ে আসবেন।

অ্যাকশন আইটেম

- এমন পোস্টার ডিজাইন করুন যেখানে সন্তানদের একাকীত্ব বা বাবা-মায়ের হাহাকার ফুটে ওঠে।
- নাম-পরিচয় গোপন রেখে কোনো এক হতাশ যুবকের করুণ আর্তনাদ বা ফিরে আসার গল্প শেয়ার করুন।
এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিন— "আজ পাশের বাসায় যা ঘটেছে, কাল আপনার আদরের কন্যার সাথে তা ঘটবে না তো?"

৬। 'সহজে বোধগম্য' (Easy to Understand) ?

একটি আদর্শ ইস্যু এমন হওয়া উচিত যা সমাজ বা রাষ্ট্রের সবচেয়ে সাধারণ মানুষটিও এক পলকে বুঝতে পারে। কোনো ক্যাম্পেইনের সময় আমাদের ভাষা যেন কোনো একাডেমি বা সেমিনারের মতো জটিল না হয়। তাত্ত্বিক আলোচনা (যেমন: "সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পরিচয় সংকট তৈরি করছে") অনেক সময় মানুষের মাথার ওপর দিয়ে যায়। কিন্তু যখন আমরা সেই কথাটিকেই একটি জ্বলজ্বালন্ত পার্থিব উদাহরণের সাথে মিলিয়ে দিই, তখন মানুষ সেটিকে নিজের সমস্যা বলে মনে করে।

উদাহরণ: ধরুন, আমরা 'হারাম রিলেশন' বা 'অশ্লীলতা'র কুফল নিয়ে কথা বলতে চাই। আমরা যদি শুধু বলি— "পাশ্চাত্য সেকুলারবাদ আমাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙে দিচ্ছে", তবে অধিকাংশ মানুষ বিষয়টি এড়িয়ে যাবে। এটি অবশ্যই বলতে হবে। তবে শুধু এটুকু বলে থেমে গেলে চলবে না। ব্যাখ্যা করতে হবে।

"প্রতিদিন ডাস্টবিনে যে নবজাতকের লাশ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা হাসপাতালে যে শত শত অবৈধ গর্ভপাত ঘটছে—এর মূল কারণ কী? অবাধ মেলামেশা আর 'পবিত্র প্রেমের' নামে যে সংস্কৃতি আমরা পশ্চিমা সভ্যতা থেকে ধার করে লালন করছি, তার মূল্য দিচ্ছে এই মাসুম বাচ্চাগুলো এবং আমাদের মা-বোনেরা। এই ধ্বংসাত্মক পথ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে বিধানদাতা বানানো এই সেকুল্যার ব্যবস্থা কি আমাদের সমাজকে এক ফোঁটা শান্তি দিচ্ছে?"

পার্থক্য দেখুন: প্রথম কথাটি ছিল একটি বিমূর্ত তত্ত্ব, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি আমাদের সমাজের একটি নগ্ন এবং ভয়াবহ বাস্তব চিত্র। এটি শোনার সাথে সাথে একজন রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—সবাই একমত হবেন যে, এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

অ্যাকশন আইটেম

- **সহজ স্লোগান তৈরি করুন:** আপনার লিফলেটের শিরোনাম এমন রাখুন যা ৫ সেকেন্ডে পড়া যায়। যেমন: "আপনার আনন্দ যেন অন্য কারো কান্নার কারণ না হয়।"
- **দৃশ্যমান তুলনা ব্যবহার করুন:** একটি ইনফোগ্রাফিক বা ছবির মাধ্যমে দেখান— "গত এক বছরে থার্টী ফাস্ট নাইটে যত টাকার আতশবাজি পুড়েছে, তা দিয়ে এলাকার ১০ জন মেধাবী ছাত্রের পুরো বছরের পড়ালেখার খরচ মেটানো সম্ভব ছিল।"

- **প্রশ্ন ছুড়ে দিন:** ক্যাম্পেইনের সময় মানুষের কাছে এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তর তারা মনে মনে 'হ্যাঁ' বা 'না' দিতে বাধ্য হয়। যেমন: "আপনি কি চান আপনার আদরের ছোট ভাইটি ড্রাগ বা পর্ন আসক্তির অন্ধকারে ডুবে যাক?"

৭। ইস্যুটি কি সময়, মনোযোগ বা শ্রম দেবার যোগ্য (Worthwhile)?

অনেক সময় সদস্যরা হীনশ্রম্যতায় ভোগেন এবং মনে করেন, "পুরো সমাজ তো নষ্ট হয়ে গেছে, পাড়ার দু-একটা ডিজে পার্টি বা আতশবাজি বন্ধ করে আর কী হবে?" একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে এই হীনশ্রম্যতা দূর করা জরুরি। আপনাকে বুঝতে হবে যে, আমরা কেবল একটি সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ করছি না, বরং আমরা একটি অপসংস্কৃতির মূলে আঘাত করছি। এটি শুধু জাগতিক কাজ নয়, বরং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজ এবং একটি নিরাপদ সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ।

একটি ইস্যু তখনই মূল্যবান যখন তা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সদস্যরা গর্ব অনুভব করেন। তারা যেন মনে করেন যে তারা মানবতার কল্যাণে এবং নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে লড়ছেন। আমাদের ইস্যুগুলো (যেমন: সমকামিতা, পর্ন আসক্তি বা অশ্লীলতা বিরোধী লড়াই) সরাসরি আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে মিলে যায়। এটি কোনো সস্তা বা সাময়িক আন্দোলন নয়, বরং এটি একটি আদর্শিক লড়াই—আত্মার মুক্তির আন্দোলন। সমাজের মানুষ যখন দেখবে আপনারা কোনো স্বার্থ ছাড়া কেবল আদর্শিক কারণে ত্যাগ স্বীকার করছেন, তখন তারা আপনাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। ছোট একটি বিজয় যেমন মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, তেমনি বড় বড় চ্যালেঞ্জ (যেমন: মাদক নির্মূল) মোকাবিলার সাহস জোগায়।

অ্যাকশন আইটেম

- **যৌক্তিক ও মানবিক উপস্থাপন:** ক্যাম্পেইনের প্রতিটি কন্টেন্টে বা বক্তব্যে কোনো বিষয়কে শুধু 'হারাম' বা 'নিষিদ্ধ' বলে দূরে সরিয়ে না দিয়ে, এর ক্ষতিকর দিকগুলো এবং কেন এটি বর্জন করা আমাদের সবার জন্য সার্থকতা—তা যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপন করুন। ইসলামের সুমহান ও মানবিক দিকগুলো মানুষের সামনে ফুটিয়ে তুলুন।
- **শান্তি ও নিরাপত্তাকে মূলবিন্দু করা:** বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত তর্কে না জড়িয়ে 'ইসলামের সামাজিক ও জীবনের নিরাপত্তা'কে আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তুলে ধরুন। এতে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন সহজ হবে।
- **সার্থকতা মূল্যায়ন ও রিভিউ মিটিং:** ক্যাম্পেইন শেষে সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ 'রিভিউ মিটিং' করুন। সেখানে আলোচনা করুন এই মেহনতের মাধ্যমে আপনারা কতজন মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা পেলেন এবং পরকালের জন্য কী পাথেয় সংগ্রহ করলেন। এটি সদস্যদের মানসিক প্রশান্তি ও পরবর্তী কাজের প্রেরণা দেবে।
- **ভ্রাতৃত্ব তৈরি:** সদস্যদের মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে দিন যে তারা একটি মহৎ ও সার্থক লক্ষ্যের সৈনিক। কাজের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে এমন এক ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলুন যেন প্রতিকূল পরিবেশেও তারা আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়।

৮। ইস্যু ক্যাম্পেইনটি কি 'জয়যোগ্য' (Winnable) ?

সামাজিক পরিবর্তনের লড়াইয়ে উদ্দীপনা বা আবেগ থাকা ভালো, কিন্তু লক্ষ্য হতে হবে বাস্তবসম্মত। এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন না যা অর্জন করা আপনার ইউনিটের বর্তমান জনবল বা শক্তিতে অসম্ভব। এমন করলে সদস্যরা দ্রুত মনোবল হারিয়ে কাজ বন্ধ করে দিবে। প্রতিটি ক্যাম্পেইনে সফল হওয়ার একটি যৌক্তিক সম্ভাবনা থাকতে হবে। বড় কোনো লক্ষ্য

অর্জন করতে হলে সেটিকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে নিতে হয়। যখন সদস্যরা শুরু থেকেই দেখে যে তাদের সামনে জেতার একটি পরিষ্কার পথ বা জোরালো কৌশল আছে, তখন তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে। মনে রাখবেন, ছোট ছোট অনেকগুলো 'বিজয়' মিলে একটি বড় 'পরিবর্তনের' ভিত্তি তৈরি করে।

বাস্তবতা ও কৌশল:

- **বাস্তবতা:** আপনি হয়তো রাতারাতি পুরো দেশ থেকে মদ্যপান বা অশ্লীলতা মুছে ফেলতে পারবেন না, কিন্তু আপনার পাড়ার মোড়ের দোকানদার যেন নির্দিষ্ট রাতে মদ বিক্রি না করে কিংবা স্থানীয় মাঠে যেন কোনো ডিজে পার্টি না হয়—তা নিশ্চিত করা আপনার সাথের মধ্যে।
- **কৌশল:** আপনার আগে এই একই ইস্যুতে কেউ সফল হয়েছিল কি না তা খুঁজে বের করুন। তাদের থেকে পরামর্শ নিন। আপনার জয় নিশ্চিত করতে স্থানীয় শক্তিগুলোকে (যেমন: ইমাম সাহেব, পঞ্চায়েত বা মুকবিব কমিটি) একতাবদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, আপনার জয় মানে অন্য পক্ষের কোনো না কোনো আর্থিক বা ক্ষমতাগত ক্ষতি হওয়া। তাই তারা আপনাকে রুখতে কতটা মরিয়া হবে, তা আগেভাগেই হিসাব করে আপনার রণকৌশল তৈরি করুন।

অ্যাকশন আইটেম:

- **সফলতার 'কেস স্টাডি' শেয়ার করা:** আপনার ইউনিটের বা অন্য কোনো ইউনিটের বিগত বছরের সফল ক্যাম্পেইনগুলোর একটি তালিকা বা ভিডিও সদস্যদের দেখান। এটি তাদের মনে এই বিশ্বাস তৈরি করবে যে— "অমুক এলাকায় যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের এখানেও হবে ইনশাআল্লাহ।"
- **শক্তির ম্যাপিং (Power Mapping):** ক্যাম্পেইন শুরুর আগে একটি বৈঠক করুন। সেখানে চিহ্নিত করুন—কারা এই কাজে বাধা দেবে এবং কারা সাহায্য করবে। বাধা দূর করতে সরাসরি লবিং বা আলোচনার একটি পরিকল্পনা তৈরি রাখুন।
- **সাথের মধ্যে লক্ষ্য নির্ধারণ:** বর্তমান জনবল ও সামর্থ্য অনুযায়ী এমন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (Target) ঠিক করুন যা জয় করা সম্ভব। অসম্ভব কোনো স্বপ্ন না দেখিয়ে সদস্যদের বাস্তবমুখী বিজয়ের স্বাদ দিন।
- **বিজয় উদযাপন:** ছোট জয় এলেও সেটি ঘটা করে উদযাপন করুন এবং সবার অবদান স্বীকার করুন। এটি সদস্যদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় করবে যে, তারা বড় কোনো পরিবর্তনের যোগ্য।

ডিসক্রেইমার

যদিও আদর্শ ইস্যু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা 'জয়যোগ্যতা' বা 'Winnability'-কে প্রাধান্য দিই, তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কখন জয়-পরাজয় গৌণ হয়ে দাঁড়ায়? যখন ইস্যুটি সরাসরি আমাদের অস্তিত্ব, মৌলিক বিশ্বাস (আকিদা) বা চরম মানবিক বিপর্যয়ের সাথে যুক্ত হয়, তখন জয়ের সম্ভাবনা শতভাগ না থাকলেও আমাদের রাজপথে নামতে হয়। কিছু লড়াই জেতার জন্য লড়াই হয় না, বরং আমরা যে 'অন্যায়কে মেনে নিইনি'—ইতিহাসে সেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য লড়াইতে হয়, লড়াইতে হয় সমাজের মেরুকরণের জন্য, হক বাতিলের তাবু আলাদা করার জন্য।

এই ধরণের পরিস্থিতিতে কৌশল:

- **নৈতিক বিজয় (Moral Victory):** যখন চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত নয়, তখন লক্ষ্য হতে হবে 'নৈতিক বিজয়' অর্জন করা, জনমতকে জাগ্রত করা, মেরুক্ষরণ করা, হক ও বাতিলের তাবু আলাদা করা।
- **ঘৃণা প্রকাশ:** অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করা এবং নীরবতা ভেঙে আওয়াজ তোলাও এক ধরণের কৌশলগত জয়
- **দীর্ঘমেয়াদী বীজ বপন:** আজকের এই আপাত 'অসম্ভব' লড়াইটি হয়তো ভবিষ্যতে কোনো এক বড় বিজয়ের ভিত্তি বা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

সতর্কবার্তা: তবে মনে রাখতে হবে, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ছাড়া নিয়মিত সাংগঠনিক কাজে বারবার 'অসম্ভব' বা 'অবাস্তব' লক্ষ্য নির্ধারণ করলে সদস্যরা স্থায়ীভাবে হতাশ হয়ে যেতে পারেন। তাই ব্যতিক্রমকে নিয়ম বানানো যাবে না।

৯। ইস্যু ক্যাম্পেইনটি কি নেতৃত্ব তৈরি (Build Leadership) করে?

এই অংশটি অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাম্পেইন শেষে আমাদের শুধু বিজয়ী হলে চলবে না, আমাদের নতুন একদল লিডার বা সংগঠক পেতে হবে। প্রতিটি ক্যাম্পেইন হলো একেকটি ট্রেনিং থ্রাউন্ড।

উদাহরণ: একটি 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি' বা 'রক্তদান কর্মসূচি'র আয়োজন করুন। এখানে আপনি দায়িত্ব ভাগ করে দিন—একজন হবে 'ফান্ড রেইজিং লিডার', একজন হবে 'পাবলিক রিলেশন লিডার', একজন হবে 'ভলান্টিয়ার ম্যানেজমেন্ট লিডার'। ৩ মাস পরে দেখা যাবে ঐ নতুন ছেলেগুলো বড় কোনো সমাবেশ পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আপনার ইউনিটে শুধু সদস্য বাড়বে না, বরং প্রতিটি সদস্য একেকজন নেতা হয়ে উঠবে।

অ্যাকশন আইটেম:

- কাজের দায়িত্ব ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নতুনদের দিন। নতুন ও জুনিয়র সদস্যরা ফ্রন্টলাইনে কথা বলতে দিন। অভিজ্ঞরা পেছন থেকে গাইড করবেন।
- ক্যাম্পেইন শেষে ছোট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যদের স্বীকৃতি দিন।

১০। ইস্যু ক্যাম্পেইনটি কি 'পরবর্তী ক্যাম্পেইনের পথ' (Set Up for Next Campaign) প্রশস্ত করে?

সামাজিক পরিবর্তনের লড়াই কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি সফল ইস্যু ক্যাম্পেইন কেবল একটি নির্দিষ্ট বিজয়ই এনে দেয় না, বরং এটি ইউনিটের জন্য ভবিষ্যতের বড় কোনো আন্দোলনের রসদ ও জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। আজকের একটি ছোট বিজয় বা একটি ছোট উদ্যোগ মানুষের মনে যে আস্থা তৈরি করে, সেই আস্থাকে পূর্জি করেই আগামী দিনের কঠিন পথগুলো পাড়ি দিতে হয়।

একজন দক্ষ সংগঠক কখনোই একটি ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পর হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। বরং তিনি দেখেন, এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কতজন নতুন মানুষ আমাদের সাথে একমত হলো, সমাজের কোন স্তর থেকে আমরা সাড়া পেলাম এবং আমাদের সদস্যদের দক্ষতা কতটা বাড়ল। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন থার্ট ফাস্ট নাইট বা অল্লীলতা বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাই, তখন সেই সমর্থক গোষ্ঠীটাই আমাদের জন্য একটি বিশাল সম্পদে পরিণত হয়। এই পরিচিত মানুষগুলোই পরবর্তী 'মাদক বিরোধী' কিংবা 'পারিবারিক মূল্যবোধ' বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আমাদের বিশ্বস্ত ভলান্টিয়ার বা সমর্থক হিসেবে কাজ করবে। সহজ কথায়, আজকের প্রতিটি ছোট কাজ হলো আগামীর বড় কোনো পরিবর্তনের শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তর- যেখানে সবকিছু চলবে মহান আল্লাহর আইন অনুযায়ী।

অ্যাকশন আইটেম

- **তথ্যভাণ্ডার বা ডাটাবেজ তৈরি:** প্রতিটি ক্যাম্পেইন চলাকালীন যারা লিফলেট গ্রহণ করেছে, ফরম পূরণ করেছে, অনলাইনে পজিটিভ মন্তব্য করেছে কিংবা সরাসরি সমর্থন দিয়েছে—তাদের নাম, ফোন নম্বর ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল একটি সুশৃঙ্খল তালিকায় (ডাটাবেজ) সংরক্ষণ করুন।
- **কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:** ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পর সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা দিন। তাদের জানান যে তাদের অংশগ্রহণ সমাজকে কতটা উপকৃত করেছে। এতে তারা নিজেদের ইউনিটের অংশ মনে করবে।
- **যোগসূত্র স্থাপন:** পরবর্তী ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই পুরোনো সমর্থকদের সাথে সবার আগে যোগাযোগ করুন। তাদের 'অনারারি মেম্বার' হিসেবে যুক্ত করে নতুন কাজের পরিকল্পনা শেয়ার করুন। এতে আপনার নতুন ক্যাম্পেইনটি শূন্য থেকে শুরু করতে হবে না, বরং আপনি শুরু থেকেই একটি বড় সাপোর্ট সিস্টেম পাবেন।
- **দক্ষতা মূল্যায়ন:** এই ক্যাম্পেইনে কোন সদস্য কোন কাজে (যেমন: কথা বলা, লেখালেখি বা ব্যবস্থাপনা) ভালো করেছে তার একটি তালিকা রাখুন, যাতে পরবর্তী বড় ক্যাম্পেইনে তাদের সঠিক স্থানে দায়িত্ব দেওয়া সহজ হয়।

১৬। ইস্যু ক্যাম্পেইনটির কি একজন 'পরিষ্কার লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী' (Clear Target) আছে?

অ্যাক্টিভিস্টদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো তারা 'সবার' কাছে দাবি জানায়। কিন্তু মনে রাখবেন, সবার কাছে দাবি জানানো মানে আসলে কারোর কাছেই দাবি না জানানো। আপনার ইস্যুটি সমাধান করার বা দাবি পূরণ করার ক্ষমতা কার হাতে আছে, তাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সবসময় একজন 'ব্যক্তি' হবেন (যেমন: কোনো কর্মকর্তা, শিক্ষক বা অভিভাবক), কোনো বিমূর্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নয়। টার্গেট যত সুনির্দিষ্ট হবে, দাবি আদায়ের সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে।

উদাহরণ (ফ্রিন আসক্তি): তরুণ প্রজন্মের মাঝে স্মার্টফোন বা ফ্রিন আসক্তি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটি একটি বিশাল সমস্যা। এখন এই সমস্যা সমাধানে আপনার 'টার্গেট' বা 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী' কারা হতে পারেন?

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে:** আপনি যদি শুধু বলেন "ছাত্রদের ফোন ব্যবহার কমানো দরকার", তবে কোনো লাভ হবে না। আপনার টার্গেট হতে পারেন **স্কুল বা কলেজের প্রিন্সিপাল**। তার কাছে দাবি জানান যেন ক্লাস চলাকালীন ফোন জমা রাখার একটি 'লকার সিস্টেম' চালু করা হয় কিংবা ক্যাম্পাসে ওয়াইফাই ব্যবহারের সময়সীমা সীমিত করা হয়।

- **পরিবারে:** এখানে আপনার টার্গেট হলো 'বাবা-মা' বা 'অভিভাবক'। তাদের সরাসরি টার্গেট করে ক্যাম্পেইন করুন যেন তারা খাবারের টেবিলে বা ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে 'নো ফোন জোন' ঘোষণা করেন।
- **এলাকায়:** আপনার টার্গেট হতে পারে স্থানীয় কাউন্সিলর বা মসজিদ কমিটির সভাপতি। তাদের কাছে দাবি জানান যেন এলাকার পরিত্যক্ত মাঠটি খেলার উপযোগী করা হয় বা একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়, যাতে কিশোররা ফোনের স্ক্রিন ছেড়ে মাঠে বা বইয়ের পাতায় সময় কাটাতে পারে।

১২। ইস্যু ক্যাম্পেইনটির কি একটি 'পরিষ্কার সময়সীমা' (Clear Time Frame) আছে?

যেকোনো বড় পরিবর্তনের লড়াইয়ে সুনির্দিষ্ট সময় ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। একটি ক্যাম্পেইন যদি অনির্দিষ্টকাল ধরে চলে, তবে সদস্যরা লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে এবং তাদের কাজের গতি ধীর হয়ে যায়। মানুষের মনস্তত্ত্ব হলো—সামনে যখন একটি সুনির্দিষ্ট 'ডেডলাইন' থাকে, তখন কাজের স্পৃহা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিটি ইস্যুকে ছোট ছোট এবং কার্যকর 'টাইম-ফ্রেমে' ভাগ করতে হবে।

যেমন— খার্ট ফাস্ট নাইট ক্যাম্পেইন মানে শুধু ৩১শে ডিসেম্বর নয়; বরং এর প্রস্তুতি, জনমত গঠন এবং চূড়ান্ত প্রচারণা মিলিয়ে আমাদের ১ সপ্তাহের একটি নিবিড় পরিকল্পনা থাকতে হবে।

অ্যাকশন আইটেম:

- **ইস্যু ভিত্তিক টাইম-ফ্রেম ঘোষণা:** ক্যাম্পেইন শুরুর আগেই সদস্যদের জানিয়ে দিন এটি কতদিনের মিশন।
যেমন:
 - **শর্ট-টার্ম (১ সপ্তাহ):** খার্ট ফাস্ট নাইট বা কোনো বিশেষ দিবস কেন্দ্রিক ক্যাম্পেইন।
 - **মিড-টার্ম (১ মাস):** জুয়া বা এলাকাভিত্তিক কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা দূর করার ক্যাম্পেইন।^৪
- **মাইলস্টোন ক্যালেন্ডার তৈরি:** পুরো সময়টাকে ক্যালেন্ডারে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য ভাগ করে দিন।
 - **উদাহরণ (স্ক্রিন আসক্তি - ১ মাস):** ১ম সপ্তাহ—স্টাডি ও কন্টেন্ট তৈরি; ২য় সপ্তাহ—স্কুল-কলেজে সেমিনার; ৩য় সপ্তাহ—মসজিদে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ; ৪র্থ সপ্তাহ—কাউন্সেলিং ও ফলো-আপ।
- **কাজের ধাপ নির্ধারণ (Checklist):** নির্দিষ্ট করুন ঠিক কোন তারিখে লিফলেট হাতে আসবে, কবে মুকুব্বিবদের সাথে চা-চক্র হবে এবং কবে চূড়ান্ত ইভেন্ট বা বড় জমায়েত হবে।
- **সাফল্য উদযাপন ও রিভিউ:** সময়সীমা (১ সপ্তাহ বা ১ মাস) শেষ হওয়ার পর একটি রিভিউ মিটিং করুন। কাজ কতটা সফল হলো তা সদস্যদের সামনে তুলে ধরুন। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন শেষে সদস্যদের ক্লাস্ট্রি দূর করতে সামান্য রিফ্রেশমেন্ট বা ছোটখাটো গোট-টুগেদারের আয়োজন করুন।

^৪ সময়, এলাকা/ইউনিটেভেদে কমবেশী হতে পারে

১৩। তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা (Fundraising Capability) কি আছে ?

একটি ইস্যুর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার অন্যতম বড় মাপকাঠি হলো—মানুষ এর জন্য স্বেচ্ছায় টাকা খরচ করতে রাজি কি না। একে বলা হয় ইস্যুটির 'এসিড টেস্ট'। মানুষ যখন কোনো সমস্যার সমাধানকে অত্যন্ত জরুরি মনে করে এবং আপনার ইউনিটের ওপর আস্থা পায়, তখনই সে তার কষ্টার্জিত অর্থ অনুদান হিসেবে দেয়। তহবিল সংগ্রহ টাকার যোগান দেবার পাশাপাশি মানুষের কাজের প্রতি 'মালিকানা' (Ownership) তৈরি করে। যে ব্যক্তি আপনার ক্যাম্পেইনে ১০ টাকা দেবে, সে মনেপ্রাণে চাইবে আপনার এই কাজটি সফল হোক।

উদাহরণ: আপনি যখন একটি শীতবস্ত্র বিতরণ বা একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ডাক দেন এবং দেখেন সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাকা বা সরঞ্জাম দিচ্ছে, তখন বুঝবেন আপনার ইস্যুটি সঠিক এবং মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা আছে।

অ্যাকশন আইটেম (জেনারেল আইজিড):

- **স্বচ্ছ পরিকল্পনা পেশ:** দাতাদের কাছে আপনার কাজের একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ এবং বাজেট তুলে ধরুন। মানুষ যখন জানে তার টাকা কোথায় এবং কীভাবে খরচ হবে, তখন সে নিশ্চিত্তে দান করে।
- **তৃণমূল থেকে ফান্ড সংগ্রহ:** বড় কোনো ডোনারের ওপর নির্ভর না করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ছোট ছোট অনুদান (যেমন: ১০, ২০ বা ৫০ টাকা) সংগ্রহ করুন। এতে মানুষের সম্পৃক্ততা ও সমর্থন বহুগুণ বেড়ে যায়।
- **কৃতজ্ঞতা ও হিসাব প্রদান:** ফান্ড সংগ্রহের পর তা কীভাবে ব্যবহার করা হলো, তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব এবং ধন্যবাদ বার্তা দাতাদের কাছে পৌঁছে দিন। এতে পরবর্তী ক্যাম্পেইনের জন্য আস্থার ভিত্তি তৈরি হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন “অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক” পাঠ এ আলোচিত ‘ফান্ড ম্যানেজমেন্ট’ প্রবন্ধটি

১৪। ইস্যু ক্যাম্পেইনটির কি একটি 'আর্থিক দিক' (Pocketbook Angle) আছে?

মানুষের কাছে অনেক সময় আদর্শিক কথার চেয়ে 'পকেটের টান' বা অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোনো ক্যাম্পেইন সফল হলে মানুষের পকেটের টাকা সাশ্রয় হয় কিংবা তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, তখন সে সেই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাড়তি তাগিদ অনুভব করে। নৈতিকতা বা আদর্শের সাথে যখন বৈষয়িক বা আর্থিক সুবিধার যুক্তি যুক্ত হয়, তখন ইস্যুটি গণমানুষের কাছে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আপনার কাজ হলো মানুষের চোখের সামনে সেই লাভ-ক্ষতির অংকটা পরিষ্কার করে দেওয়া যা তাকে এই ক্যাম্পেইনে শরিক হতে বাধ্য করবে।

উদাহরণ:

১. **বিয়ে সহজ করার ক্যাম্পেইন:** আপনি যদি শুধু "সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে"র কথা বলেন, তবে অনেকে পাত্তাই দেবে না। কিন্তু যদি আপনি হিসাব দেখিয়ে বলেন— "একটি লোক দেখানো জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের পেছনে পরিবারগুলো গড়ে ১০-১৫ লক্ষ টাকা অপচয় করে। এই টাকা দিয়ে আপনার সন্তান একটি ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারত কিংবা পুরো জীবনের জন্য একটি সঞ্চয় গড়তে পারত। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে অনেক বাবা আজ ঋণের দায়ে নিঃস্বা।"

আপনি সুন্নাহসম্মত বিয়ের কথা বলবেন, ইসলামের বার্তা দেবেন পাশাপাশি এই টাকাপয়সার বিষয়গুলোও বলুন।

২. **থার্টি ফার্স্ট ও অপসংস্কৃতি:** আতশবাজিতে এক রাতে বাংলাদেশে কত কোটি টাকা পোড়ানো হয় তার হিসাব দিন। এই টাকা দিয়ে আপনার এলাকার কতজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান বা কতজন অসুস্থ মানুষের অপারেশন সম্ভব ছিল তা তুলে ধরুন। যখন মানুষ দেখবে তার আনন্দের নামে আসলে সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, তখন সে সচেতন হবে।

৩. **দ্রব্যমূল্য ও সিভিকিট:** আপনি যদি কেবল বলেন "সিভিকিট করা হারাম", মানুষ হয়তো একমত হবে কিন্তু রাস্তায় নামবে না। কিন্তু আপনি যদি এভাবে হিসাব দেন— "প্রতি কেজি পেঁয়াজে সিভিকিট আপনার পকেট থেকে অতিরিক্ত ৩০ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মাসে আপনার পরিবার থেকে ১০০০ টাকা শুধু সিভিকিটের পকেটে যাচ্ছে, যা দিয়ে আপনার সন্তানের জন্য এক মাস বাড়তি পুষ্টিকর খাবার কেনা সম্ভব ছিল"-তাহলে দেখবেন অনেকেই রাস্তায় নামার তাগিদ অনুভব করছে। দুঃখজনক হলেও এটাই আসলে বাস্তবতা। অধিকাংশ মানুষ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়না, তারা পরিচালিত হয় স্বার্থ দ্বারা।

অ্যাকশন আইটেম:

- **তুলনামূলক বা "অপচয় বনাম উন্নয়ন" চার্ট:** একটি লিফলেট তৈরি করুন যেখানে একদিকে জাঁকজমক বা অপচয়ের খরচ এবং অন্যদিকে সেই টাকা দিয়ে কী কী গঠনমূলক কাজ করা যেত তার একটি পরিষ্কার অংক থাকবে। (যেমন: ১টি জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অপচয় = ৩টি ছোট ব্যবসা)।
- **প্রাইস ট্র্যাকার বা তথ্যচিত্র:** পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের পার্থক্যের চার্ট দেখিয়ে মানুষকে বোঝান কীভাবে তাদের পকেট থেকে টাকা চুরি হচ্ছে।
- **নিরাপত্তার হিসাব:** এলাকাভিত্তিক দাতাদের বোঝান যে, আপনাদের কাজের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা বাড়লে বা অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমলে তাদের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিও কমবে।

১৫। ইস্যুটি 'মূল্যবোধ ও রূপকল্পের' (Values & Vision) সাথে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সামাজিক পরিবর্তনের যেকোনো লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লড়াইয়ের 'উদ্দেশ্য' এবং 'পদ্ধতি'। একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা যেন আমাদের মূল আদর্শ তথা ইসলামী পরিচয় এবং আখিরাতের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অনেক সময় লক্ষ্য অর্জনের নেশায় আমরা এমন পথ বেছে নিই যা আমাদের আদর্শের সাথে মেলে না। এই পয়েন্টটি আমাদের সেই ভুল থেকে সতর্ক করে।

আমাদের রূপকল্প বা ভিশন কেবল অপরাধ কমানো বা সমাজ সংস্কার নয়; বরং আমাদের ভিশন হলো একটি 'মমতাময় সমাজ' গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি কাজ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং প্রতিটি সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের। যেখানে সবকিছু চলবে আল্লাহর আইন অনুসরণ করে। আমরা যখন অশ্লীলতা বা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তখন আমাদের লক্ষ্য থাকে শুধু সেই মানুষগুলোকে ঘৃণা করা নয়, বরং সেই পাপ থেকে তাদের 'উদ্ধার' করা। আমাদের প্রচারণার ভাষা যেন এমন না হয় যা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বরং আমাদের ভাষা হবে 'সংশোধন' ও 'কল্যাণের'। আমরা মানুষের বিবেকে আঘাত করব তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য, অপমান করার জন্য নয়। দিনশেষে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ইসলামের সৌন্দর্য ও ইনসাফকে ফুটিয়ে তোলে।

অ্যাকশন আইটেম:

- **ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক সমাপ্তি:** প্রতিটি ক্যাম্পেইন, বক্তব্য বা লিফলেটের শেষে একটি শক্তিশালী আশার বাণী দিন। মানুষকে শুধু অন্ধকারের ভয়াবহতা না দেখিয়ে আলোর পথের আনন্দ ও প্রশান্তির কথা জানান।
- **গঠনমূলক ভাষা ব্যবহার:** প্রচারণামূলক কন্টেন্টগুলোতে ঢালাওভাবে নিন্দা বা ঘৃণা ছড়ানোর পরিবর্তে সমস্যার যৌক্তিক সমাধান এবং সংশোধনের পথ তুলে ধরুন। "আমরা শুধু ধবংস করতে আসিনি, আমরা গড়তেও এসেছি"—এই মূলমন্ত্রটি প্রতিটি সদস্যদের আচরণ ও ভাষায় নিশ্চিত করুন।
- **আদর্শিক ফিল্টারিং:** কোনো নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আগে ইউনিটের ভেতরে আলোচনা করুন— "এই কাজটি কি আমাদের আখিরাতের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এটি কি ইসলামের উদার ও মমতাময় চিত্র ফুটিয়ে তুলছে?"

আদর্শ ইস্যু নির্বাচনের চেকলিস্ট

যেকোনো বড় ক্যাম্পেইন করার আগে এই ১৫টি পয়েন্টের ফিল্টার দিয়ে আপনার ইস্যুটিকে যাচাই করে নিন:

ফলাফল ও বাস্তব প্রভাব

- [] ১. **জীবনের ওপর দৃশ্যমান উন্নয়ন (Real Improvement):** এই কাজের ফলে কি মানুষের কষ্টের কোনো সরাসরি সমাধান হবে?
- [] ২. **অনেকের সমস্যা (Widely Felt):** এটি কি সমাজের একটি বড় অংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমস্যা?
- [] ৩. **গভীরভাবে অনুভূত (Deeply Felt):** মানুষ কি এই সমস্যাটি নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ বা আবেগপ্রবণ?
- [] ৪. **আর্থিক দিক (Pocketbook Angle):** এই কাজের মাধ্যমে কি সরাসরি মানুষের টাকা সাশ্রয় হবে বা আর্থিক লোকসান বন্ধ হবে?

কৌশল ও লক্ষ্য

- [] ৫. **জয়যোগ্য (Winnable):** লক্ষ্যটি কি আমাদের বর্তমান শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব?
- [] ৬. **পরিষ্কার লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (Clear Target):** দাবি পূরণ করতে পারেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি কি আমাদের টার্গেটে আছে?
- [] ৭. **পরিষ্কার সময়সীমা (Clear Time Frame):** ক্যাম্পেইনটির কি নির্দিষ্ট শুরু এবং শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে?
- [] ৮. **সহজে বোধগম্য (Easy to Understand):** সাধারণ মানুষ কি এক দেখায় বা এক কথায় ইস্যুটি বুঝতে পারবে?

সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ

- [] ৯. **সক্ষমতার বোধ ও আত্মবিশ্বাস (Sense of Own Power):** এই ক্যাম্পেইন শেষে সদস্যরা কি নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হবে?
- [] ১০. **ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন (Shift in Power Balance):** এই কাজ শেষে কি নীতিনির্ধারক বা প্রশাসনের কাছে আমাদের গুরুত্ব ও চাপ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে?

[] ১১. নেতৃত্ব তৈরি (Build Leadership): এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কি নতুন দক্ষ এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে?

[] ১২. পরবর্তী ক্যাম্পেইনের পথ (Set Up for Next Campaign): এই কাজের মাধ্যমে কি নতুন সমর্থক ও ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে বড় লড়াইয়ে কাজে লাগবে?

আদর্শিক ভিত্তি ও স্থায়িত্ব

[] ১৩. মূল্যবোধ ও রূপকল্পের সামঞ্জস্য (Values & Vision): ইস্যুটি কি আমাদের ঈমানী আদর্শ, আখিরাতে লক্ষ্য এবং বৃহত্তর রূপকল্পের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ?

[] ১৪. সার্থক বা মূল্যবান (Worthwhile): কাজটি কি আমাদের সময়, মনোযোগ ও শ্রম দেওয়ার মতো যোগ্য? এটি কি দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ বয়ে আনবে?

[] ১৫. তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা (Fundraising Capability): ইস্যুটি কি এমন যে আপনার সমর্থক ও সাধারণ মানুষ এর জন্য স্বেচ্ছায় অনুদান দেবে?

এই চেকলিস্টটি ব্যবহার করে স্ক্রিন আসক্তিকে কেন আমরা আদর্শ ইস্যু হিসেবে বেছে নিতে পারি তার একটি বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো। এতে ইন্শা আল্লাহ আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

কেস স্টাডি: স্কিন আসক্তি (স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশন)

ফলাফল ও বাস্তব প্রভাব

- **দৃশ্যমান উন্নয়ন (Real Improvement):** হ্যাঁ। ক্যাম্পেইন সফল হলে কিশোর-তরুণরা মাঠে ফিরবে, পরিবারের সাথে সময় কাটাবে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। সরাসরি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।
- **অনেকের সমস্যা (Widely Felt):** হ্যাঁ। বর্তমানে এটি প্রতিটি স্তরের মানুষের সমস্যা। রিকশাচালক থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত—সবাই তাদের সন্তানদের ফোন আসক্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন।
- **গভীরভাবে অনুভূত (Deeply Felt):** অত্যন্ত গভীর। বাবা-মায়েরা এর ফলে সন্তানের নৈতিক অবক্ষয়, পড়াশোনায় ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি, মেজাজ খিটখিটে হওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া নিয়ে এক ধরনের অসহায় ক্ষোভ বা যন্ত্রণা অনুভব করেন।
- **আর্থিক দিক (Pocketbook Angle):** হ্যাঁ। অপ্রয়োজনীয় ডাটা কেনা কমবে, চোখের সমস্যা বা মাথাব্যথার চিকিৎসার পেছনে খরচ বাঁচবে। দীর্ঘমেয়াদে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে।

কৌশল ও লক্ষ্য

- **জয়যোগ্য (Winnable):** হ্যাঁ। এক ক্যাম্পেইনে হয়তো পুরো আসক্তি কাটবে না, তবে এলাকার মাঠে খেলাধুলা শুরু করানো বা নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল এলাকায় ফোন নিষিদ্ধ করার মতো ছোট লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব।
- **পরিষ্কার লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (Clear Target):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'প্রিন্সিপাল' এবং পাড়া-মহল্লার ক্ষেত্রে 'মসজিদ কমিটির সভাপতি/কাউন্সিলর' (যেন তারা মাঠ বা লাইব্রেরি সংস্কার করেন)।
- **পরিষ্কার সময়সীমা (Clear Time Frame):** ১ মাস। (১ম সপ্তাহ প্রচারণা, ২য় সপ্তাহ সচেতনতা, ৩য় সপ্তাহ থেকে বিকল্প ব্যবস্থা বা নতুন নিয়ম চালু)।
- **সহজে বোধগম্য (Easy to Understand):** হ্যাঁ। "ফোন ছেড়ে মাঠে এসো" বা "সন্তানকে স্কিন নয়, সময় দিন"—এই বার্তাটি সবাই সহজে বুঝবে।

সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ

- **সক্ষমতার বোধ (Sense of Own Power):** যখন একদল তরুণ বড় কোনো স্কুলের নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে, সফলভাবে একটি খেলার টুর্নামেন্ট বা লাইব্রেরি চালু করবে তখন তাদের মাঝে "আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি" এই প্রবল সাংগঠনিক আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

- **ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন (Shift in Power Balance):** স্কুল কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন যখন দেখবে তরুণরা কোনো বিশৃঙ্খলা না করে একটি যৌক্তিক দাবি আদায় করেছে, তখন ভবিষ্যতে বড় কোনো নীতিগত বিষয়ে তারা আপনাদের গুরুত্ব দেবে।
- **নেতৃত্ব তৈরি (Build Leadership):** এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কন্টেন্ট রাইটার, ইভেন্ট অর্গানাইজার এবং কাউন্সেলর হিসেবে নতুন নতুন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি হবে।
- **পরবর্তী ক্যাম্পেইনের পথ (Set Up for Next Campaign):** যারা আসক্তি থেকে ফিরবে, তাদের নিয়ে একটি 'রিডার্স ক্লাব' বা 'সোশ্যাল সার্ভিস টিম' গঠন করা সহজ হবে, যা ভবিষ্যতের বড় কাজের ভিত্তি।

আদর্শিক ভিত্তি ও স্থায়িত্ব

- **মূল্যবোধ ও রূপকল্প (Values & Vision):** পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম আমাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং নৈতিকতা রক্ষার শিক্ষা দেয়। ফ্রিন আসক্তি থেকে ফেরানো মানে একটি প্রজন্মকে চারিত্রিক ধবংস ও সময়ের অপচয় থেকে রক্ষা করা।
- **সার্থক বা মূল্যবান (Worthwhile):** এটি অত্যন্ত ভালো কাজ। একটি প্রজন্মের মেধা ও নৈতিকতা রক্ষা করার চেয়ে সার্থক কাজ আর হতে পারে না।
- **তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা (Fundraising Capability):** হ্যাঁ। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত যেকোনো সচেতন অভিভাবক বা সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এই উদ্যোগে আনন্দের সাথে অর্থায়ন করবেন।

সিদ্ধান্ত: কাজেই আমরা ফ্রিন আসক্তিকে একটি আদর্শ ইস্যু হিসেবে নিয়ে ক্যাম্পেইন করতে পারি।

ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার

সামাজিক শক্তি অর্জনের অ্যাক্টিভিসম আপনাকে স্বাগতম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ (সুবঃ) তাঁর নগণ্য বান্দাদের নিয়ে তাঁর দ্বীনের কাজ করিয়ে নেন। তিনি আপনাদের দয়া করে পছন্দ করেছেন খুবই অবহেলিত এই কাজের জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং আমরা এই সুধারণা রাখি আপনাদের এই কাজের বিনিময়ে তিনি আপনাদের ক্ষমা করে দিবেন। আপনাদের সকল গোপন ও প্রকাশ্য পাপ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর জান্নাতে ঠাই দেবেন।

যে কোনো কাজের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হলো ইহসানের সাথে করা। সামাজিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে ইহসানের সাথে কাজ করতে। ছটছট জোশের সাথে কাজ করার চাইতে তাই মনোনিবেশ করতে হবে গুছিয়ে সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিতভাবে কাজ করার দিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই যুগে ইস্যুর অভাব নেই। ইস্যুর ভীড়ে আমাদের মূল মাকসাদ থেকে সরে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবার ফলে মুসলিম উম্মাহর সীমিত জনবল, সময় ও অর্থের অপচয় করার গ্লানি আমাদের পেয়ে বসতে পারে। তাই শুরুতেই আমাদের ঠিক করা উচিত কোন ইস্যুগুলো নিয়ে অ্যাক্টিভিসম করা সামাজিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক।

ক্যাম্পেইনের ক্যাটাগরি

আমাদের সমাজে অসংখ্য সমস্যা আছে। এগুলো নিরসনে অসংখ্য কাজ করা যায়। কিন্তু কোন কাজগুলো আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা ঠিক করা জরুরী। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি “অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ” এর অ্যাক্টিভিসম কি এবং কি না এবং কারা হবে আমাদের গনশক্তি প্রবন্ধে। বর্তমান বাস্তবতায় আমরা চেষ্টা করব ইউনিট থেকে জনসেবা এবং জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনগুলো বেশি বেশি করতে।

- **জনসেবা (ডাইরেক্ট সার্ভিস):** সমাজের মানুষের কোনো সমস্যা সরাসরি সমাধান করে দেয়া বা যেকোনো জনসেবামূলক কাজ। যেমন - শীতবস্ত্র বিতরণ; এলাকার ভাঙা রাস্তা সকলে চাঁদা দিয়ে ঠিক করে দেয়া; রমাদান ও ঈদ কেন্দ্রিক, দান, সাদাকাহ, ফিতরাহ ও যাকাত ব্যবস্থাপনা; গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি খাওয়ানো ইত্যাদি।
- **সেলফ হেল্প:** সমাজের সাধারণ মানুষের একটা অংশ যখন নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করে বা করার উদ্যোগ নেয়। যেমন - স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেরা মিলে বিভিন্ন আসক্তি নিয়ে ক্যাম্পেইন করে।
- **জনসচেতনতা (এডুকেশন):** জনসচেতনতা তৈরি করা। ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা, মুসলিমবঙ্গের সংগ্রামের ইতিহাস, সমাজে বিদ্যমান সমস্যার পেছনে যে সেক্যুলারিজম দায়ী ও ইসলাম যে এর একমাত্র সমাধান এগুলো সম্পর্কে সমাজের মানুষকে অবহিত করণ এবং তাদের মধ্যে শরিয়াহর পিপাসা তৈরী করণ। যেমন - ভ্যালেন্টাইন, সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার, পর্ন আসক্তি, স্ক্রিন আসক্তি এগুলোর মতো সমস্যার কারণ ও ইসলামের সমাধান তুলে ধরে এলাভিত্তিক আলোচনা/মজলিস, হালাকাহ, কুইয়, প্রজেক্টরে ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং ইত্যাদি।

মুসলিমদের ইতিহাসের সাথে জড়িত কিছু দিবস পুরো বছর জুড়ে পালন করা উচিত। এখানে দিবসটা ইস্যু না। নাম বিভিন্ন হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো এই বাংলার সাথে ইসলামের সম্পর্ক, পরিচয়, অবদান, ইসলামের সাংস্কৃতিক দিক ইত্যাদির ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা। এসব ‘দিবস’ উপলক্ষে কিছু ইন্টেলেকচুয়াল কাজ তো থাকবে। তবে এর পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক আলোচনা/মজলিস, হালাকাহ, কুইয়, প্রজেক্টের ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি লো-ফাই^৬ আয়োজন করতে হবে, যাতে এই পরিচয়ের রাজনীতির ন্যারেটিভ গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে যায়।

ডাইরেক্ট সার্ভিস লিস্ট

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ○ বৃক্ষরোপন | ○ পথশিশুদের স্কুল |
| ○ দ্রাণ বিতরণ | ○ নৈতিক শিক্ষার আসর/স্কুল |
| ○ সাবলম্বীকরণ প্রজেক্ট | ○ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান |
| ○ বই বিতরণ | ○ রাস্তার জ্যামে থাকা মানুষ ও |
| ○ ইফতার মাহফিল | রিফ্রাওয়ারদের ইফতার ও ঠান্ডা |
| ○ ক্যারিয়ার সাইকোলজিক্যাল , | পানি বিতরণ |
| কাউন্সিলিং | ○ ঈদে পথশিশুদের জামা দেওয়া |
| ○ রক্তদান কর্মসূচী | ○ মৌসুমি ফলের আসর |

সামাজিক অবক্ষয়

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ■ পর্ন আসক্তি | ■ আত্মহত্যা |
| ■ হারাম রিলেশন | ■ স্ক্রিন আসক্তি |
| ■ বিয়ে কঠিন করে ফেলা | ■ সমকামিতা |
| ■ জিনা ব্যাভিচার, বিকৃতি | ■ ধর্ষণ |
| ■ গর্ভপাত | ■ বৃদ্ধাশ্রম |
| ■ হতাশা | |

ইসলাম বিদ্বেষ

স্টুডেন্টদের খাস ইস্যু

- বেকারত্ব
- ক্যারিয়ার
- হল, ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সমস্যা

ইউনিটগুলোর মূল ফোকাস থাকবে কৌশলগত ডাইরেক্ট সার্ভিস এবং জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। ইউনিটগুলো প্রতিমাসে অন্তত ১ টি সমাজসেবামূলক কাজ ও ১ টি জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারে। সব ইউনিটকেই ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডারের সব ইস্যু নিয়ে অ্যাক্টিভিসম করতে হবে এমন নয়।

^৬ ‘লো-ফাই’ (Lo-Fi) মানে হলো এমন কোনো আয়োজন যা করতে খুব বেশি টাকা-পয়সা, জাঁকজমক বা বড় বড় লজিস্টিকসের প্রয়োজন হয় না।

ইউনিটদের জন্য ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার ২০২৬

মাস	জনসেবা (ডাইরেক্ট সার্ভিস)	সেলফ হেল্প	জনসচেতনতা (এডুকেশন)
জানুয়ারি	শীতবস্ত্র বিতরণ		খাদ্যে ভেজাল, ফরায়েজী দিবস (১৭ জানুয়ারি)
ফেব্রুয়ারি	রক্তদান কর্মসূচী		ভ্যালেন্টাইন, গর্ভপাত
মার্চ	রমাদান ও ঈদ কেন্দ্রিক, দান, সাদাকাহ, ফিতরাহ ও যাকাত ব্যবস্থাপনা	যুহুদ-ওয়ারাহ, তাযকিয়াতুন নফস	যাকাতের সুফল, ইসলামী পরিচয় এবং ইসলামী উৎসবের গুরুত্ব, ঈদ আনন্দ আয়োজন
এপ্রিল	তৃষ্ণার্তদের পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা (কৌশলগত সীমিত পরিসরে শরবত ও পানি খাওয়ানো)		পর্ন আসক্তি (সেকুল্যারিজমের অসুখ), পরকীয়া
মে	এলাকার কয়েকজন দুস্থ মানুষের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া, এলাকার কোনো জনদুর্ভোগ দূর করে দেওয়া		শাপলা গনহত্যা, প্লাস্টিক দূষণ, গরু জবাই ও আমাদের শেকড়ের লড়াই বয়কট কোকাকোলা
জুন	কৌশলগত সীমিত পরিসরে ফল খাওয়ানো		LGBTQ, ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেবার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা, ডেংগু
জুলাই	বৃক্ষরোপন, পরিবেশ রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা, দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা (কৌশলগত সীমিত পরিসরে ত্রাণ বিতরণ)		জুয়া আসক্তি, আসহাবুল ইয়ামিন চেতনার বাতিঘর, শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) দিবস – প্রস্তাবিত: ১৫ জুলাই
অগাস্ট	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা (কৌশলগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মশক নিধন), দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা (কৌশলগত সীমিত পরিসরে ত্রাণ বিতরণ)		স্ক্রিন আসক্তি
সেপ্টেম্বর	মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার কর্মসূচী ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং		মাদকাসক্তি
অক্টোবর	প্রতিবেশীদের নিয়ে কৌশলগত গনভোজ (ইসলামে শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন, প্রতিবেশীদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব),		<ul style="list-style-type: none"> ইসলামের আলোকে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের অধিকার (বৃদ্ধাশ্রম, সামাজিক অবক্ষয়, বড়-ছোটো সম্মান কমে যাওয়া, পরিবারের ভাঙন-সেকুল্যারিজমের অসুখ), শরীয়ার সুফল, ২৩ অক্টোবর – তিতুমীর/বাঁশের কেলা দিবস
নভেম্বর	মানবতার দেয়াল, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প		ইসলাম কিভাবে মানুষকে হতাশা, আত্মহত্যা থেকে দূরে রাখে, বেকারত্ব
ডিসেম্বর	শীতবস্ত্র বিতরণ, টিনেজারদের লাইফ স্কিলস শেখানো প্রোগ্রাম		থার্ট ফাস্ট নাইট (ইসলামে জীবন রক্ষার গুরুত্ব)

দ্রষ্টব্য: এই কাজগুলো আমরা সারা বছর জুড়ে করব যাতে আমাদের কাজগুলো নিয়মিত হয়, কয়েকদিন অনেকগুলো কাজ পরে লক্ষ্য সময় কোনো কাজ নেই – এমন যেন না হয়। এগুলো আমাদের রুটিন অ্যাক্টিভিসম। সাধারণ সময় ক্যালেন্ডার মোতাবেক কাজগুলো হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইস্যু চলে এলে তা এই কাজগুলোর পাশাপাশি যুক্ত হবে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন

আমাদের ক্যাম্পেইনগুলো যেন শুধু কোনো কিছু বিরুদ্ধে/কোনো কিছু প্রতিবাদে এমন না হয়। এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র তৈরি করে ফেলে যা আমাদের জন্য নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। অনেক সেকুল্যার একটা কথা বলে—ইসলামপন্থীরা কি চায় তা বলে না, কি কি চায় না শুধু সেটা বলে। তাদের এই কথা পুরোপুরি ভুল না। প্রতিবাদমূলক কাজের পাশাপাশি আমাদের কিছু ইতিবাচক/ভিশনারি ক্যাম্পেইন লাগবে। ইতিবাচক ক্যাম্পেইনের ন্যারেটিভের মাধ্যমে বিরোধিতা/প্রতিবাদ করা যাবে ইনশা আল্লাহ।

যেমন ধরুন –

বিরুদ্ধে/প্রতিক্রিয়াশীল - পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন।

ইতিবাচক/ভিশনারী - পরিবেশের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা (এখানে পরিবেশ দূষণ অটো চলে আসবে)।

বিরুদ্ধে/প্রতিক্রিয়াশীল - আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন।

ইতিবাচক/ভিশনারী - ইসলাম কিভাবে মানুষকে হতাশা, আত্মহত্যা থেকে দূরে রাখে (আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কথাবার্তা অটো চলে আসবে)।

বিরুদ্ধে/প্রতিক্রিয়াশীল - থার্টি ফাস্ট নাইট উদযাপনের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন।

ইতিবাচক/ভিশনারী - “থার্টি ফাস্ট নাইটে জীবনের জন্য”

- ছোট্ট উম্মায়েরদের জীবনের জন্য
- শত সহস্র পাখির জীবনের জন্য
- আগুনে পুড়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীদের জীবনের জন্য
- মদ্যপানে মৃত্যুবরণ করা তরুণ যুবকদের জীবনের জন্য
- অশ্লীলতার পংকিলতা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নির্মল, পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য
- কাফির মুশরিকদের অনুসরণ না করে দুনিয়ার তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উর্ধ্ব উঠে আখিরাতে অনন্ত সুখময় মহাজীবনের জন্য।

পর্ন আসক্তি, হারাম রিলেশনশিপ, পরিবার ভাঙন, মাদকাসক্তি এমন বিরোধিতামূলক, প্রতিবাদী কাজে আলোচনার ধরণ এমন হবে –

সমস্যা -> সমস্যার কারণ সেক্যুলারিজম -> সমাধান ইসলাম।

কিন্তু যেখানে ইতিবাচক ভিশন আনা হবে (যেমন সমাজসেবামূলক কাজ) সেখানে আলোচনার ধরণ এমন হবে—

- ইসলামের শিক্ষা
- সমাজ কিভাবে এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে
- সমস্যার কিছু বিবরণ, দেখুন আজকের সেকুল্যার সিস্টেম এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, কিন্তু ইসলাম পেয়েছে
- শরীয়াহ আসলে এগুলো সব সমাধান হয়ে যাবে
- কাজেই আমাদের দরকার শরীয়াহ “ইসলামের শিক্ষা দেখুন কতো সুন্দর। এটা মানলে কতো সমস্যার সমাধান এমনিতেই সমাধান হয়ে যেত। আসুন আমরা ইসলাম মানি। দেখুন শরীয়াহ আসলে যে উপকার পাওয়া যাবে আমাদের এই কাজগুলো তার মাত্র ০.১%। পুরো শরীয়া আসলে কি হবে চিন্তা করুন। আমাদের আসলেই শরীয়া দরকার...” এ ধরণের ন্যারেটিভ।

“সমাজে একটা মানুষ না খেয়ে আছে—পশ্চিমের চোখে এটি শুধু একটা ফ্যাক্ট মাত্র। কিন্তু ইসলামের চোখে সমাজের সবাই সম্মিলিতভাবে অপরাধী। ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার আছে। মুসলিমরা সাদাকাহ করে শুধু আরেকজনকে সাহায্য করার জন্য না। এটা মুসলিমদের দায়িত্ব। নৈতিক ও ঈমানি দায়িত্ব। সে সাদাকাহ করবে তাঁর দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে...” এ ধরণের ন্যারেটিভ।

খেয়াল করুন:

- নিজেদের সদস্য সংখ্যা, শক্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজে অবস্থান, আপনাদের ব্যাপারে জনসাধারণের মনোভাব, স্থানীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে ক্যাম্পেইন ক্যালেন্ডার থেকে ইস্যুগুলো বাছাই করে নিতে হবে।
- শুরুর দিনগুলোতে সমাজের মানুষদের যুক্ত করা যায়, সমাজে ভ্যালু এড হয় এমন ইস্যুতে ফোকাস করতে হবে। ইসলামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, এলাকাভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী, পরিবেশের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা, হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক), অসহায় গরীব মিসকিনদের সাহায্য করা, সমাজসেবা, সামাজিক শক্তি, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা সংক্রান্ত সূন্যাহ নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা, হল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক স্টুডেন্টদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে দেওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী। এগুলো সমাজে ভ্যালু এড করবে। ইতিবাচকতা ছড়াবে। দিন দিন আপনারা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন ইনশা আল্লাহ।
- একটা পর্যায়ে গিয়ে ফান্ড ম্যানেজ করতে পারলে ওয়াকফ বা সমবায় টাইপ কাজ করা যাবে ইনশা আল্লাহ। ফান্ড অল্প থাকলেও শুরু করা যায় ইনশা আল্লাহ। তবে এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগবে। এ জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ইতিবাচক/ভিশনারি টাইপের কাজ করতে হবে মূলত।
- ঢালাওভাবে ডাইরেক্ট সার্ভিস (জনসেবামূলক কাজ) না করে কৌশলগত ভাবে সকল দিক বিবেচনা করে ডাইরেক্ট সার্ভিস অ্যাক্টিভিসম করতে হবে।
- সমাজসেবামূলক অ্যাক্টিভিসমসহ সকল অ্যাক্টিভিসমের ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ এবং স্ট্র্যাটেজি চার্ট অনুসরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফায়দা নেবার চেষ্টা করতে হবে।
- সকল জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে জনসচেতনতা তৈরির উদ্যোগ থাকতে হবে। জনসেবামূলক কাজগুলো মিডিয়াতে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

- ঈদকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাদী পুথি পাঠের আসর (শিরক বিদআতে ভরপুর কাহিনী মুক্ত), লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি আয়োজন করা যেতে পারে। মুসলিম পরিচয় বা সংস্কৃতিকেন্দ্রিক এধরণের অনুষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমান ইসলাম বিদেষকে সামনে নিয়ে আসা, মুসলিম পরিচয়কে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ।
- সারাবছর জুড়ে আকাশের ওপারে আকাশ, মুক্ত বাতাসের খোঁজে, ষোলো ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক ছোটো ছোটো পাঠচক্রভিত্তিক ক্যাম্পেইন রাখা যেতে পারে।
- মা দিবস বাবা দিবস টার্গেট করে কিছু ইসলামিক ন্যারেটিভ পুশ করা যায়। “... যদিও দিবস পালন ইসলাম সমর্থন করে না। বাবা-মার খেদমত পুরো বছরই করতে হবে। তবে যেহেতু এ দিনে এটা চর্চিত হচ্ছে তাই কিছু কথা তুলে ধরছি...” “এই সভ্যতা মা দিবস পালন করতে বলে, কিন্তু আধুনিকতা সন্তানদের বেয়াদব বানাচ্ছে। ইসলাম যেখানে বলেছে...” এই টাইপ ন্যারেটিভ। এখানে বৃদ্ধাশ্রম, পরিবারের ভাঙন, সমাজে বড়দের সম্মান না করার মতো বিষয়গুলোও চলে আসবে। এই ন্যারেটিভ ইনশাআল্লাহ সমাজের মুরুব্বী, বাবা-মা, আংকেল-আন্টিদের ব্যাপক খুশি করবে।

ক্যাম্পেইন ম্যাটেরিয়ালস কোথায় পাব?

ক্যাম্পেইন ম্যাটেরিয়াল যেমন—লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, স্লোগান, ন্যারেটিভ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সময়োপযোগী করার দরকার হয়। এ কারণে এই ফাইলে সব ম্যাটেরিয়ালস এর লিংক দেওয়া উত্তম সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আপডেইটেড ক্যাম্পেইন ম্যাটেরিয়ালসের জন্য Activism Lab এর ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে চোখ রাখুন ইনশা আল্লাহ।

সবশেষে একটা অনুরোধ, আপনারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন। জোর করে, মনের বিরুদ্ধে বা লোক দেখানোর জন্য কোন স্টেপ নিবেন না। এই কাজ আপনি করছেন পুরোপুরি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে, উনাকে খুশি করার জন্য। আর কাউকে না। নাম কামানোর জন্য না, নিজের সার্কেলে বাহবা পাওয়ার জন্য না। সবসময় চিন্তা করবেন আপনার কাজ আপনার চেষ্ঠা আপনার পরিশ্রম এ সব কিছুর বিনিময় দিবেন আল্লাহ আখিরাতে। তাই, কাজে গতি আসুক বা বাধা, মানুষ বাহবা দিক বা গালি, আপনার উপদেশ কেউ শুনুক বা না শুনুক, মানুষ বা না মানুষ কোনকিছুকেই কেয়ার করবেন না। বিনয়ী থাকার চেষ্ঠা করবে, শয়তানের খোঁকায় পড়ে মনে অহংকার বা রিয়া যেন না আসে সেদিকে খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে সবসময় দুয়া করবেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাইবেন।

আল্লাহ (সুবঃ) মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কোন সামর্থ্য নেই। আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি ছাড়া আমাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। দুনিয়াবি বিচারে এটা লস্ট প্রজেক্ট। তাই শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবেন। নইলে করার দরকার নেই। কারণ তাহলে এমনিতেও সত্যিকারের সাফল্য আসবেন না। সাফল্য ফেইসবুকে লাইকের সংখ্যা, ভিডিও ভাইরাল হওয়া, পেপারে নিউয আসা, কিংবা মানুষের কাছে সম্মান পাওয়া, কমিউনিটিতে সম্মান পাওয়া না। সফলতা হল আসমানে কবুল হওয়া। আর আসমানে কবুল হলে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজগুলো দুনিয়াতেও প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। আল্লাহ আপনাদের এবং আমাদের হিদায়াত দিক, হিদায়াতের উপর অটল রাখুক। আমীন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিক। এ ভূখন্ডের মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর তৌফিক দিক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর।

ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার

অনেক সময় আমরা আবেগ দিয়ে বড় কাজ করি, কিন্তু পদ্ধতিগত মূল্যায়নের অভাবে আমাদের শক্তি ও সম্পদ অপচয় হয়। এই 'ক্যাম্পেইন ট্র্যাকার'-টি তৈরি করা হয়েছে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে মাপার জন্য। এটি আমাদের কাজের আয়না। এর উদ্দেশ্য হলো:

- **বিচ্ছ্যতি রোধ করা:** আমাদের কাজ কি মূল লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে নাকি আমরা কেবল শ্রোতে গা ভাসাচ্ছি—তা নিশ্চিত করা।
- **সদস্যদের মানোন্নয়ন (তারবিয়াহ):** সংখ্যার চেয়েও গুণের দিকে নজর দেওয়া এবং নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব তৈরি করা।
- **কৌশলগত দূরদর্শিতা:** প্রতিপক্ষের চাল বোঝা এবং সমাজের রফে রফে ইনসার্ফের ন্যারেটিভ পৌঁছে দেওয়া।
- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** আমানতদারিতার সাথে রিসোর্স ব্যবহার এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এই ট্র্যাকারটি দুটি স্তরে বিভক্ত। **ফ্ল্যাশ ট্র্যাকারটি** আমাদের তাৎক্ষণিক আত্মশুদ্ধি ও সতর্কতা নিশ্চিত করবে, আর **মাস্টার ট্র্যাকারটি** দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় আমাদের সক্ষমতা ও বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করবে।

মনে রাখবেন, আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো—কাজে স্বচ্ছতা এবং নিয়তে একনিষ্ঠতা। এই ট্র্যাকার সেই পথেরই একটি নির্দেশিকা।

কিভাবে ব্যবহার করবেন?

১. **ফ্ল্যাশ ট্র্যাকার:** এটি ইভেন্ট শেষে মাঠের সদস্যদের জন্য। এটি খুব দ্রুত পূরণযোগ্য, যাতে কাজের ক্লাস্তি রিপোর্টিংয়ের ওপর প্রভাব না ফেলো।

২. **মাস্টার ট্র্যাকার:** এটি একটি গভীরতর মূল্যায়ন। এটি কেবল কোর টিমের (Core Team) দায়িত্বশীলরা মাসের শেষে মিটিংয়ে বসে পূরণ করবেন।

তথ্যের সততা এই ট্র্যাকারের প্রাণ। ভুল বা দুর্বলতা লুকানোর চেয়ে তা চিহ্নিত করাই বড় সফলতা, কারণ চিহ্নিত রোগই কেবল নিরাময় করা সম্ভব।

অংশ ৬: ফ্ল্যাশ ট্র্যাকার (২-মিনিট রিপোর্ট)

প্রতিটি ছোট অ্যাক্টিভিটি বা ইভেন্ট শেষে মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের ক্লাস্তি কমাতে এটি ব্যবহার করুন।

- **মিশন চেক:** আজকের কাজ কি আমাদের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল? (হ্যাঁ/না)

- **কোর কন্ট্যাক্ট:** আজকের কাজে এমন কি কেউ আছে যে আমাদের স্থায়ী ও নিবেদিতপ্রাণ সদস্য হতে পারে? (সংখ্যা: ___)
- **আখলাক চেক:** কাজ করতে গিয়ে আমরা কি উদ্ধত হয়েছি নাকি নমনীয় ছিলাম?
- **কৌশলগত ভুল:** প্রতিপক্ষ কি আমাদের কোনো দুর্বলতা বা গোপনীয়তা ধরে ফেলেছে?

অংশ ২: মাস্টার ট্র্যাকার (মাসিক বা বড় ক্যাম্পেইন পরবর্তী মূল্যায়ন)

১. অভ্যন্তরীণ ও আদর্শিক সফলতা (ইখলাসের আলামত ও তারবিয়াহ)

সরাসরি নিয়ত মাপা অসম্ভব, তাই আলামত বা বাহ্যিক লক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

মাপকাঠি	চেকলিস্ট (ইনডাইরেক্ট ইন্ডিকেটর)	স্কোর (১-১০)
ইখলাসের আলামত	কাজ শেষে সদস্যরা কি নিজেদের জাহির করেছে নাকি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে?	
অবিচলতা (Resilience)	ব্যর্থতা বা জুলুমের মুখেও কি সদস্যরা কাজের উৎসাহ হারায়নি?	
তারবিয়াহ ও আমল	নতুন রিক্রুটদের ব্যক্তিগত ইবাদত, আখলাক ও আমানতদারিতার কি গুণগত উন্নতি হয়েছে?	
আদর্শিক নেতৃত্ব	সদস্যরা কি সমাজ ও পরিবারের কাছে 'সৎ ও ইনসারফকারী' হিসেবে দৃষ্টান্ত হতে পেরেছে?	
সিস্টেম চেঞ্জ	মানুষ কি সমস্যার মূল হিসেবে সেকুলার ব্যবস্থাকে এবং সমাধান হিসেবে ইসলামকে চিনতে পারছে?	

২. কৌশলগত বিজয় ও মেরুকরণ (মাঠের ফলাফল)

- **পাওয়ার ইনডেক্স:** কতজন এমন সদস্য তৈরি হয়েছে যারা ডাক দিলে ৩ ঘণ্টার মধ্যে মাঠে পৌঁছাতে সক্ষম (Action-ready)? _____ জন।
- **দৃশ্যমান বিজয়:** কর্তৃপক্ষ কি আপনাদের কোনো দাবি মানতে বা আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে? []
- **জনমানসিকতা:** সাধারণ মানুষের মধ্যে কি এই বিশ্বাস জন্মেছে যে "সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবর্তন সম্ভব"? []
- **মেরুকরণ (Polarization):** সমাজ কি হক ও বাতিলের পার্থক্যে স্পষ্ট বিভক্ত হয়েছে? ধূসর এলাকা (Grey Area) কি কমেছে? []

৩. সাংগঠনিক সক্ষমতা ও রিসোর্স বহুমুখীকরণ

- গুণগত রিক্রুটমেন্ট: ১০ জন সাধারণের চেয়ে ১ জন নিবেদিত ক্যাডার' তৈরি হয়েছে কি? _____ জন।
- নেতৃত্বের পাইপলাইন: নেতার অনুপস্থিতিতেও কি কাজ চালানোর মতো ২-৩ জন নতুন সাব-লিডার তৈরি হয়েছে? []
- রিসোর্স ডাইভার্সিটি: ফান্ডের উৎস কি বহুমুখী (নাকি গুটিকয়েক দাতার ওপর নির্ভরশীল)? []
- দক্ষতা উন্নয়ন: সদস্যদের নেগোসিয়েশন, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট ও গবেষণা করার সক্ষমতা বেড়েছে কি? []

৪. সামাজিক নেটওয়ার্ক ও স্টেকহোল্ডার ট্র্যাকার

- ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তি: মসজিদ, মাদরাসা, ইমাম ও মুরাব্বিবদের সাথে কতটি কার্যকরী সম্পর্ক তৈরি হয়েছে?

- প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের মধ্যে আপনাদের কতজন একনিষ্ঠ সমর্থক আছে? _____
- ডোনার রিলেশন: নতুন কতজন দাতা যুক্ত হয়েছে এবং তাদের সাথে কি ব্যক্তিগত যোগাযোগ বজায় আছে?

- মিডিয়া ও সাংবাদিক: কতজন সাংবাদিক আপনাদের ন্যারেটিভকে গুরুত্বের সাথে প্রচার করেছে? _____

৫. সমাজের স্বীকৃতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা

- সমাধানদাতা: মানুষ কি বিপদে বা সংকটে আপনাদের ইউনিটকে "ভরসার জায়গা" মনে করে? []
- সিভিল সোসাইটি: বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীরা কি আপনাদের নৈতিকতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে? []

৬. প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া (মর্খাদা নির্দেশক)

প্রতিপক্ষ কি আপনাদের উপেক্ষা করছে (দুর্বলতা), সমালোচনা করছে (প্রভাব), অনুকরণ করছে (শক্তিশালী) নাকি দমন করছে (হুমকি)? [নির্দিষ্ট করুন]

৭. ইনফিনিট মাইন্ডসেট ও ফিডব্যাক লুপ

- কৌশলগত স্বচ্ছতা: ইউনিটের শেষ স্তরের সদস্যও কি জানে আমরা কোন পথে যাব আর কোন পথে যাব না?
- গোপন ফিডব্যাক: সাধারণ সদস্যরা কি নাম গোপন রেখে নেতাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে? []
- সিনার্জি: সদস্যরা কি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে নাকি নিজেদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা করছে?

ব্যর্থতা রোধে বিশেষ সমাধান :

- সদস্যদের জন্য একটি আলাদা পকেট কার্ড দিন যেখানে তারা প্রতিদিনের 'গোপন আমল' চেক করবে।
- মাস্টার ট্র্যাকারটি শুধুমাত্র মাসের শেষ মিটিংয়ে কোর টিম পূরণ করবে, যাতে সাধারণ সদস্যরা 'রিপোর্ট রাইটিং' এর ক্লাস্তিতে না পড়ে।

আরও পড়ুন-

“অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রশ্নোত্তর”-এ আলোচিত- অ্যাক্টিভিজমে সফলতার মাপকাঠি কী? সামাজিক শক্তি অর্জিত হয়েছে তা কীভাবে বুঝবো? এই প্রশ্নের উত্তর

লিফলেট

লিফলেট বা পোস্টারের জন্য প্রদত্ত টেক্সটগুলো ছব্ব অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এখানে মূলত কিছু মৌলিক ধারণা ও টেক্সট প্রদান করা হয়েছে। আপনারা আপনাদের স্থানীয় প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন এবং প্রচারমাধ্যমের জায়গা বিবেচনা করে এই কন্টেন্টগুলো পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করে নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে নিতে পারেন।

পড়ুন – “অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রশ্নোত্তর” থেকে- কিভাবে লিফলেট বিতরণ করতে হয়।

প্রেম জেনা ব্যভিচার

আকাশের ওপারে আকাশ^৬

প্রেমে পড়ার সময়টা বেশ মজার। ওকে দেখলেই বুক ধুক ধুক করে। ওর সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রপোজ করতে হবে—এসব ভাবলেই ভীষণ ভালোলাগায় ভরে যায় মন। প্রেমের শুরুটাও দারুণ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, রিকশা বিলাস, বৃষ্টি বিলাস, ফুচকা বিলাস, সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা কাঠগোলাপ জোগাড় করা, ফুটপাতে এলোমেলো হেঁটে বেড়ানো—প্রণয়ের কতো আয়োজন! সত্যিকার অর্থেই সুখের আকাশে উড়ে বেড়ানো। মিডিয়া আর তথাকথিত লাভগুরুরা তোমাকে ঠিক এ পর্যন্ত দেখায়। কিন্তু এরপর কী হয়, তা আর দেখায় না। এসো আকাশের ওপারে সেই আকাশটা আজ দেখবে!

বাংলাদেশে মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। প্রেমঘটিত কারণেই বেশী^৭। ভারতের বিখ্যাত মনোবিদ ড. জগদীশ বলেন, ‘আমি বহু শিশু এবং কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কাউন্সেলিং করিয়েছি। আমি মনে করি অর্ধেকেরও বেশি আত্মহত্যার কারণ হলো প্রেমঘটিত সমস্যা’^৮। প্রেমে যদি এতো সুখ এতো মজা থাকে তাহলে কেন ওরা এভাবে নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়? শেষ করে দেয় বাবা মার তিল তিল করে লালিত স্বপ্ন, পরিবার?

কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা, হতাশা, মাদকাসক্তি, অস্থিরতা, বিয়ের পরের যৌন সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়া, গর্ভপাত, দৈহিক ইনজুরি, জীবন ধ্বংসকারী বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ, আত্মসম্মান হারা, বাবা-মা’র সমর্থন হারিয়ে করুণ অবস্থায় দিন কাটানো, আত্মবিশ্বাস-আত্মসম্মান কমে যাওয়া, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা না রাখা, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, ক্রোধ, ভীতি, নিদ্রাহীনতা, ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুধামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রেমা গবেষণার পর গবেষণা এ সত্য প্রমাণ করেছে^৯।

ভাইয়া/আপু, কলুষতার কারিগরেরা তোমাকে বলে না প্রেমের কারণে ধ্বংস হয়েছে কতো পরিবার, কতো সমাজ, কতো সভ্যতা, বরছে কতো অজস্র রক্ত! ওরা দেখায় না দীর্ঘ নির্ধূম রাত, একলা শুকতারা, নিকোটিনের ধোঁয়া, পুরনো ইনবক্স,

^৬ এই লিফলেটটি ড্যালেন্টাইন ডে সহ সারা বছরব্যাপী বিতরণযোগ্য। ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/২০৫fkk&x>

^৭ tinyurl.com/২২৮২৩৯৭w

^৮ tinyurl.com/8csr88&c

^৯ tinyurl.com/৫yx৮ytsh; tinyurl.com/৩ydae0x; <https://tinyurl.com/uma২৩>; tinyurl.com/২৫dk8nw&৩; <https://tinyurl.com/nepse১২>

গভীর দীর্ঘশ্বাস, বাঁকড়া চুল, শূন্য মানিব্যাগ, শূন্য পরীক্ষার খাতা, চিড়ি ধরা ভ্রাতৃত্বের মতো বন্ধুত্ব, মায়ের চোখের জল, বাবার ভীষণ আক্ষেপ। ওরা গণশত্রু!

প্রেমের কারণে ধর্ষণ, প্রতারণা, খুনের ঘটনা খুবই সাধারণ। তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। হয়তো ভাববে, ‘আরেহ! আমার সাথে কখনোই এমন কিছু হবে না। ও আমাকে এতো ভালোবাসে, আমাকে করবে ধর্ষণ! আমার সাথে করবে প্রতারণা!?’ গুগলে ৫/১০ মিনিট একটু সার্চ করে দেখো। বিয়ের প্রলোভনে হোটেল নিয়ে বন্ধু সহ ধর্ষণ, ধর্ষণের ভিডিও ধারণ, আপত্তিকর ছবি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিক/প্রেমিকাকে খুন, ধর্ষণ, প্রেমের কারণে বন্ধুকে, শিক্ষককে খুন, ভিডিও কলে আত্মহত্যা... এমন ঘটনা পড়তে পড়তে অসুস্থ হয়ে যাবে। প্রেমে মোহাক্ষ মন আপাদমস্তক বিশ্বাস করেছিল এমন মানুষকে যাদের হাতেই অসংখ্যবার খুন হয়েছে তারা।

ভাইয়া/আপু, ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থা তোমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসার পূর্ণতা দেবার জন্য প্রেমিক/প্রেমিকার সাথে বিছানায় যেতে হয়। কিন্তু শরীরের স্বাদ পাবার সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটে ভালোবাসার। শুরু হয় কুটিলতা, ভিডিও ভাইরাল, ব্ল্যাকমেইলিং, সিলিং এ বুলে পড়া, বাবা মা পরিবারের জীবন বিষয়ে দেওয়া। নাইজেরিয়ার কয়েকজন পিএইচডি গবেষকসহ অন্যান্য অনেক গবেষক বলছেন, ‘বিয়ের আগে বিছানায় যাওয়া প্রেমিকরা একে অপরের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যার অনিবার্য পরিণতি ব্রেকাপ ও ব্রেকাপ পরবর্তী জটিলতা’^{১৭}। আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটির গবেষকদের মতে, ‘ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি বিয়ের পূর্বে বিছানায় যায়নি এমন ছেলে ও মেয়েদের বিয়ে নাটকীয়ভাবে স্থায়ী। এদের বিচ্ছেদের হার খুবই কম’^{১৮}।

ভাইয়া/আপু, সমাজবিরোধীরা তোমাকে মিথ্যা বলেছে। যৌনতায় আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে... এগুলো সব সত্য। তুমি যেমন ভাবো যৌনতা তেমন ইয়াশ্মি, তেমন মজার কিছু না। ক্ষুধার্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শুধু খাবারের কথা ভাবে, কিন্তু যার বাসায় খাবার আছে সে ক্রমাগত খায় না। ধরা পড়া, প্রতারণা, ধর্ষণ, গর্ভধারণ, ভিডিও ভাইরাল ইত্যাদি নানা টেনশন এবং স্বামী-স্ত্রী না হবার কারণে বিয়ে বহির্ভূত যৌনতায় তো আরও তৃপ্তি আসে না। তুমিই বলো সাময়িক সুখের নেশায় এতো এতো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কি কোনো স্মার্ট, বুদ্ধিমান মানুষের কাজ?

বিয়ে বহির্ভূত যৌনতার অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি খুন! ফেরআউন ছেলে শিশুদের খুন করতো। অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাতক হলে জীবন্তই পুঁতে ফেলা হতো। হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে খুন করেছিল। অন্যদিকে প্রেমের জয়গান গেয়ে যাওয়া এই বিশ্বে শুধু আমেরিকাতেই গত ৪৭ বছরে ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করানো হয়। দুই দেশের ক্ষেত্রেই গর্ভপাতের বেশিরভাগই অবিবাহিতদের^{১৯}। গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর। ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয়। তুমি কি ফেরাউন, হিটলার বা অন্ধকার যুগের খুনিদের চাইতেও নির্দয় খুনিদের দলে নাম লেখাতে চাও? সদ্যোজাত শিশুকে ডাস্টবিনে, কমোডে, কুকুরের মুখে ফেলে আসার গ্লানি এক জীবনে ভুলতে পারবে? আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তির কথা বাদই দাও।

ভাইয়া/আপু, বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম প্রেমের মাত্র ২% বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়^{২০}। আসলে তোমরা যেটাকে ভালোবাসা ভাবছ তা আসলে ডোপামিন হরমোনের সাময়িক মোহ বা সেক্স হরমোনের দৈহিক কামনা। কিছুদিন/কিছুক্ষণ পরেই তা উবে যায়। বিয়ে হলেও টেকে না। আমেরিকায় বেশিরভাগ বিয়েই হয় প্রেমের কারণে। এবং সেখানকার ডিভোর্সের শতকরা হার ৪০-৫০।

^{১৭} <https://tinyurl.com/abuad52>; <https://tinyurl.com/uma20>

^{১৮} <https://tinyurl.com/marse50>

^{১৯} tinyurl.com/msa8nu3a; tinyurl.com/2p7nef9h

^{২০} tinyurl.com/2yb&zp&k

৪০-৫০ শতাংশ বিচ্ছেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার মাত্র ৪ শতাংশ^{১৪}। বিচ্ছেদের শিকার পরিবারের সন্তানেরা বেড়ে উঠছে ভয়ংকর মানসিক সমস্যা নিয়ে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই শিশুদের অধিকাংশ জড়িত হচ্ছে অপরাধে— খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, পাবলিক প্লেসে গোলাগুলি...^{১৫}। তুমি কি সমাজে এমন অপরাধী জন্ম দিতে চাও?

ভাইয়া/আপু, পশ্চিমারা তো চুটিয়ে প্রেম করে। ইচ্ছে হলেই শুয়ে পড়ে যার সাথে। তারা কি সেই চিল করে? আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন। ‘তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আমরা খুবই উদ্ভিন্ন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের সমাজ এক মহা সঙ্কটের ভেতর পড়েছে’^{১৬} —ড. জন ক্লিনটন, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি।

তুমি বলতে পারো, প্রেম করে, জেনা করেও তো অনেকে বেশ সুখে আছে। ভালো চাকরি বাকরি করে। তাহলে? দেখো, সাত তলা থেকে লাফ দিলে সবাই মারা যায় না। শতকরা ১০% মানুষ হয়তো এর পরও বেঁচে যেতে পারে। এখন ১০০% মানুষ মারা যাচ্ছে না। সাত তলা থেকে ‘সফল লাফানো’র উদাহরণ আছে। তাই বলে কি সবাই সাত তলা থেকে লাফানো শুরু করবে? প্রেমের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেলে সেটা অধিকাংশ ফলাফলকে নাকচ করে না। প্রেম নেতিবাচক ফলাফল আনে, অতএব প্রেম থেকে দূরে থাকো—এটি আমাদের দাবি না। প্রেমের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক আপত্তি হলো, প্রেম মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। এটা মানুষকে বিভিন্ন গুনাহর দিকে নিয়ে যায়। একইসাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রেম, যিনা শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না। পশ্চিমের বর্তমান অবস্থা ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত—এ বিষয়গুলো ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও সভ্যতাকে ছারখার করে দেয়^{১৭}।

ভাইয়া/আপু, তোমাকে একা থাকতে বলছি না। মানুষের জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন, ফ্যান্টাসি না। জীবনসঙ্গীর জন্য আল্লাহ তা’আলা বিয়ের হুকুম দিয়েছেন। প্রেম নয়। সত্যি কথা বলতে বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী পাবার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়, যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হয়, তুমি সেটা করার কথা ভাবো না। এই জিনিসটাকে এড়িয়ে তুমি প্রেমের শটকাট খোঁজ। তুমি পালিয়ে বেড়াতে চাও। তাহলে কীভাবে হবে বলো? তুমি একটার পর একটা রিলেশনে জড়িয়ে এখন যেমন দুঃস্থ সময় পার করছো, তেমনি ভবিষ্যৎ জীবনটাকেও বিষিয়ে দিচ্ছে। যারা স্মার্ট, যারা আসল পুরুষ আসল নারী, যারা বুদ্ধিমান তারা বিয়ে বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসায় জড়ায় না। প্রেমের কারণে ক্যারিয়ার নষ্ট করে না। দেখো, এই বয়সে জীবন তোমার জন্য যতো উপহারের পসরা সাজিয়ে বসেছে কিছুদিন পরে তা আর থাকবে না। তোমার কাঁধে অনেক দায়িত্ব চলে আসবে। প্রেমের মরীচিকার পেছনে না ছুটে বরং সুযোগগুলোকে কাজে লাগাও। বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। দায়িত্ব নিতে শেখ, বাবা মায়ের আস্থাভাজন হও। সিঙ্গেল থাকলে মানুষ মারা যায় না।

এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ভালো মানুষ কি পাবো? প্রেম না করলে ফ্রেশ মানুষ পাওয়া যাবে না দ্রুত বিয়ে করতে পারবো না... না, চতুর্দিকে ভালোবাসার আকাল দেখে তুমি হতাশ হবে না। যদি তুমি পবিত্র থাকো, যদি তোমার ভালোবাসা, জীবনসঙ্গীর জন্য অপেক্ষা মৌলিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিত ভালো একজন মানুষের সাথে জুড়ি বেঁধে দিবেন। জীবনের ভালোবাসা হয়তো কোনো এক ভোরে চূপ করে কড়া নাড়বে তোমার দরজায়।

^{১৪} tinyurl.com/9xnde8u3

^{১৫} tinyurl.com/yrunzhwn

^{১৬} tinyurl.com/usasui; tinyurl.com/canadadep

^{১৭} The Fate Of Empires And Search For Survival, Sir John Glubb

প্রিয় ভাইয়া, প্রিয় আপু! তথাকথিত এই প্রেমের পাশেই শুরু আছে দুরারোগ্য অসুখ। প্রেমের অসুখে ভুগে আর কতো কোটি চোকর খাবে? আর কতো ভুল করবে? সিদ্ধান্ত নেবার সময় কি এখনো আসেনি? তাওহীদের আলোতে বিদায় করে দাও সেকুলার বিশ্বব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া পুরনো সব অন্ধকার বিশ্বাস। রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো চোখ থেকে। তাওবাহর ঝুম বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলো তোমার ক্লান্ত, বিধবস্ত কিন্তু স্নিগ্ধ মুখটা।

ভালোবাসার ফেব্রুয়ারি^{1 8}

প্রতিবছর ভ্যালেন্টাইনস ডে আসলেই আমাদের ভালোবাসার কথা মনে হয়, উথলে পড়ে তথাকথিত ভালোবাসা। মনে ভালোবাসার ফাগুন-আগুন যেন একসাথেই শুরু হয়। মিডিয়া এই আগুনে ঘি ঢালে। শুধুমাত্র ভ্যালেন্টাইনসকে কেন্দ্র করে নাটক, মুভি, সিরিজ, মিউজিক ভিডিও, শর্টফিল্ম ইত্যাদির মতো ফিতনার জাল বিছিয়ে দেয়।

মিডিয়া সেলিব্রিটিরা আমাদেরকে শেখাতে আসে ভালোবাসা! আমরাও তাদের শেখানো ভালোবাসার লীলাখেলা দেখে আবেগে আপ্লুত হই। অথচ এই মিডিয়া সেলিব্রিটিদের নিজের জীবনেই ভালোবাসা নেই। তারা নিজেরাই অশান্তি, ঘৃণা আর বিচ্ছেদের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আমাদেরকে ভালোবাসার সাগরে ডুবতে আসে। আমি এখানে সমীকরণ তুলে ধরলে হয়তো মিডিয়া পাড়ার সেলিব্রিটিদের নোংরা লাইফস্টাইল, পরকীয়ার গল্প, বিচ্ছেদ কাহিনি বলে শেষ করা যাবে না। তোমরাও খুব ভালো করে জানো তাদের নষ্টামির কিচ্ছা-কাহিনি। কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগে সেই তোমরাই কী করে আবার তাদের শেখানো ভালোবাসার পথে হাঁটতে শুরু করো? দেখ, এ পথে সুখ নেই। বুক হাত রেখে একবার সত্যি করে বলো তো, তুমি কি আসলেই সুখে আছো? কেন এক বিকেল বেলা ঘুম থেকে উঠে শেষ বিকেলের আলোয় অজানা কারণে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়? গভীর রাতে কী যেন ভেবে চোখ ভিজে যায় জলে। দলা বাঁধা কষ্টগুলো ভিড় জমায় বুকের ভেতর। অন্তরটা খাঁ খাঁ করে। কী যেন নেই তোমার। কোথায় যেন একটা অপরিপূর্ণতা। জীবনটা বড্ড বেশি জটিল মনে হয়।

এই বস্তাপাঁচা মিথ্যা ভালোবাসার পেছনে যখনই এই হারাম ভালোবাসার পথে অন্ধের মতো হাঁটতে শুরু করবে, তখনই তোমার দুনিয়া-আখিরাত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আত্মহত্যা। হতাশা, অস্থিরতা, লেখাপড়ায় মনোযোগ নষ্ট, পরিবারের সাথে সম্পর্কের অবনতি, মাদক, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইল ইত্যাদি তো আছেই। মিডিয়া পাড়া পাশ্চাত্যের তরুণদেরকে আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা পর্দায় দেখি, ওরা বাধাহীন প্রেম করছে যা খুশি তাই করছে। আমাদের বাবা-মা, অভিভাবক বা সমাজের মতো নিষেধ করার কেউ নেই। পর্দায় আমাদের দেখানো হয়, ওরা কত সুখে আছে! কী চুটিয়েই না ওরা জীবনকে উপভোগ করছে! কিন্তু আসলেই কি তাই? তুমি একটু রিসার্চ করলেই দেখবে— ওরাই সবচেয়ে বেশি হতাশায় ভোগে, মানসিক অবসাদ ওদের মধ্যেই বেশি। ওদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অনেক অনেক বেশি। এই মিথ্যা মিডিয়া তোমাদের সামনে এগুলো আড়াল করে রেখেছে। মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে রেখেছে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শান্তি পাওয়া যায় না, ভাই।

^{১৮} ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে ছাত্র, ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য। ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/8vcsav2e>

ভাইয়া/আপু, তোমাকে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করতে বলি। মোমবাতি জ্বালাও বা আগুনের শিখার উপর কিছুক্ষণ আঙুল রাখো। কেমন লাগছে? এই সামান্য আগুনের শিখার উত্তাপ তুমি সহ্য করতে পারছ? হাতে কখনো পিন ঢুকেছে তোমার? বা সূচ? ইনজেকশন দেবার কথা মনে হলে খুব আনন্দ লাগে তোমার?

দীর্ঘ একটা স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ। আর নবীদের স্বপ্ন সত্য। স্বপ্নের এক অংশে তিনি বলেন,

‘এক পর্যায়ে আমরা বড় একটা চুল্লির কাছে এসে পৌঁছলাম। সে চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিংকারও শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটার ভেতরে দেখতে পেলাম উলঙ্গ নারী ও পুরুষদেরকে। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পর পর এক একটা আগুনের হলকা আসছিল, আর তার সাথে সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা প্রচণ্ডভাবে চিংকার করছিল। আমি বললাম, হে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।’^{১৯}

মুহাম্মাদ ﷺ আরও বলেছেন,

‘নিশ্চয়ই তোমাদের কারও মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ওই নারীকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে নারী তার জন্য হালাল নয়।’^{২০}

পৃথিবীর এই ছোট ছোট ব্যথা তুমি সহ্য করতে পারছ না। যে ব্যথা খুব ক্ষণস্থায়ী, খুব সামান্য। তাহলে মৃত্যুর ওপারের এই ভয়ঙ্কর ব্যথা কীভাবে সহ্য করবে তুমি? নাকি তুমি মনে করো মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যাবাদী? (নাউযুবিল্লাহ)। নাকি তুমি মনে করো পরকাল বলে কিছু নেই, আর এসব কোনো শাস্তি হবে না? নিজেকে প্রশ্ন করো, কেন তুমি এমন করছ?

এটা কেমন ভালোবাসা, যেই ভালোবাসা তোমার প্রিয় মানুষটিকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যাকে তুমি এতটাই ভালোবাসো, কী করে তাকে দিয়ে দিনের পর দিন গুনাহ করিয়ে নিচ্ছে? এটা কেমন ভালোবাসা! নাকি তুমি ভাবছ, এখন মজা লুটে নেই, এরপর তওবাহ করে নিব! বোকা ভাই আমার, বোকা বোন আমার, কবরে শুয়ে আছে এমন কতো তোমার বয়সী তরুণ প্রাণ এমনটা ভেবেছিল। তাওবাহ করার সুযোগ পায়নি। হয়ত জিনারত অবস্থাতেই তাদের সামনে খুলে গিয়েছে মৃত্যুর পর্দা। আর এভাবে প্ল্যান করে পাপ করা তারপর তাওবাহ করতে চাওয়া—এসব কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে রসিকতা নয়?

তোমাকে যদি প্রশ্ন করি নিজের রব আল্লাহকে ভালোবাসো? যদি বলি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালোবাসো? চোখ বন্ধ করেই তুমি ‘হ্যাঁ’ বলে দিবে, কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই... অথচ তুমি রবের হুকুম আর হালাল হারামের তোয়াক্কা না করেই হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ! যখন আল্লাহ বলেছেন, ‘যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।’^{২১} যখন তিনি বলেছেন, ‘দৃষ্টির হিফায়ত করো।’^{২২} যখন মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ‘দুই চোখের যিনা হচ্ছে—দেখা, দুই কানের যিনা হচ্ছে—শুনা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে—কথা, হাতের যিনা হচ্ছে—ধরা, পায়ের যিনা হচ্ছে—হাঁটা, অন্তর কামনা-বাসনা করে; আর লজ্জাস্থান সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।’^{২৩} তখন তুমি কীভাবে হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ? দিনের পর দিন রবের নাফরমানি করে যাচ্ছ... দিনশেষে আবার বলো, আমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসি। আমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালোবাসি! একটুও কি অনুশোচনা হয় না? ফেসবুক আর ইন্সটাতে কাপল পিক দিতে তোমার একটুও লজ্জা লাগে না?

^{১৯} সহীহ বুখারি, হাদিস নং-৭০৪৭

^{২০} তাবারানি (আল-মু'জামুল কাবীর: ৪৮৬, ২০/২১২)

^{২১} সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:৩২

^{২২} সূরা নূর, ২৪:৩০

^{২৩} সহীহ বুখারি, হাদিস নং-৬২৪৩, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-২৬৫৭

যেই বাবা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কত কষ্ট করে টাকা দেন, সেই টাকা গার্লফ্রেন্ডের পেছনে ঢালতে তোমার খারাপ লাগে না? যেই মা তোমাকে দশ মাস দশদিন গর্ভধারণ করেছেন, নিজে না খেয়ে তোমার মুখে খাবার তুলে দেন, বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিটনের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সেই মায়ের চোখে তাকিয়ে—একটু ক্লাস আছে, আজকে আসতে দেরি হবে—এত বড় মিথ্যা কথা বলতে তোমার একবারও বুক কাঁপে না? বাবা-মার প্রতি তোমার এ কেমন ভালোবাসা?

ফিরে এসো... দশখাপে ফেরা:

১. আমি আল্লাহর জন্য ফিরে আসছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে স্থায়ী শাস্তি পাওয়া যায় না। আল্লাহ তারচেয়েও উত্তম প্রতিদান আমার জন্য রেখেছেন। এই চিন্তাটা অন্তরে একদম গেঁথে ফেলো।
 ২. সময়ের সাথে সাথে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
 ৩. ‘মন ভাঙ্গা মসজিদ ভাঙ্গার সমান’, ‘বদদোয়া পড়বে’, ‘কোনদিন সুখী হবেনা’ ব্লা ব্লা ব্লা... একদম চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করে যাও এসব। বাকিটা আল্লাহর হাতে।
 ৪. খাস করে তওবাহ করো। তাওবা করলে আল্লাহ সেই গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ সহজ করে দেন।
 ৫. বিদায়ী সাক্ষাৎ, বিদায়ী মেসেজ, বিদায়ী আলাপ এসব না করাটা সবচেয়ে উত্তম। একদম বিনা নোটিশে সরে আসো।
 ৬. অপর পক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয় এরকম মানুষগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো।
 ৭. ছবি, মেসেজ, ফোন নাম্বার সব ডিলিট করে ফেলতে হবে।
 ৮. দৃষ্টি হেফাজত করতে হবে, গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে।
 ৯. ব্যস্ততা অনেক বড় ঔষধ। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে শূন্যতা, একাকীত্ব, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা গ্রাস করার সুযোগই পাবেন না।
 ১০. এই পথচলায় মানসিক প্রস্তুতির জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী এবং অন্তর নরম হয় এমন বই পড়তে হবে। জাস্ট তাহাজ্জুদে দাঁড়ানোর অভ্যাসটা রপ্ত করো। মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।
- আল্লাহর জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করো। আল্লাহ তোমাকে পারফেক্ট একজনের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে দিবেন। কোনো এক ভোরে চুপটি করে ভালোবাসা এসে কড়া বাজাবে তোমার দরজায়। দেইখো...

কাছে আসার আরেক গল্প

১৫ সেপ্টেম্বর। ২০১৫। পড়ন্ত দুপুর।^{২৪}

কাফরুলের পুরনো বিমানবন্দরের মাঠের ঝোপে সিমেন্টের খালি বস্তায় মোড়ানো আবর্জনার স্তরের পাশে পড়েছিল সে। জন্মের পর মায়ের বুকের ওম পাওয়া হয়নি। আমাদের সমাজে পোয়াতি ঘরের নতুন অতিথির মুখে মধু দিয়ে বরণ করা হলেও নবজাতকটির ভাগ্যে মধু দূরে থাক, এক ফোঁটা পানিও জোটেনি। একদল কুকুর সেই বস্তা ভেদ করে টেনেহিঁচড়ে ওকে নিজেদের খাবারে পরিণত করেছিল। খাবলে খেয়েছিল ওর আঙুল, নাক ও ঠোঁটের অংশ। কুকুরের ষেউষেউ শব্দে এগিয়ে যায়

^{২৪} গর্ভপাত, ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ, শিশু খুনের উৎসব সংক্রান্ত এই লিফলেটটি ১৪+ বয়সীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য। অভিভাবকশ্রেণীদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এটি বিতরণ করা উচিত। ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/mwmxh7uj>

অনুসন্ধিৎসু কিশোরের দল। ঢিল ছুড়ে তাড়ায় ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে। কিশোর দলের চোখ আটকে যায় একদিন বয়সী ছোট্ট একটি শিশুর রক্তাক্ত দেহের উপর। চিৎকার দেয় ওরা। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহানারা নামে স্থানীয় এক নারী এগিয়ে যান আবর্জনার মতো করে ছুড়ে ফেলা শিশুটাকে বাঁচাতে। পবিত্র প্রেমের বলি হওয়া থেকে বেঁচে যায় নিষ্পাপ শিশুটি।^{২৫}

বিষে বহির্ভূত পবিত্র প্রেম-ভালোবাসার এ এক অনিবার্য পরিণতি! ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে খুবলে খুবলে খাওয়া নবজাতকের নিষ্পাপ দেহ, টয়লেটের কমোডে কিংবা হলের ট্রাংকে নবজাতকের লাশ।^{২৬} জাস্ট কয়েক মিনিটের সাময়িক আনন্দের জন্য নিষ্পাপ শিশুর রক্তে হাত রাঙায় তারই জন্মদাতা আর জন্মদাত্রীরা! মানবসভ্যতার কী করুণ এক পরিণতি! এই বিশ্বকাঠামো রঙচঙ মেখে কাছে আসার গল্প শেখায়। কিন্তু কাছে আসার গল্পের পরের দৃশ্য আর দেখায় না।

ডাস্টবিনে রাস্তায় নবজাতককে ছুড়ে ফেলার ঘটনাগুলো চোখে লাগে। সংবাদ শিরোনাম হয়। তবে এর চাইতেও আরো নিষ্ঠুরভাবে, আরো সিস্টেমটিকভাবে ‘পবিত্র প্রেমের’ ফসল কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। নীরবে, নিভৃত্তে। যা নিয়ে কোনো সংবাদ হয় না। উল্টো মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো সুশীল প্রগতিশীলরা নিষ্পাপ শিশুর মানবাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রক্তের আদিম নেশায় হাততালি দেয়। আইনওয়ালারা চোখ বুজে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। কেউ কেউ ‘গর্ভ যার, সিদ্ধান্ত তার’ এই যুক্তিতে বৈধতাও দিয়ে দেয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি—গর্ভপাতকে।

অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাতক হলে জীবন্তই পুঁতে ফেলা হতো। আর এখন এই অতি আধুনিক যুগে শুধু মেয়ে শিশু না, ছেলে শিশুকেও খুন করার জন্য ছুড়ে ফেলা হয় রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের চাইতেও নির্দয় আকারে ফিরে এসেছে মানবশিশু খুনের মহাউৎসব!

অপরাধ বিজ্ঞানী ফারজানা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড. আতিকুর রহমানসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই বিয়েবহির্ভূত অনেক ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। ফলে এমন বেওয়ারিশ নবজাতকদের জন্ম যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়ে গেছে জীবন্ত নবজাতককে ফেলে দিয়ে সব দায় থেকে নিষ্কৃতি চাওয়ার মতো ঘটনাগুলোও।^{২৭}

গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর। সার্জিক্যাল ইন্ট্রুমেন্ট, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয়। শকুন বা কুকুর যেমন খুবলে খুবলে খায় মানুষের মৃতদেহ, ঠিক তেমন করেই খুবলে খুবলে মায়ের নিরাপদ গর্ভ থেকে বের করে নেওয়া হয় শিশুর শরীরের টুকরো—পা, পেট, পাঁজর, হাত, থেঁতলে ফেলা মাথা!^{২৮}

CDC এর ডাটা বলছে ২০২০ সালে অ্যামেরিকাতে ৯ লাখ ৩০ হাজার ১৬০ টি গর্ভপাত হয়েছে। যার ৯% করেছে ১৩-১৯ বছর বয়সীরাই। অর্থাৎ প্রায় ৮৪ হাজারের মতো শিশু খুন করেছে তারা। চিন্তা করো ৮৪ হাজার মানবশিশু শুধু অ্যামেরিকাতেই, শুধু এক বছরেই! ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে গর্ভপাত করা নারীদের শতকরা ৮৫ ভাগই অবিবাহিত। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু খুনের মহাউৎসবের কারণ হলো বিবাহ বহির্ভূত ‘পবিত্র (!) প্রেম’।

^{২৫} কুকুরের মুখে নবজাতক: দূরন্ত কিশোরের দল ও এক নারীর মহানুভবতা, bdnews28.com, Oct ১২, ২০১৫- tinyurl.com/২৭qcpbvm

^{২৬} ডাস্টবিনে ফেলে রাখায় কুকুরের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত নবজাতক, Banglavisian News ইউটিউব ভিডিও, Nov ২৯, ২০২১- tinyurl.com/yc৬pjeia

^{২৭} বাংলাদেশে নবজাতককে ফেলে দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে, বিবিসি বাংলা, জানুয়ারি ১৪, ২০২১- tinyurl.com/২p৮vnpw৬

ডাস্টবিনে নবজাতকের কামা, odhikar.news, জুন ০১, ২০১৮- tinyurl.com/bdfppteX

বাড়ছে পরিচয়হীন নবজাতক, সমাধান কী, bd-journal.com, ২২ জানুয়ারি ২০২১-

tinyurl.com/k৫৬৫mx৭৭

কুকুরের মুখে জীবিত নবজাতক! পাপ ঢাকতেই ফেলে যাচ্ছেন মায়েরা | My Search | EP ১৫ | Crime Show,mytv Bangladesh ইউটিউব ভিডিও, Dec ১২, ২০২০-

tinyurl.com/yh৭b৬aja

^{২৮} গর্ভপাতের একটা অ্যানিমেশন। দেখো কিভাবে খুন করা হয় গর্ভের শিশুদের- Lost Modesty ফেইসবুক পেইজ, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২২- tinyurl.com/৫8yw৮cyk

১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেবার পর গত ৪৭ বছরে কেবলমাত্র অ্যামেরিকাতেই ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে। বলা হয়, হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে খুন করেছিল। গর্ভপাতের মাধ্যমে অনাগত সন্তানদের হত্যা করার এই পরিমাণ হিটলারের ইহুদি নিধনের চাইতেও প্রায় ১০ গুণ বেশি! দশকের পর দশক জুড়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটা কতো বড় হতে পারে... চিন্তা করতে পারো?*

গর্ভপাতের ফলে মেয়েরা শারীরিক ক্ষতির মুখে পড়ে। জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে! ভবিষ্যৎ দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য কেবল এই একটা জিনিসই যথেষ্ট।^{১০}

শুধুই কি খুন করা বা শারীরিক ক্ষতি? মনস্তাত্ত্বিক যে চাপ পড়ে তা অবর্ণনীয়। বিয়ে ছাড়া প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকা (বিশেষ করে প্রেমিকারা) এবং তাদের পরিবারগুলো যে কী ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে পড়ে, তা সেই অবস্থার মধ্যে না পড়লে বুঝতে পারবে না।

সাধারণত প্রেগন্যান্ট হবার খবর শোনামাত্রই বয়ফ্রেন্ড ব্রেকআপ করে ফেলে। কোনো দায়দায়িত্ব নিতে চায় না। বিয়ের কথা বললে টালবাহানা শুরু করে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছবি/ভিডিও ভাইরাল করে দেয়। অনেক সময় প্রেমিকাকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে!^{১১} সব দায়দায়িত্ব নিতে হয় প্রেমিকা আর তার পরিবারকে। আকাশ ভেঙে পড়ে তাদের মাথায়। জানাজানি হলে সমাজে কীভাবে মুখ দেখাবো, এই বাচ্চা নিয়ে কী করবো, গর্ভপাত করার ক্লিনিক কই পাবো...মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবো?

গর্ভের সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা, সদ্যোজাত শিশুকে ডাস্টবিনে, কমোডে, রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসা... এই মহাপাপের গ্লানি আর স্মৃতি পুরোপুরি ভুলতে পারা যায় না, সারাজীবন তা তাড়া করে বেড়ায়। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, বেঁচে থাকলে কতো বড় হয়েছে, কেমন আছে, দেখতে কেমন হয়েছে...অসম্ভব একটা অপরাধবোধ কাজ করে। আর আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই।^{১২}

সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিল এই সমাজ, এই বিশ্বব্যবস্থা—গানে আর কবিতায়। কিন্তু সেই বিশ্বব্যবস্থা আজ জল্লাদের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু করেছে। হয়ে গেছে শকুনের চেয়েও নির্দয়। বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে মহান পবিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে শুয়ে পড়াকে মৌলিক মানবাধিকার বানিয়ে এই বিশ্বব্যবস্থা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে—এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এই খুনের দায়ভার কেন নেবে না এই বিশ্বব্যবস্থা? এই কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদের খুনের কারণে প্রেম ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের কাঠগড়ায় কেন দাঁড় করানো হবে না? কেন বিশ্বের সকল সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতা জুড়ে লাল কালিতে লেখা হবে না—‘বিয়ে বহির্ভূত প্রেম নিষ্ঠুর এক খুনি!’ এই কি তবে প্রেম? এই সেই পবিত্র প্রেম? এই তোমার সস্তা সুখের দাম?

শীঘ্রই বিশাল এক মাঠে সমবেত হতে যাচ্ছি আমরা। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে সমবেত হবে সারিবেঁধে। নতমুখে। আল্লাহর সামনে। একে একে আসবে ছুরি আর কাঁচিতে নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা সকল শিশু; ডাস্টবিন আর কমোডে ছুড়ে ফেলা সকল নবজাতক; কুকুরের মুখ থেকে বেঁচে ফেরা সকল নিষ্পাপ মানবাত্মা। বিচার

* This Is the Average Age Teens Are Losing Their Virginty, seventeen.com,- tinyurl.com/msa8nu3a

The ১০ Worst Impacts of the ১৯৬০s Sexual Revolution, movieguide.org-tinyurl.com/bdz8rs2s

Abortion in numbers, thelifeinstitute.net- tinyurl.com/mus82brk

^{১০} Adama, T. (২০১৩). “The moral implication of abortion in Nigeria: The Christian perspective”, Nigerian Journal of Social Sciences Vol. ৯ No. ১

^{১১} কিশোরীকে ডুটাক্ষেতে স্বাস্থ্যরোধে হত্যা, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড, channel28bd.tv, আগস্ট ৮, ২০২২- tinyurl.com/82za6vwz

^{১২} Ruling on aborting a pregnancy in the early stages, IslamQA-tinyurl.com/mu8k8jky

দিবসের মালিক মহান আল্লাহর সামনে তারা তাদের অভিযোগ জানাবে। মালিকুল মুলক আল্লাহ সেইদিন বিচার করবেন।^{৩৩} প্রশ্ন করবেন—সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সামর্থ্য কি তোমার হবে?

- ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মোট ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত। অর্থাৎ প্রতি ৩০ সেকেন্ডে ১ টি
- বেশিরভাগই অবিবাহিতদের
- বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের গর্ভপাত করানোর হার ৩৫ ভাগ বেশি^{৩৪}!

ভাইয়া/আপু, তুমিও কি এই খুনির দলে ?

- বাংলাদেশের এক বিভাগীয় শহরে ১৬-১৯ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ জন যৌন মিলন করেছে।^{৩৫}

- ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহরিনের জরিপের ফলাফল ।

- ১৯+ বছর বয়সী অবিবাহিত ছেলোদের প্রতি ১০ জনে ৬ জনই যৌন মিলন করে ফেলেছে।
- একই বয়সী প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ২৪ জনই বিছানায় শুয়ে পড়েছে।
- শহরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে এই হার প্রতি ১০ জনে প্রায় ৫ জন!^{৩৬}
- ড. সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দার ও তাঁর গবেষক দলের গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

^{৩৩} তাফসীর সূরা আত-তাকউয়ির, আয়াত ৮, মা'আরিফুল কুরআন।

^{৩৪} দৈনিক যুগান্তর, মে ২৩, ২০১৮ tinyurl.com/2p8nef3h
নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১৫, ২০২১-

^{৩৫} পতনের আওয়াজ পাওয়া যায় – LostModesty, ইউটিউব ভিডিও, মার্চ ১৪, ২০১৯- tinyurl.com/poton

^{৩৬} Pre-marital sex prevalent among male adolescents, The Daily Star, June ২০, ২০১৩ - tinyurl.com/yzbyyh83

থার্টি ফাস্ট নাইট: উৎসবের আড়ালে

আবার চলে এলো ইংরেজি নববর্ষ^{৩৭}- হ্যাপি নিউ ইয়ার! হ্যাপি নিউ ইয়ার শুনেই বন্ধুদের সাথে সারারাত ঘোরাফেরা, আউলা ঝাউলা গান ছেড়ে উদ্দাম নাচনাচি, খাওয়াদাওয়া, পাগলাপানি, আতশবাজি, ফানুশ, ট্যুর, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের বিশেষ আবদার পূরণ... এগুলোর কথা মাথায় ঘুরছে তোমার, তাই না? মৌজ মাস্তি আর রঙিন আতশবাজিতে মুখর এক আকাশের দৃশ্য ভাসছে তোমার চোখের সামনে, তাই না? এসো এই আকাশের বাইরে অন্য এক আকাশ দেখবে তুমি।

চার বছরের ছোট্ট তানজীম। সেদিন রাতেও তানজীম মনের আনন্দে খেলাছিলো। রাত তখন প্রায় পৌনে বারটা। হঠাৎ শহরজুড়ে শুরু হলো আতশবাজি আর পটকার বিকট শব্দ। হাসিখুশী তানজীমের চেহারা বদলে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। প্রতিটা বিকট আওয়াজে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠছিলো ওর দেহ। কাঁদতে কাঁদতে গলা শুকিয়ে গেলো ওর। আতঙ্কে চোখগুলো যেন বেরিয়ে আসছিলো গর্ত থেকে। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে ভোরে ভোরেই তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেলে ডাক্তার বললেন, হার্টফেল করে ছোট্ট তানজীম উমায়ের আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে। [জাগোনিউজ, ৩.১.২২]

নববর্ষের আতশবাজি ও ফানুশের আঙুনে

- রোমে পুড়ে মরল শত শত পাখি [যুগান্তর ২.১.২১]
- ইউরোপে শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু, আহত শত শত [সময় সংবাদ, ২.১.২২]
- পুড়ে ছাই পুরান ঢাকার অনেক দোকান, সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীরা [প্রথম আলো, ১.১.২২]

নববর্ষ উদযাপনের সময়

- শাংহাই পদদলিত হয়ে ৩৬ জনের মৃত্যু [বিবিসি, ১.১.১৫]
- মিলানে অসংখ্য নারী ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার, হয়েছে অসংখ্য ডাকাতি [বিবিসি, ১.১.১৬]
- ভারতের ব্যাংগালুরে শত শত নারী যৌন নির্যাতনের শিকার [গার্ডিয়ান, ৪.১.১৭]
- জয়পুরে ধর্ষণের শিকার ১৭ বছরের তরুণী [টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৬.১.২২]

থার্টি ফাস্ট নাইটের উদ্দমনায় বন্ধুদের সাথে মিলে তুমি পটকা আতশবাজি ফোটাচ্ছে, ফানুশ উড়াচ্ছে, আকাশ রঙিন করে দেওয়া এ আনন্দকে তুমি নিছক বিনোদন ভাবছো, কিন্তু একটাবারও কি ভেবেছো ছোট্ট উমায়েরদের কথা? মন ভোলানো কঠোর পাখিগুলোর কথা? তোমার দাদা-দাদুর কথা কিংবা ঘরের ছোট্ট ভাইটার কথা? অসংখ্য অসুস্থ মানুষ, নারীদের চোখের জল ও অনেক লাশের উপর দিয়ে হলেও এসব করে যেতে হবে? একে কি তোমার নিছক বিনোদন মনে হয় ভাই?

থার্টি ফাস্ট নাইট, আতশবাজির মত সংস্কৃতি যারা চুপি চুপি এসে আমাদের দিয়ে গেলো, চোখ বন্ধ করে যে পশ্চিমাদের মত হয়ে উঠতে চাইছি আমরা, তুমি কি জানো না তারা কী করেছে আমাদের সাথে? আমরাই ছিলাম বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ, আমরাই ছিলাম অভিজাত। ঢাকা ছিল রূপকথার রাজকীয় এক নগরী। আমাদের ছিল মসলিন, আমাদের ছিল মসলা, ছিল সিল্ক, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। আমাদের তৈরি করা জাহাজ ভেসে বেড়াতো এক মহাসমুদ্র থেকে অন্য মহাসমুদ্রে। এরপর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসলো ওরা- ফিরিঙ্গিরা। ওদের শোষণ, অত্যাচার আর লুটপাটে ধ্বংস হল

^{৩৭} ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/ucjpkm7>

সোনার বাংলা। পরিকল্পিতভাবে ওরা নিয়ে আসলো দুর্ভিক্ষ। মারা গেলো কোটি কোটি মানুষ। যারা সোনার বাংলাকে শ্মশান বানালো, যারা বাহাদুর শাহ পার্ক আর গ্রান্ড ট্রাংক রোডের প্রত্যেকটা গাছে আমাদের পূর্বপুরুষদের ফাঁসিতে ঝোলালো তাদের অনুকরণে, তাদের অনুষ্ঠান পালন করে তাদের মতে হতে চাইতে তোমার লজ্জা করে না? পশ্চিমা লুটেরাদের হাত থেকে এ ভূখণ্ডকে মুক্ত করার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই তিতুমীর, হাজী শরীয়াতউল্লাহ, সাইয়েদ আহমেদ শহীদদের অশ্রু, ঘাম আর রক্তের সাথে গাদ্দারি করতে তোমার একটুও বুক কাপেনা? কোথায় তোমার আত্মসম্মান? আত্মমর্যাদা?

তুমি পশ্চিমা লুটেরাদের উৎসবের উদ্‌দানয় মাতাল হয়ে নাচছো, দু হাতে টাকা উড়াচ্ছে, অন্যদিকে ফুটপাতে শীতে ঠকঠক করে কাপছে হাজার হাজার পথশিশু। রংপুর, গাইবান্ধা কিংবা পঞ্চগড়ের কোনো অসহায় বৃদ্ধা! ক্ষুধায় এপাশ ওপাশ করে নির্ধুম রাত কাটাচ্ছে বেকার যুবকের দল। তোমার এসব চোখে পড়ে না? তুমি তরুণ, তুমি জাতির মেরুদণ্ড। সত্য ও ন্যায়ের জন্য এ ভূখণ্ডের তরুণেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি, আর সেই তুমিই এসব অসহায় মানুষের আত্ননাদ উপেক্ষা করে দুহাতে টাকা অপচয় করে যাচ্ছে? কিভাবে তোমার গলা দিয়ে লাল নীল পানি নিচে নামে? এতোটাই স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে তুমি?

তুমি রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসার কথা বলো। সেই তুমিই আজ কেন রাসূল (ﷺ) এর নিষেধ অমান্য করছ? তিনি কি মদীনায়ে এসে মুসলিমদের জন্য উৎসবের দিন হিসেবে কেবল দুই ঈদকে নির্ধারণ করে দেননি?^{৩৮}। তিনি কি বলেননি যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত^{৩৯}। তুমি কি জানো না নিউ ইয়ার পালন করা বিধর্মীদের উৎসব? কেন তুমি খৃস্টান আর পৌত্তলিকদের উৎসব পালন করছ, মদ খাচ্ছ, গান বাজাচ্ছ, বাজি পুড়াচ্ছ, যিনা করছ, ডুব দিচ্ছ অশ্লীলতায়? কেন এমন প্রতারণা করছ? চিরকাল কি তুমি বেঁচে থাকবে? তুমি মরবে না? কেমন হাশর হবে তোমার? আল্লাহর সামনে কিভাবে দাঁড়াবে?

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদের নিষেধ করেছেন বিধর্মীদের অনুকরণ করতে, নববর্ষ পালন করতে, অন্যদিকে সেলিব্রিটি আর মিডিয়া নববর্ষ উদযাপন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। নিজেকে প্রশ্ন করো ভাই, প্রশ্ন করো বোন, তুমি কার কথা শুনছো? কার দাসত্ব করছো? কার সুনতের অনুসরণ করছো? কাকে খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছো?

হ্যাপি নিউ ইয়ার না বললে তোমার নতুন বছর মন্দ যাবে এমন না। তাহলে পাশ্চাত্যে এতো অশান্তি থাকতো না। ভালো রাখার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর শুকুম ছাড়া কেউ কারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না^{৪০}। আমরা সেই আল্লাহকে অসম্ভব রেখে কিভাবে ভালো দিন কাটাবো? বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা, আলোকজ্জ্বল চাকচিক্যে ভরা জীবন মানেই ভালো থাকা নয়। পশ্চিমাদের এই চোখধাঁধানো জীবনের আড়ালে রয়েছে অন্য এক জীবন। রয়েছে হতাশা, অবসাদ, আত্মহত্যা, খুন ধর্ষণের বসত। ঘোর লাগা চোখে হয়ত আমরা তা দেখতে পাই না।

হতাশা ও আত্মহত্যা

- সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত দেশের তালিকার ১ নম্বরে ইউক্রেন, ২ নম্বর আমেরিকা, ৪ নম্বর অস্ট্রেলিয়া^{৪১}।
- আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে
- প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন

^{৩৮} সুনানে আবু দাউদ

^{৩৯} সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০৩১

^{৪০} মুসনাদে আহমাদ

^{৪১} tinyurl.com/deprate

- আমেরিকা ও কানাডার টিনেজারদের মৃত্যুর দুই নম্বর কারণই হচ্ছে সুইসাইড^{৪২}
‘তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আমরা খুবই উদ্ভিগ্ন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের সমাজ এক মহাসঙ্কটের ভেতর পড়েছে।’

- ড. জন ক্লিনটন, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি।

ধর্ষণ

- প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে আমেরিকায় ১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।^{৪৩}
- প্রতি ৩ জনের ১ জন শিক্ষার্থী যৌন নির্যাতনের শিকার হয় অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।^{৪৪}

ভয়ঙ্কর একাকীত্ব:

- জার্মানির প্রতি ৪ জন বৃদ্ধ নাগরিকের ১ জন মাসে মাত্র একবার অন্য মানুষের সাক্ষাত পায়, অনেকে তাও পায় না।
- আমেরিকায় প্রতি ৩ জন বৃদ্ধের ১ জন একাকী বসবাস করে
- অধিকাংশই মারা যায় বৃদ্ধাশ্রমে বা একাকী ফ্ল্যাটে।^{৪৫}

ইসলামে মজা করা, বিনোদন নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সেটা হতে হবে হালালভাবে। আমাদের দুইটি ঈদ আছে, আল্লাহ আমাদের ঈদ উদযাপন করতে বলে দিয়েছেন। ইসলাম সেসব বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেছে যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সবার জন্যই ক্ষতিকর। আর এই নিউ ইয়ার উপলক্ষে কত কত ক্ষতি হচ্ছে, আশা করি তা একটু হলেও তুমি বুঝতে পেরেছ।

প্রিয় ভাই ও বোন, তোমরাই সমাজ ও জাতির মূল চালিকা শক্তি। যুগে যুগে কালে কালে যখন সমাজের অসুখ করে, যখন নিকশ কালো আঁধারে ছেয়ে যায় চারপাশ তখন আলোর মশাল হাতে পথ চলে তরুণেরাই। আজ তোমরাই যদি সত্য, সুন্দর ও মহান সব কিছুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার কানা গলির পথে যাত্রা করো তাহলে সমাজের কি হবে? অনেক তো আঁধারের পথে চললে, অনেক তো ভাঙলে এবার চলো গড়বে...

নববর্ষের বিধবংসী আনন্দের পরিবর্তে:

১. শীত বস্ত্র বিতরণ করো।
২. পথ শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করো।
৩. এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করো।
৪. মোবাইলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছোট ভাইদের খেলার মাঠে নিয়ে যাও।
৫. অভাবী মানুষদের স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা করো।
৬. বন্ধুদের নিয়ে পাঠচক্র গড়ে তোলো।

তারুণ্যের এই শক্তিকে হেলায় নষ্ট করোনা। নষ্ট কষ্টে কাটিয়ে দিওনা মাটির পৃথিবীর এই জীবন। অমিত সম্ভাবনাময় তোমার জীবন ভাই। মনে রেখো তারুণ্যের শক্তিকে কিভাবে ব্যয় করেছো সেই প্রশ্নের উত্তর একদিন দিতে হবে তোমাকে... হাশরের ময়দানে।

^{৪২} tinyurl.com/usasui, tinyurl.com/canadasui, tinyurl.com/canadadep

^{৪৩} tinyurl.com/raperate

^{৪৪} tinyurl.com/asurape

^{৪৫} tinyurl.com/usoldhome, tinyurl.com/germanold

পর্ন আসক্তি

পতনের আওয়াজ পাওয়া যায়

নীরবতা হিরণ্ময়^{৪৬}। ক্ষেত্রবিশেষে ইসলাম নীরবতাকে মহিমাঘিত করেছে—ভাল কথা বল, না হলে চুপ করে থাক। নীরবতা কাম্য। তবে সব নীরবতা কাম্য নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন নীরবতা ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হয়। তেতো ঠেকলেও বলতে হয় সত্য কথা।

২০১২ সালে কয়েকটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির কিছু ছাত্রছাত্রীর ওপর চালানো একটি জরিপে দেখা যায়—

— ৮২ শতাংশ সুযোগ পেলে মোবাইলে পর্ন দেখে।

— ক্লাসে বসে পর্ন দেখে ৬২ শতাংশ।

— ৪৩ শতাংশ প্রেম করার উদ্দেশ্যে মোবাইল ব্যবহার করে।

ফটোকপি আর মোবাইল ফোনে গান/রিংটোন ভরে দেওয়ার দোকানগুলো থেকে দেশে দৈনিক ২.৫ কোটি টাকার পর্ন বিক্রি হচ্ছে।^{৪৭} “মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন” পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, পর্ন ভিডিওতে আসক্ত রাজধানীর ৭৭ শতাংশ কিশোর।^{৪৮} আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে স্কুলগামী ছেলেদের শতকরা ৬১.৬৫ ভাগ পর্নোগ্রাফি দেখে আর ৫০.৭৫ ভাগ ছেলে ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি খোঁজে।^{৪৯}

জীবনের শুরুতেই এমন আসক্তি পাল্টে দিচ্ছে জীবন। কিশোর বয়স থেকেই আসক্তরা হয়ে উঠছে বেপরোয়া। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি পর্ন আসক্তি ঠিক কোকেইন বা হিরোইন আসক্তির মতো একই প্যাটার্ন ফলো করে। পর্ন আসক্তি ঠিক সেভাবেই মস্তিষ্কের গঠন বদলে দেয় যেভাবে বদলে দেয় কোকেইন বা হিরোইনের মতো হার্ড ড্রাগ।^{৫০}

জার্মানির একদল গবেষক জানান পর্ন-আসক্তি কলেজ ছাত্রদের অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্সের উন্নয়নে বড় একটা বাঁধা। পর্ন-আসক্তি জন্ম দেয় হতাশা আর উদ্বেগের। অল্প বয়সেই নারী-পুরুষের দৈহিক রসায়ন জেনে ফেলায় নিষ্পাপ, নির্ভাবনার শৈশব-কৈশোরে ভর করে জটিলতা, জমে অবসাদ আর গ্লানির পাহাড়।^{৫১} চরম একাকিত্বে ভোগা শুরু হয়। এই হতাশা, অস্থিরতা, একাকিত্ব থেকে শুরু হয় ড্রাগের নেশা; সিগারেট, মদ-গাঁজা, ইয়াবা, হিরোইন বাদ যায় না কিছুই।^{৫২} বাড়ে আত্মহত্যার হার। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে ১১-১৩ বছর বয়সী কিশোরীদের মানসিক সমস্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ যা Journal of Adolescents Health এর বিশেষজ্ঞদের পর্যন্ত বিস্মিত করে দিয়েছে।^{৫৩}

পর্ন আসক্তির সঙ্গে নারী নির্যাতনের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন আসক্তি নারীদের প্রতি সহিংসতাকে তীব্রভাবে উৎসাহিত করে। ধর্ষণের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তারমানে এই নয় যে যারা পর্ন দেখে

^{৪৬} অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য পর্ন হস্তমৈথুন বিষয়ক লিফলেটের ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/ynp৬৮uku>

^{৪৭} <http://bit.ly/২c০TR১p>

^{৪৮} <https://tinyurl.com/y৪৩৩৪৪jc>

^{৪৯} <https://tinyurl.com/yxd৭৬tvr>

^{৫০} <https://tinyurl.com/y৬kugvxb>

^{৫১} Sexual Addiction & Compulsivity ১৯, no. ৩ (২০১২): ১৬৮-৮০.

^{৫২} <https://goo.gl/FyBQ৬L>

^{৫৩} <https://tinyurl.com/৪p৯a৮f৫s>

তারা সবাই ধর্ষণ করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ধর্ষক, সিরিয়াল কিলার, শিশু যৌন নির্যাতক, সমকামী তাদের প্রায় সবাই পর্ন আসক্ত।^{৫৪}

বাংলাদেশের কিশোর তরুণরা নারীসঙ্গ খুঁজতে হয়ে উঠছে পাগলপ্রায়। শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহেরিন গবেষণা করে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের একটি বিভাগীয় শহরের ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী প্রতি একশ' ছেলেমেয়ের মধ্যে ৬৬ জনই যৌন মিলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আর এর প্রধানতম কারণ হল পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা।^{৫৫}

পর্ন ভিডিও শিশু-কিশোরদের এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে নারী কেবল একটা যৌনবস্তু, পুরুষের শরীরের ক্ষুধা মেটানোর জন্যই যার পৃথিবীতে আগমন। পর্ন-অভিনেত্রী আর সিনেমার নায়িকারা তো আছেই, ছোট মস্তিষ্ক সমস্ত শক্তি দিয়ে আশেপাশের সব নারীকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগা শুরু করে দেয়। সমানে চলে হস্তমৈথুন। সেক্স ফ্যান্টাসি চলতে থাকে কাষিন, ক্লাসমেট, টিচার, পাশের বাসার আন্টি, পাড়ার বড় আপু, ভাবি, চাচি, মামি, ফুপু, খালামনি, এমনকি নিজের বোনকে নিয়ে ও! বাদ যায় না কেউই।

“ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি শিশুদের পর্দার যৌননিপীড়কের একদম কার্বন কপি বানিয়ে ফেলছে। পর্দায় যা দেখছে, তারা অন্য শিশুদের ওপর সেটাই করার চেষ্টা করছে।”^{৫৬}

— শিশুনিরাপত্তা-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফ্রিডা ব্রিগস।

মোবাইলে অল্লী ভিডিও দেখে উত্তেজিত হয়ে ধর্ষণের জন্য ডেকে নিয়ে আসে চার বছরের শিশু নাবিলাকে, পরে ধর্ষণ চেষ্টার সময় শিশুটি চিৎকার শুরু করলে তাকে গলা টিপে হত্যা করে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এমনটাই জানায় ১৭ ডিসেম্বর (২০১৮) কুমিল্লার কৃষ্ণনগরে চার বছরের শিশু নাবিলা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত আসামী মেহেরাজ হোসেন তুষার।^{৫৭}

বাংলাদেশের স্কুলগামী যেসব কিশোর পর্নোগ্রাফি দেখে তাদের শতকরা ৭০.৫৫ ভাগ মেয়েদের শারীরিকভাবে উত্থিত করতে চায়।^{৫৮}

‘কিশোরদের প্রেমঘটিত কারণসহ নানা কারণে পর্নোগ্রাফিসহ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে।’^{৫৯}

— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ ও অপরাধ বিশ্লেষক সহকারী অধ্যাপক তোহিদুল হক।

গত ক-বছরে পর্ন ভিডিওর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ধর্ষণ, বেড়েছে ব্যাপক আকারে। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা অল্প বয়সে লিটনের ফ্ল্যাট আর “ফ্লম-ডেইটের” খোঁজ করছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে ফার্মেসির ব্যবসা, ডাস্টবিনে প্রায় প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে নবজাতকের লাশ। বাড়ছে জিনা ব্যভিচারের দৃশ্য ভিডিও করে রাখার প্রবণতা, আর এ ভিডিও দিয়ে চলছে ব্ল্যাকমেইল। ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে ইন্টারনেটে, ভুক্তভোগীরা বুলে পড়ছে সিলিংএ।

^{৫৪} <https://archive.ph/>HSFp>

^{৫৫} <https://tinyurl.com/y8৩৩৪৪jc>

^{৫৬} <https://tinyurl.com/mr৩৯৪৪৮u>

^{৫৭} সূত্র: কুমিল্লার বার্তা

^{৫৮} <https://tinyurl.com/yxd৭৬tvr>

^{৫৯} <https://tinyurl.com/y8kqr৬৭n>

“এভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্ন-আসক্তি বাড়তে থাকলে আগামী দশ-বিশ বছরের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ আর ধর্মীয় অনুশাসন বলে কিছু থাকবে না।”

— জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের সাইকোথেরাপি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডাঃ মোহিত কামাল।

বিশেষজ্ঞদের শতাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন মারাত্মক রকমের যৌন সমস্যা সৃষ্টি করে।^{৬০}

“ইন্টারনেট পর্ন তরুণদের যৌনক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে।”^{৬১}

— ইটালিয়ান সোসাইটি অফ অ্যান্ড্রোলজি অ্যান্ড সেক্সুয়াল মেডিসিনের প্রাক্তন সভাপতি ড. কার্লো ফরেস্টা।

আইটেম সং বা পর্নোগ্রাফির সঙ্গে আরেকটি বিষয় খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—হস্তমৈথুন। অকাল বীর্যপাত, লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যার অন্যতম কারণ হস্তমৈথুন।

“ঘন ঘন হস্তমৈথুনের কারণে একজন মানুষ লিঙ্গোত্থানজনিত (erection) সমস্যায় ভুগতে শুরু করবে। হস্তমৈথুনের সাথে সাথে পর্নোগ্রাফি দেখতে থাকলে একসময় যৌনমিলনের ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলবে।”^{৬২}

— কর্নেল ইউনিভার্সিটির ইউরোলজি এবং রিপ্ৰোডাক্টিভ মেডিসিনের ক্লিনিকাল প্রফেসর ড. হ্যারি ফিশ।

যেভাবে বুঝবেন আপনার সন্তান পর্ন আসক্ত:

- ১) ব্রাউজারের হিস্টোরি ডিলিট করে ফেলবে।
- ২) নিজের ঘরের দরজা লাগিয়ে রাখবে। আপনি ছুট করে ঘরে ঢুকলে চমকে যাবে। তার মধ্যে অস্বাভাবিক নড়াচড়া লক্ষ করবেন।
- ৩) কাঁথা/কম্বলের নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে মোবাইল ব্যবহার করবে।
- ৪) রাত জেগে মোবাইল ব্যবহার করবে। বাইরে ঘোরাফেরা বা খেলাধুলা করার চেয়ে সারাদিন ঘরের কোণে পিসিতে বসে থাকবে।
- ৫) বাথরুমে মোবাইল নিয়ে যাবে। বাথরুমে আগের চেয়ে দীর্ঘ সময় কাটাবে।
- ৬) পিসির স্ক্রিন দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নিবে যেন স্ক্রিনে কী চলছে তা দেখা না যায়।

টিকটক, রিলস, আইটেম সং, রিয়েলিটি শো, খেলার মাঠ, বিলবোর্ড, মেয়েবন্ধু, নাটক, সিনেমা সবকিছুই আপনার সন্তানের কামের আগুনকে উষ্ণে দিচ্ছে সব সময়। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে পা হড়কানো দুটো মাউসের ক্লিকের ব্যাপার মাত্র। হয়তো আপনার সন্তানও হস্তমৈথুন, পর্নমুভিতে আসক্ত হয়ে বিত্তীষিকাময় জীবন পার করছে। সে তার কষ্ট গুলো আপনাকে

^{৬০} <https://archive.ph/NHXGR>

^{৬১} <https://tinyurl.com/yz2ts8xe>

^{৬২} <http://bit.ly/2DjTM6V>

বুঝতে দিচ্ছে না, আপনার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে তার এই অন্ধকার পৃথিবী, হাসিমুখের আড়ালে। জীবনের বন্ধুর পথে বন্ধুহীন হয়ে হেঁটে হেঁটে হোঁচট খাচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। গোপনে নির্জনে নিভুতে পুড়ছে।

তার সঙ্গে বন্ধুর মত মিশুন। তার আস্থা অর্জন করুন, তাকে তিরস্কার না করে, লজ্জা না দিয়ে তার অন্ধকারের গল্পগুলো শুনুন, তার কষ্টগুলো অনুভব করুন। দিন কিছু শর্তবিহীন হৃদয়ের ঋণ। বাড়িয়ে দিন সাহায্যের হাত। আপনার সাহায্য তার খুব প্রয়োজন। খুব বেশি প্রয়োজন।

- পর্ন হস্তমৈথুন ইত্যাদির ভয়াবহ প্রভাব ও এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বই: **মুক্ত বাতাসের খোঁজে**
- প্রেম হতাশা আত্মহত্যা সহ বয়ঃসন্ধিকালীন নানা সমস্যার সমাধান পেতে পড়তে পারো: **আকাশের ওপারে আকাশ**

মুক্ত বাতাসের খোঁজে

সত্য ও মিথ্যা কখনো কী সমান হতে পারে?^{৬৩} আলো আর অন্ধকার? তুমিই চিন্তা করে দেখ যেই দিন তুমি পর্ন দেখেছ বা হস্তমৈথুন করেছ সেই দিন আর যেদিন ওগুলো থেকে দূরে ছিলে সেইদিন কী এক? সমান? কোন দিনটি বেশি প্রোডাক্টিভ? কোন দিনটিতে তুমি আত্মবিশ্বাসে টাইটস্পুর হয়ে ছিলে? কোন দিন তুমি অনুভব করেছ এক অনাবিল প্রশান্তি?

পর্ন দেখার বা হস্তমৈথুনের পরের সময়টার কথা চিন্তা কর। সোনালি রোদ্দুরে ভরা তোমার পৃথিবী এক মুহূর্তে স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেল। বন্ধ ঘরের ভেজা বাতাসে দলবেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল জীবনের সেই সব প্রশ্নগুলো, যার উত্তর তুমি এখনো পাওনি। একে একে আসতে শুরু করল জীবনের হিসেব না-মেলা ঘটনাগুলো... “ধুর! শালা! আমার জীবনটা তো পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে গেল, আমি একটা ফেলটুস, আমি একটা গান্ডু, আমি কিছু করতে পারি না, আমার দ্বারা কিসসু হবে না।” আকাশ থেকে নেমে এল এক ঝাঁক বিষণ্ণতা, ছিনতাই করে নিয়ে গেল তোমার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে। তুমি হয়ে গেলে রিক্ত, নিঃস্ব এক সত্তায়। সব থেকেও তোমার কিছুই নেই, তুমি এক সর্বহারা। পরাজিত মানুষ। তুমি পুড়তে থাকলে। তপ্ত অশ্রু গালবেয়ে ঝরে পড়ল। জানান দিল তোমার ভেতরের দহন।

ভাই আমার, চুমুকে চুমুকে নীল বিষের পেয়ালা থেকে পান করে চলেছ, পর্ন হস্তমৈথুনকে বানিয়ে রেখেছ ঠাট্টা, তামাশার বিষয়বস্তুতে, কখনো কি ভেবে দেখেছ কী গভীর এক চোরাবালিতে তুমি ডুবে যাচ্ছ? ধীরে ধীরে...? ভাই আমার, তুমি কি চাইবে কোকেইন, হিরোইনের মতো হার্ড ড্রাগে আসক্ত হতে? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তুমি, হ্যাঁ তুমিই নিজের অজান্তে আসক্ত হয়ে পড়েছ হার্ড ড্রাগে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি পর্নআসক্তি ঠিক কোকেইন বা হিরোইন আসক্তির মতো একই প্যাটার্ন ফলো করে। পর্ন আসক্তি ঠিক সেভাবেই তোমার মস্তিষ্কের গঠন বদলে দেয় যেভাবে বদলে দেয় কোকেইন বা হিরোইনের মতো হার্ড ড্রাগ।^{৬৪}

পর্ন আসক্তির সঙ্গে নারী নির্যাতনের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন আসক্তি নারীদের প্রতি সহিংসতাকে তীব্রভাবে উৎসাহিত করে। ধর্ষণের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তারমানে এই নয় যে যারা পর্ন দেখে তারা সবাই ধর্ষণ করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ধর্ষক, সিরিয়াল কিলার, শিশুযৌন নির্যাতক, সমকামী তাদের প্রায় সবাই পর্ন আসক্ত।^{৬৫}

^{৬৩} কলেজ ছাত্র, ডার্সিটির ছাত্রদের (১৫+) মধ্যে বিতরণযোগ্য পর্ন-হস্তমৈথুন বিষয়ক লিফলেট। ডিজাইন ফাইল- <https://tinyurl.com/2p8rttk9>

^{৬৪} <https://www.yourbrainonporn.com/your-brain-on-porn-series>

^{৬৫} http://www.antipornography.org/sex_crimes.html

বিশেষজ্ঞদের (যৌনবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, মনোবিদ, মনোবিজ্ঞানী, অধ্যাপক) শতাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন, মারাত্মক রকমের যৌনসমস্যা সৃষ্টি করে।^{৬৬} লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা (erectile dysfunction) থেকে শুরু করে, অকাল বীর্ষপাত, যৌনতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, অতৃপ্ত থাকা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা কমে যাওয়া, যৌনতায় আগ্রাসন প্রদর্শন, যৌন বিকৃতি... লম্বা লিস্ট।

ইটালিয়ান সোসাইটি অফ অ্যান্ড্রোলজি অ্যান্ড সেক্সুয়াল মেডিসিনের প্রাক্তন সভাপতি ড. কার্লো ফরেস্টা বলেন,

“ইন্টারনেট পর্ন তরুণদের যৌনক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে।”

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি ও রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল প্রফেসর এবং পুরুষদের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে যৌনবিষয়ক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় অন্যতম পথিকৃৎ ড. হ্যারি ফিশ বলেন,

“পর্ন হলো সেই কালপ্রিট যা আপনার যৌনজীবনের বারোটা বাজিয়ে দেবে।”^{৬৭}

পর্ন আসক্তি পায়ের নীচে পিষে ফেলবে তোমার ভালোবাসার অনুভূতিগুলো। পবিত্রগুলো ভিজে যাবে কলুষতার ঘোর বর্ষায়। নারীকে দেখবে শুধু যৌনবস্তু হিসেবে। নারীও যে মানুষ, তারও একটা মন আছে, একজোড়া চোখ রয়েছে, সেই চোখের ভেতরে একটা আকাশ আছে—তোমার এই অনুধাবন শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। নারী যেন শুধু একদলা একটা মাংসপিণ্ড যা নিয়ে উদ্দাম ফুর্তি করা যায়, রাত কাটানো যায়; কিন্তু ভালোবাসা যায় না, চোখের তারায় হারিয়ে যাওয়া যায় না।

পর্ন আর চটিগল্প নারী, পুরুষের দেহ, অন্তরঙ্গতার স্থায়িত্বকাল, পদ্ধতি সম্পর্কে তোমাকে অতিরঞ্জিত, মিথ্যা ধারণা দিবে। কখনো এডিটিং, কখনো প্লাস্টিক সার্জারি, কখনো দিনের পর দিন শুটিং এর মাধ্যমে নিজের এবং সঙ্গিনীর দেহের আকার আকৃতি, বিছানার পারফরম্যান্স নিয়ে তুমি ফ্যান্টাসিতে ভুগবে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। বিয়ের পরে সৃষ্টি হবে অনেক জটিলতা। পর্ন মুভি তোমাকে শেখাবে যৌনবিকৃতিগুলো খুব স্বাভাবিক। সমকামিতার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। তোমাকে শেখাবে এনাল সেক্স, ওরাল সেক্স স্বাভাবিক; এই চরম বিকৃত যৌনাচারগুলো আকর্ষণীয়, তৃপ্তিদায়ক। অথচ এইগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর, অস্বাস্থ্যকর, নোংরা এবং নারীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। অ্যানাল সেক্সের কারণে মলাশয়ে ক্যান্সার হতে পারে, নারী এবং পুরুষ দুজনেরই। যে যৌনক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, অ্যানাল সেক্স সেগুলোর মধ্যে শীর্ষে। সমকামী অ্যানাল সেক্সের কারণে অসংখ্য পুরুষ এইডস আক্রান্ত হচ্ছে, নারীদের সংখ্যাও কম নয়। এইডস ছাড়াও এর মাধ্যমে হারপিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামিডিয়া, সিফিলিস, হেপাটাইটিসহ আরও অনেক STIs – Sexually Transmitted Infections ছড়িয়ে পড়তে পারে এনাল এবং ওরাল সেক্সের মাধ্যমে।^{৬৮} মুখ ও গলার ক্যান্সারেরও অন্যতম কারণ ওরাল সেক্স।^{৬৯}

বিবাহিতদের মধ্যে যারা পর্ন-আসক্ত, তাদের বিচ্ছেদের আশঙ্কা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণ। অ্যামেরিকার শতকরা ৫৬ টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ সঙ্গী/সঙ্গিনী পর্ন-আসক্তি।^{৭০} কর্নেল ইউনিভার্সিটির ইউরোলজি এবং রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ড. হ্যারি ফিশ হস্তমৈথুনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলেন,

^{৬৬} <https://archive.is/NHXGR>

^{৬৭} <https://tinyurl.com/bdd9us6v>

^{৬৮} <https://tinyurl.com/rc9wwc3j> , <https://tinyurl.com/rc9wwc3j> , https://en.wikipedia.org/wiki/Anal_sex#General_risks, <https://tinyurl.com/mwptcer>

^{৬৯} www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293082

^{৭০} <https://tinyurl.com/rcawr267> , Porn Use Increases Infidelity, Divorce - <https://goo.gl/HyVV51>

“ঘন ঘন হস্তমৈথুনের কারণে একজন মানুষ লিঙ্গোত্থানজনিত (erection) সমস্যায় ভুগতে শুরু করবে। হস্তমৈথুনের সাথে সাথে পর্নোগ্রাফি দেখতে থাকলে একসময় যৌনমিলনের ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলবে।”^{১১}

হস্তমৈথুনের ফলে টেস্টোস্টেরোনের (Testosterone) পরিমাণ কমে যেতে পারে। শরীরে যদি টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ কমে যায়, তাহলে কী হতে পারে?

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ১) ক্লাস্তিভাব, | ৮) দ্রুত বীর্ষপাত, |
| ২) বিষণ্ণতা, | ৯) দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, |
| ৩) দুর্বল স্মৃতিশক্তি, | ১০) মেরুদণ্ডে ব্যথা, |
| ৪) মনোযোগ কমে যাওয়া, | ১১) পেশি সুগঠিত না হওয়া, |
| ৫) অতিরিক্ত অস্থিরতা, | ১২) শরীরে চর্বি জমে যাওয়া |
| ৬) আত্মনিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়া, | , ১৩) হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, |
| ৭) আচরণে মিনমিনেভাব আসা, | ১৪) চুল পড়ে যাওয়া। ^{১২} |

বেশিরভাগ পর্ন অভিনেতা অভিনেত্রীরাই একান্ত বাধ্য হয়ে প্রাণঘাতী এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসে। পর্ন মানবপাচারের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর ছয় থেকে আট লক্ষ নারী ও শিশু মানবপাচারের শিকার হয়। এদের বেশির ভাগেরই জায়গা হয় ইউরোপ-অ্যামেরিকার পতিতালয়, পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে^{১৩} ২০০৩ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ১৫০০ যৌনকর্মী ২২৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মৃত্যুর কারণ? এইডস, আত্মহত্যা, আর মাদক সেবন। যেখানে একজন সাধারণ অ্যামেরিকানের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৭৮.৬ বছর, সেখানে একজন পর্ন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল মাত্র ৩৬.২ বছর।^{১৪} তুমি পর্ন দেখে চাহিদা সৃষ্টি করো বলেই অসহায় নারীদের, শিশুদের পড়তে হয় মানব-পাচারকারীদের কবলে, বেছে নিতে হয় ভয়াবহ জীবন। পর্ন ওয়েবসাইটে করা তোমার প্রতিটি মাউস ক্লিকের কারণে হয়তো একজনের পৃথিবীটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

ছাত্রজীবন অসাধারণ একটা সময়। এর প্রতিটি মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করা উচিত। অন্ধকার রুমে একা একা বসে পর্ন দেখে, হস্তমৈথুন করে, হতাশা আর অস্থিরতায় জীবনটা দুর্বিষহ করে তুলছ কেন? ঘর থেকে একটু বের হও। দেখো, কত সুন্দর একটা পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দাও, দলবেঁধে ঘুরতে যাও, সবুজ ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটো, শুয়ে থেকে আকাশ দেখো, বৃষ্টিতে ভেজো, মাঠে খেলাধুলা করো, সাইক্লিং করো, দৌড়াও। খুব বেশি হতাশ লাগলে, মন খারাপ হলে মসজিদে যাও। তাক থেকে কুরআনের একটা কপি তুলে নাও। যেকোনো পেইজ বের করে পড়তে শুরু করো, দেখবে হতাশা, মন খারাপ কোথায় পালিয়ে যাবে! শ্রেফ মসজিদে বসে থাকলেও দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে।

আশরাফুল মাখলুকাত তুমি, সকল সৃষ্টির সেরা, সুন্দরতম। তুমি কেন হবে পরাজিত? আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীতে এসেছ তুমি... মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর দাসে পরিণত করতে। সেই তুমিই কেন পর্ন, হস্তমৈথুনের দাসে

^{১১} <https://tinyurl.com/bdhhkjcjz>

^{১২} <https://tinyurl.com/8sm0e9nd> , <https://tinyurl.com/4zyz4t8b> , <https://tinyurl.com/2spz4b43>

^{১৩} <https://tinyurl.com/mr2subju>

^{১৪} <https://tinyurl.com/uafys4cp>

পরিণত হবে? তুমিই না খুব অহংকার করে বল মাই লাইফ, মাই চয়েস, মাই রুলস? সেই অহংকারী তোমার জীবনটাকেই কেন নিয়ন্ত্রণ করবে পর্ন, হস্তমৈথুন? কেন তোমার সুখের গ্রহরগুলো ভিজে যাবে আক্ষেপের অশ্রুতে?

ভাই আমার, নীল অন্ধকারে আর কতোকাল মাথাকুটে মরবে? কেন তুমি শুরু করছোনা আলোর পথে তোমার সেই অভিয়াত্রা? কবে তুমি বের হবে মুক্ত বাতাসের খোঁজে? একবার বের হয়েই দেখনা... মিতালি হবে ঘাসফড়িং আর শিশিরের সঙ্গে। পাবে নীলাকাশ, ঘাসফুল। পাবে মাটি, মানুষ, মৌলিক ভালোবাসা। পাবে পরম আনন্দ। আনন্দম আনন্দম আনন্দম...

- পর্ন হস্তমৈথুন ইত্যাদির ভয়াবহ প্রভাব ও এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বই: **মুক্ত বাতাসের খোঁজে**
- প্রেম হতাশা আত্মহত্যাসহ বয়ঃসন্ধিকালীন নানা সমস্যার সমাধান পেতে পড়তে পারো: **আকাশের ওপারে আকাশ**

স্মার্টফোন বনাম তুমি—কে কাকে চালায়?

কাল বাদে পরশু পরীক্ষা। আজ পড়া শুরু করার কথা, কিন্তু ঠিক তখনই ফোনে টুন!—বন্ধুর মেসেজ: “মামা, এই রিলটা দ্যাখ!” বন্ধুর সাথে রিল আদান-প্রদান করতে করতে বেমালুম অনেক সময় চলে গেল। মাঝে মাঝে পরীক্ষার কথা মনে হতেই ভাবছ, “ধুর! কাল পড়ব, টাইম তো আছেই”। চলছে রাত জাগা, ঘুমের বদলে ফানি ভিডিও... ফজরও মিস, সারাদিন মাথা বিমবিম, দুর্বল শরীর, কোনো মনোযোগ নেই, মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ, বাবা-মার সাথে রাগারাগি, পরীক্ষায় ডাকবু মারা। তোমার সাথে এমনটা প্রায়ই হয়, তাই না?

আচ্ছা ভাইয়া/আপু, তুমি কি স্ক্রিন আসক্তির ফাঁদে বন্দি? এসো, মিলিয়ে নাও—

- সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকতে দেরি হলেই মনে হয় কিছু মিস হয়ে গেল।
- নোটিফিকেশন এলে মনে হয়, “কে আমাকে স্টক করছে?”
- স্ক্রল করতে করতে সময় কোথায় উড়ে যায় বুঝতেও পারো না।
- ডিভাইস থেকে দূরে থাকলে অস্থির, চিন্তিত বা বিরক্ত বোধ করো?
- স্ক্রিনের সময় কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা কি তোমার জন্য কঠিন?
- স্ক্রিন ব্যবহারের কারণে তোমার ঘুম, পড়াশোনা, কাজ বা সম্পর্কের ক্ষতি হয়েছে কি?
- ফোনে সময় কাটানোকে শখ, খেলাধুলা বা পরিবারের সাথে সময় কাটানোর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দাও?
- ব্যস্ত থাকার পরেও বারবার নোটিফিকেশন চেক করো?
- ফোন ব্যবহারের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করেছ, কিন্তু দ্রুত আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছ?

যদি অনেক প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে তোমার স্ক্রিন-আসক্তির সম্ভাবনা আছে। এখন সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার। না হলে হয়ে যাবে অনেক বড় ক্ষতি!

সাবধান! মৃত্যু ২ সেকেন্ড দূরে!

দীর্ঘ সময় ফোন ব্যবহার বা গেইম খেললে মস্তিষ্কের রিওয়র্ড সিস্টেম অতিরিক্ত ডোপামিন রিলিজ করে। এতে মুহূর্তের ভালো লাগা তৈরি হলেও, ধীরে ধীরে ব্রেইন সেই উত্তেজনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলাফল স্ক্রিন না থাকলে অস্বস্তি, বিরক্তি ও মন খারাপের অনুভূতি। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্ক্রিন-আসক্তি হতাশা বাড়ায়, কিছুই ভালো লাগে না। শুয়ে-বসে থাকার জন্য স্থূলতা তৈরি হয়, ওজন বেড়ে মোটা হয়ে যায়।^{৭৫} ^{৭৬} “কিশোরদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন স্ক্রিন ব্যবহার আত্মহত্যার চিন্তা ও মানসিক সমস্যার ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়ায়।”^{৭৭} স্ক্রিন-আসক্তিকে অনেকে এখন ‘ডিজিটাল ড্রাগ’ বলছেন।

^{৭৫} <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/৩৯৬৭৮২৪১/>

^{৭৬} https://www.cdc.gov/pcd/issues/২০২৫/২৪_০৫৩৭.htm

^{৭৭} Teenagers who report addictive use of screens at greater risk of suicidal behaviour, study shows- <https://tinyurl.com/২৪vn8uvz>

“প্রায় ৮০% রোগী মাত্রাতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের কারণে ব্যক্তিত্বের সংকটে ভুগছে।”

- ড.জর্জ লিন, সাইকোথেরাপিস্ট, সিয়াটল, আমেরিকা^{৭৮}

বাস্তবজীবনের বন্ধু, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তুমি মানুষের সাথে মিশতে পারো না, তোমার ভয় করে সবকিছুতে, অসন্তোষিত্ব করে মানুষের সামনে যেতে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বাইরের স্তর সেরেব্রাল কর্টেক্সকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।^{৭৯} এর ফলে:

- স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে
- যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে
- উদ্ভট সিদ্ধান্ত নেবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়

চীনের এক দম্পতি গেইম কেনার জন্য তাদের তিন সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিল!^{৮০} বিশ্বাস করতে পারো? স্ক্রিন-আসক্তি মানুষকে কতটা ‘পাগল’ করে দিতে পারে, এটা তার প্রমাণ।

স্ক্রিন-আসক্তি মেজাজ খিটখিটে করে দেয়, ফোকাস নষ্ট করে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিন-আসক্তি পড়াশুনার বারোটা বাজিয়ে দেয়। যারা আসক্ত, তাদের একাডেমিক সাফল্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে অনেক কম। দিনকে দিন তারা খারাপ-ই করতে থাকে।^{৮১}

দীর্ঘ সময় বসে থাকার কারণে মারাত্মক শারীরিক অসুখ থেকে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। চোখের সমস্যা, ঘাড় ও কোমরের ব্যথা, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডিমেনশিয়া, পারকিনসন’স ইত্যাদি নানা রোগ শরীরে বাসা বাঁধে।

অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে হার্ট অ্যাটাক করে কিশোরদের মৃত্যুর খবরও কিন্তু এখন আর বিরল নয়—

- ভারতে পাবজি খেলতে গিয়ে এক কিশোরের মৃত্যু^{৮২}
- তাইওয়ানের এক গেইমারের টানা ৪০ ঘণ্টা গেইম খেলার পর মৃত্যু^{৮৩}

ঘটনাগুলো প্রমাণ করে স্ক্রিন টাইম শুধু মনের ক্ষতি করে না, প্রাণও কেড়ে নিতে পারে!

প্রিয় ভাইয়া/আপু, তুমি কি জানো এই স্ক্রিন-আসক্তির মতো তুচ্ছ একটা আসক্তি থেকে বের হওয়া এত কঠিন কেন?

সেকুলার এই বিশ্বব্যবস্থার রাজা-মহারাজারা তোমাকে একটা জায়গায়ই আটকে রাখতে চায়— স্ক্রিনের সামনে। এর জন্য তারা কোটি কোটি ডলার ঢালছে, মনোবিজ্ঞানীদের ভাড়া করছে, এমন প্রযুক্তি বানাচ্ছে যা তোমার মস্তিষ্ককে ঠিক সেই জায়গায় আঘাত করে, যেখানে আসক্তি জন্মায়। তাদের পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার—তোমাকে যেন অফুরন্ত বিনোদনে ডুবিয়ে রাখা যায়...

^{৭৮} How parents can prevent screen dependence in a digital world- <https://tinyurl.com/ncp9acc>

^{৭৯} Effects of Excessive Screen Time on Neurodevelopment, Learning, Memory, Mental Health, and Neurodegeneration: a Scoping Review- <https://tinyurl.com/mpphfhrk>

^{৮০} Couple sells three children to raise money for online games-<https://tinyurl.com/8m9yam96>

^{৮১} Association Between Screen Media Use and Academic Performance Among Children and Adolescents A Systematic Review and Meta-analysis- <https://tinyurl.com/8m9yam96>

^{৮২} Madhya Pradesh Boy, ১৬, Dies Of Cardiac Arrest While Playing PUBG- <https://tinyurl.com/yffwrhdh2>

^{৮৩} ১৮-year-old dies after playing video game for ৪০ hours- <https://tinyurl.com/9ftzsjst>

যেন তুমি পরিবার, বন্ধু, সমাজ, সবকিছু থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাও... ভুলে যাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে! যেন তুমি ভাবতে না পারো, ওদের প্রশ্ন করতে না পারো, শুধু স্ক্রিনে দেওয়া কন্টেন্টই গিলতে থাকো।

কারণ, তুমি যখন বিচ্ছিন্ন, দুর্বল, আর ভাবনাহীন, তখনই তারা তোমাকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তুমি হয়ে যাও তাদের পণ্যের ক্রেতা, তাদের বিজ্ঞাপনের টার্গেট, তাদের হাতের পুতুল। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন, মর্যাদাবান, চিন্তাশীল খলীফা (দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি) ও তাঁর ইবাদাতকারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর এই আধুনিক ফিরআউনদের লক্ষ্য হলো, তোমাকে সেই প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে ও ইবাদাতকারী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে নামিয়ে এনে তাদের মূর্খ দাসে পরিণত করা।

তারা চায় না তুমি শক্তিশালী হও, স্বাধীন হও, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো, আখিরাত নিয়ে চিন্তা করো। তারা ভয় পায় চিন্তাশীল, সচেতন, আল্লাহভীরু তরুণদের। কারণ, সেই তরুণদেরকে কেনাবেচা করা যায় না, মগজখোলাই করা যায় না, মূর্খের মতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

তুমি কি তোমাকে সুস্থ রাখতে চাও, নাকি স্ক্রিনের মায়ারী জালে নিজেকে আটকে রাখতে চাও? হতে চাও সেকুল্যার ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থার দাস!?

ভাইয়া/আপু, এখনই সিদ্ধান্ত নাও!

কীভাবে স্ক্রিন-আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়?

- অতিপ্রয়োজনীয় যোগাযোগের অ্যাপ ছাড়া সব অপ্রয়োজনীয় অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ রাখো।
- যেসব অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ সময় নষ্ট করছে, সেগুলো ডিলিট করে দাও।
- সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে লগ-আউট করে রাখো বা প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে ডিঅ্যাক্টিভেট করো, যাতে ইচ্ছেমতো ঢুকে স্ক্রল করা না যায়।
- আজবাজে ও সময় নষ্টকারী গ্রুপ বা পেইজ ফলো না করে, শিক্ষামূলক ও নাসীহামূলক কন্টেন্টের সাথে যুক্ত হও।
- অকারণে স্ক্রলিং করা বন্ধ করো এবং ফোন হাতে নেওয়ার আগে ঠিক করো—কেন ফোন নিচ্ছ। কাজ শেষ হলেই ফোন রেখে দাও।
- নিজের দৈনিক স্ক্রিন টাইম ট্র্যাক করো। প্রয়োজনে স্ক্রিন টাইম কমানোর অ্যাপ ব্যবহার করো।
- ঘুমের অন্তত এক ঘণ্টা আগে ও ঘুম থেকে উঠার পর ফোন ব্যবহার বন্ধ রাখো। অ্যালার্ম দেবার দরকার পড়লে বাজার থেকে ঘড়ি কিনে নাও।
- ফোনের বদলে সময় কাটাও পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের সাথে, বই পড়ে, খেলাধুলা করে বা ঘুরতে গিয়ে, নতুন কোনো হবি বা শখ তৈরি করে।
- নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করো।
- অবসরে হালকা ঘুম দাও বা ঘরের কাজে যুক্ত হও—মাকে সাহায্য করা, কাপড়-জুতা পরিষ্কার, ওয়াশরুম বা পড়ার টেবিল গুছানো ইত্যাদি।
- আল্লাহর ইবাদাতে মনোযোগী হও—পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করো।

এই দাসত্বের শেকল ভেঙে আজই বেরিয়ে এসো। আধুনিক বিশ্বের ফিরআউনদের হাতে নিজের জীবন তুলে দিয়ো না! জীবনের সবচেয়ে দামি সম্পদ সময়। সময় অপচয় বোকামি। তুমি কি বোকা? বলো তো? সময় এত সংক্ষিপ্ত, ব্যাপারটা অনেকটা একজন

বরফ বিক্রোতার মতো। বরফ গলে যাবার আগেই তাকে বিক্রি করতে হবে, সে কি বরফ গলতে দেবে? চিন্তা করে দেখো, বরফ গলে যাচ্ছে আর তুমি হাবিজাবি কাজ করছো। নষ্ট করে ফেলছো তোমার মূলধন, যেটার উপর তোমার ভবিষ্যৎ।

ভাইয়া/আপু, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আরও বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। তোমার জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো আর বিনোদনের জন্য দেওয়া হয়নি। মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন ব্যয় করো, এই ঘুণে ধরা সমাজ বদলানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করো।

তুমি পারবে। বুকের ভেতরটা শক্ত করো, ব্রেইনকে বোঝাও তুমি পারবে। ধৈর্য হারাবে না, দাঁতে দাঁত চেপে চেঁচা করে যাও। ঠিক আজকে থেকে, এখন থেকে তুমিও হয়ে উঠবে সুস্থ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ, মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ বিবেকবান মানুষ। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, আল্লাহ কি তাঁর বান্দাকে ফিরিয়ে দেন?

বৃক্ষরোপন

-ফ্রন্ট পেইজ-

সাহসীরাই^{৮৪} ভাবে সমাজের মানুষের কথা, পরিবেশের কথা

তুমি কি সাহসী?

এসো প্রমাণ করবে...

বৃক্ষরোপণ চ্যালেঞ্জ- ২০২৬ (বা সংশ্লিষ্ট সাল)

এই বর্ষায় অন্তত ১ টি গাছ...

ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রব স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী রুশমিয়া জেবিন। ২০২৪ এর এপ্রিলে প্রচন্ড গরমে হিট স্ট্রোক করে মারা যায় সে। কতই বা তাঁর বয়স হয়েছিল। মাত্র ১৬! ইদানীং অতিরিক্ত গরমে হিট স্ট্রোক করে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। অতিরিক্ত গরমে শ্রমজীবী, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কষ্টে দিন পার করছে।

চারপাশে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা, চীনের মতো তথাকথিত উন্নত দেশগুলো কোনো নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে শিল্প কারখানার বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে পরিবেশে। এতে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালদ্বীপ, বাংলাদেশের মতো দেশগুলো সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবার ঝুঁকিতে পড়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিষধর সাপের উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। মানুষজন বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। প্রচন্ড গরম পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, পানির অভাবে ফসলের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবার অসময়ে ব্যাপক বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বন্যায় আমাদের দেশের লাখ লাখ মানুষ ফসল ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাতে সব হারিয়ে কান্না করা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ভিডিও তোমরা অনেকেই দেখেছ।

বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের এই দুঃখ কষ্ট এই কান্না দেখেও কি তুমি চুপ করে থাকবে? জেবিনদের মৃত্যুও কি তোমার মনে কোনো আলোড়ন তৈরি করবে না?

যুগে যুগে দেশে দেশে কিশোর তরুণ যুবকেরাই মানুষের কথা ভাবে। সমাজের কথা ভাবে। মানুষের দুঃখ কষ্টে বিপদে কেঁদে উঠে তাদের কোমল প্রাণ। হৃদয়ের গভীর থেকে তারা অনুভব করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে হলেও হাসি ফুটাতে হবে মানুষের মুখে।

^{৮৪} ডিজাইন ফাইল-<https://tinyurl.com/h3v6rssc>

তুমি তো বলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তুমি প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসো। সেই মানুষটা তোমাকে কি বলেছেন জানো?

‘যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত এসে গেছে, তখন তোমার হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে, তবে সেই চারাটি রোপণ করবে’।^{৬৫}

এসো আর চুপ করে থাকবে না। তোমার ভালোবাসার দাবীর প্রমাণ দাও।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপ, আমেরিকা বা চীনের মতো দেশগুলো ও বড় বড় কর্পোরেশন কে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। সেই সাথে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করে লাগাতে হবে প্রচুর পরিমান গাছ। শপথ নাও এই বর্ষায় তুমি অন্তত একটি হলেও গাছ লাগাবে। জেবিনদের জন্য। রেমালের আঘাতে ঘর বাড়ি হারিয়ে অঝোরে কান্না করা সেই অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য...

গাছ লাগানোর মূলনীতি

১। অনেক বিদেশী গাছ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগানোর সময় শুধু মানুষের কথা না ভেবে পশু পাখির কথাও ভাবতে হবে। গাছ থেকে যেন সবাই উপকৃত হয়। তা না হলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে না। মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যখন কোনো মুসলিম গাছ লাগায়, অথবা কোনো ফসল বোনে, আর মানুষ-পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী তা থেকে খায়, এটা রোপণকারীর জন্য সদকা (দান) হিসেবে গণ্য হবে।^{৬৬} কিয়ামত পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন গাছটি বেঁচে থাকবে বা তা থেকে উপকার গ্রহণ করা হবে) সে গাছ তার জন্য সদাকায় জারিয়া (সওয়াব পেতেই থাকবে) হিসেবে গণ্য হবে।^{৬৭}

২। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাস গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

৩। বাড়ির আশেপাশে ফলদ গাছ যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কুল, নারিকেল, জাম্বুরা, বেল, ডালিম, লেবু, আমড়া, সজিনা, সফেদা, সুপারি, তাল, খেজুর, ডুমুর, লটকন ইত্যাদি রোপণ করতে হবে। এছাড়া ঔষধি গাছ হিসেবে নিম, তুলসি ইত্যাদি লাগানো যায়।

৪। রাস্তা, বাঁধ, রেললাইনের দুই পাশে ঔষধি ও বনজ গাছ লাগানো উচিত। যেমন—নিম, অশথ, বট, তাল, শাল, সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল, পলাশ, কদম, খেজুর, মান্দার ইত্যাদি।

৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা ও অফিস আদালত প্রাঙ্গণে ফলদ গাছের পাশাপাশি সৌন্দর্য ও ছায়ার জন্য নিম, বট, অশথ, দেবদারু, ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনালু, পলাশ, শিমুল, কদম, বিভিন্ন ফুলের গাছ ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে।

৬। পানি উঠে এমন স্থানে জারুল, কদম, হিজল, জাম, মান্দার ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়।

৭। হাটবাজারের জন্য উপযুক্ত হলো বট, তেঁতুল, অশথ, পাকুড় এমন ছায়া প্রদানকারী গাছ।

৮। ক্ষেতের আইলে তাল, খেজুর, সুপারি ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়।

^{৬৫} বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, মুসনাদে আহমাদ

^{৬৬} বুখারি, হাদিস নং-২৩২০, মুসলিম, হাদিস নং-১৫৫৩

^{৬৭} মুসলিম, হাদিস নং-১৫৫২

৯। কারেন্টের তারের নিচে বা কাছে বেশি লম্বা বা ডালপালাওয়ালা গাছ লাগানো যাবে না।

যে গাছ ভুলেও লাগাবে না—

ইউক্যালিপটাস: পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এ গাছ মাটিকে পানিশূন্য করে ফেলে। আশেপাশে অন্য গাছ জন্মাতে পারে না। মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। এই গাছের ফুল এবং পাপড়িগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের শ্বাসনালীতে ঢুকে শ্বাসকষ্ট এবং হার্টের অসুখ সৃষ্টি করে।

রেইনট্রি, মেহগনি: স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, “মেহগনি বা রেইনট্রি গাছের মত বিভিন্ন বিদেশি গাছ মাটির পুষ্টি গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলে। মেহগনি-রেইনট্রি গাছের পাতা পানিতে পড়লে তা পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। ফলে এসব গাছের পাতা পুকুরের পানিতে পড়লে বিষাক্রিয়ামাছ মরে যাবার মত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।”

বৃক্ষরোপণের সময় গুরুত্ব দিয়ে লাগাবে—

নিম: ব্যাপক ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। এটি খুব বেশি মাত্রার দূষণ সহ্য করতে পারে। ১৯৯৬ সালে ভারতের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট দ্বারা করা নতুন দিল্লির বিভিন্ন স্থানের একটি সমীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে নিম গাছ শিল্প এলাকায় ও শহুরে দূষণ দূর করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রজাতিগুলির মধ্যে। অন্তত একটি হলেও এ গাছ লাগাবে।

বট/অশথ: এর ফল পাখিদের খুবই পছন্দের, গাছ পাখিদের আবাসস্থল, ছায়াপ্রদানকারী, ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন।

কাঁঠাল: ফলের কোনো অংশই ফেলনা নয়, মানুষ বা পশুপাখির খাদ্য, কাঁঠালপাতা ছাগলের পছন্দের খাবার, কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নতমানের।

শাল: দেশীয় গাছ, শাল কাঠ খুবই টেকসই, ব্যাপক ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন।

কিছু জরুরি বিষয়

১। তোমার আশেপাশের নার্সারি থেকে গাছ সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া সরকারি হরটিকালচার সেন্টার, বন বিভাগ বা কৃষি বিভাগের অফিস থেকে তুমি খুব কম মূল্যে গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারবে। তোমরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে গাছ লাগাচ্ছো তা তাদের জানালে গাছের চারা অনেক কম দামে পাওয়া সম্ভব।

২। নিজেরা চাঁদা দিয়ে, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন, সমাজের গণ্যমান্য দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গাছের চারা কেনার প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে ফেলতে পারবে।

৩। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের গাছ লাগানোর গুরুত্ব ও নির্বিচারে গাছ কাটার ভয়ংকর দিক সম্পর্কে বোঝাতে হবে। সবাইকে ক্যাম্পেইনে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। চাইলে বন্ধু-বান্ধব বা এলাকার ভাই-ব্রাদারদের নিয়ে একটি ক্লাবের মতো করে ফেলতে পারো।

৪। মসজিদের ইমাম ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অনুরোধ করবে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে। তাদের কথায় মানুষজন খুবই প্রভাবিত হয়। ইমাম, শিক্ষক, মুরুব্বী সমাজের এমন গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তি প্রথম গাছ লাগিয়ে তোমাদের বৃক্ষরোপণ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করতে পারেন।

৫। কোথাও গাছ লাগানোর পূর্বে জমির মালিক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নেবে।

৬। গাছ শুধু লাগালেই হবে না গাছের যত্ন করতে হবে।

৭। বৃক্ষরোপণ ক্যাম্পইনের (গাছ কিনতে যাওয়া, গাছ লাগানো, গাছের পরিচর্যা করা) যতো বেশি সম্ভব সুন্দর করে ছবি তুলবে, ভিডিও করবে। অনলাইনে এসব ছবি ভিডিও পোস্ট করলে অন্যরাও তোমাদের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হবে। তোমাদের ছবি ভিডিওগুলো আমাদের কাছে পাঠাতে পারো। আমরাও শেয়ার করে দেব ইনশা আল্লাহ।

নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসো যাকে সেই মানুষটা তোমাকে গাছ লাগাতে বলেছেন। ভালোবাসার প্রমাণ তুমি দেবে না? গাছ থেকে পাওয়া অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে আছে তুমি এতো বছর। তুমি কি কোনো গাছ লাগিয়েছ? হিট ওয়েভ, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কতো কষ্ট কত কান্না। তুমি কি কিছু না করে কাপুরুষের মতো চুপ করে থাকবে? নাকি চ্যালেঞ্জ নিবে? আছে কি সেই সাহস তোমার?

বৃক্ষরোপণ চ্যালেঞ্জ-

এই বর্ষায় অন্তত ১ টি গাছ...

গরু কুরবানি ও আমাদের শেকড়ের লড়াই

আপনার মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কুরবানি কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো কেন গরু জবাইয়ের মাধ্যমেই আর্ভর্তিত হয়? এই অঞ্চলে গরুর সহজলভ্যতাই কি এর একমাত্র কারণ? নাকি মুদ্রার অপর পিঠে লুকিয়ে আছে কোনো রহস্য? চলুন, অতীত থেকে একবার ভ্রমণ করে আসি।

ত্যাগের প্রথম প্রহর

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজির আগমনেরও অনেক আগে সুদূর আরবের মাটি তায়েফ থেকে এই বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন বাবা আদম শহীদ রহিমাছল্লাহ। জনশ্রুতি অনুযায়ী বাবা আদম শহীদ দ্বীন প্রচার আরম্ভ করা শুরু করলে একটি গরু জবাইকে কেন্দ্র করে তাঁর সাথে বিরোধ বাঁধে বল্লাল সেনের কর্মচারীদের। বল্লাল সেন ছিল বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ) সেন রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লাল। এরই সূত্র ধরে বাবা আদম শহীদের সাথে বল্লাল সেনের যুদ্ধ শুরু হয়। বিক্রমপুরের কানাইচং ময়দানে বল্লাল সেনকে পরাস্ত করেন আদম শহীদ রহিমাছল্লাহ। কিন্তু তার চার বছর পরে বল্লাল সেন আবারও আক্রমণ করে বসে। এবারও নাকানিচুবানি খেয়ে পরাজিত শক্তি বেছে নেয় বিশ্বাসঘাতকতার পথ। রাতের আঁধারে হত্যা করে বাবা আদম শহীদকে। রহিমাছল্লাহ কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মুসলিমদের চেতনা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করা যায়নি। মুন্সিগঞ্জ ঠিকই বিজিত হয়েছিল, ইসলাম ঠিকই স্থানলাভ করেছিল সেখানে।

সিলেটের আজান ও একটি শিশুর প্রাণ (১৩০৩ সাল)

১৩০৩ সাল। সিলেটকে তখন ডাকা হতো শ্রীহট্ট। ইসলামী শাসনব্যবস্থা তখনো সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়নি। গৌড় গোবিন্দ ছিল সেখানকার রাজা। তবুও নামেত্র কিছু মুসলিম সেখানে বাস করতেন। তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন শেখ বুরহানউদ্দীন। বুরহানউদ্দীনের কোনো সম্ভান ছিল না। আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটির পর তার দুআ কবুল হয়। একটি পুত্রসম্ভান লাভ করেন তিনি। সম্ভানের আকীকার জন্য একটি গরু জবাই করলেন বুরহানউদ্দীন। আশেপাশের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দেরকেও গরুর মাংস বিলি করলেন। কিন্তু এই খবর পৌঁছে যায় গৌড় গোবিন্দের কানে। নিজের রাজ্যের প্রজা গরু জবাই করবে এটা মেনে নিতে পারল না গোবিন্দ। শাস্তিস্বরূপ বুরহানউদ্দীনের পুত্রসম্ভানকে হত্যা করা হলো আর বুরহানউদ্দীনের ডান হাত কেটে ফেলা হলো।

পুত্রসম্ভানকে হত্যার বিচারের জন্য বুরহানউদ্দিন হাজির হলেন তৎকালীন বাংলার শাসক শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট। ক্ষোভে উত্তেজিত সম্রাট তারই ভাগ্নে সিকান্দার গাজীকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু তার সৈন্যরা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হতে যায়ে বারংবার ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ গোবিন্দ সেখানে জাদুমন্ত্রবলে প্রতিরোধ তৈরি করে রেখেছিল।^{৮৮} সিকান্দার গাজীর ব্যর্থতার খবর পৌঁছে যায় দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খলজীর কাছে। আলাউদ্দিন এ সংবাদ শুনে তারই দরবারের

^{৮৮} আবুল কাশেম ভূঁইয়া (১৯৮৭), উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

একজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে সিলেট অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। এরই মাঝে বুরহানউদ্দীন সাক্ষাৎলাভ করেন বিখ্যাত দরবেশ শাহজালালের। তার কাছে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেন বুরহানউদ্দীন। এটা শুনে শাহজালাল রহিমাছল্লাহ তৎক্ষণাত বেরিয়ে পড়লেন তার সাথে থাকা সঙ্গীদের নিয়ে। পথিমধ্যেই তাদের সাথে দেখা হয়ে যায় সৈয়দ নাসির উদ্দীনের। এবার একত্রিত হয়ে সবাই যাত্রা করলেন সিলেট অভিমুখে।

তাদের আগমনের খবর পেয়ে গৌড় গোবিন্দ ব্রহ্মপুত্র নদের সকল নৌ চলাচল বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান শাহজালাল ও তাঁর সঙ্গীরা এতে দমে যাননি। আল্লাহর সাহায্যে তারা নদী পার হয়ে সিলেট প্রবেশ করেন। ইতোমধ্যে সেই খবর পেয়ে গৌড় গোবিন্দ পলায়ন করে। সিলেট প্রবেশ করেই শাহজালাল রহিমাছল্লাহ সর্বপ্রথম আযান দেন। এভাবেই সিলেটে ইসলাম বিজয় লাভ করে। অবসান হয় গরু জবাইকে কেন্দ্র করে ঘটা নির্মম জুলুম ও গৌড় রাজ্যের।

তিতুমীর ও জমিদারদের অত্যাচারের ষ্টিমরোলার

ইংরেজদের শাসনামলে তাদেরই ছত্রছায়ায় গড়ে উঠতে থাকে একদল হিন্দু জমিদারশ্রেণি। ধীরে ধীরে এসকল জমিদাররা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানো শুরু করে দুর্বল-অসহায় মুসলিমদের উপর। সেসময় পুরো মুসলিম সমাজই এসব জমিদারদের দ্বারা নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতকের ইসলামী নাম রাখা, দাড়ি রাখা, ইসলামী পোশাক পরিধান করা, কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, আযান দেওয়া ও জামাআতে সালাত আদায় করা, গরু জবাই করার মতো ইসলামী বিধিবিধান ও রীতিনীতির উপর তারা আরোপ করে জরিমানা, কঠোর শর্ত, সামাজিক অবহেলা এবং নিষেধাজ্ঞা। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বীরের মতো গর্জে উঠেছিলেন সাইয়েদ মীর নিসার আলী তিতুমীর রহিমাছল্লাহ। ১৮৩১ সালে তিনি গরু জবাইয়ের মধ্য দিয়ে যে প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন, তা ছিল এদেশের মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

‘বকরীদ’ থেকে আজকের কুরবানি

এক সময় ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রভাবের কারণে কেবল ঢাকা কেন্দ্রিক গরু জবাইয়ের সুযোগ ছিল। কিন্তু ঢাকার বাইরে সাধারণ মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। হিন্দুদের বাধার কারণে অধিকাংশ মানুষ কুরবানির জন্য ছাগল বেছে নিতে বাধ্য হতেন। আর এই কারণেই তৎকালীন সমাজে কুরবানির ঈদ পরিচিতি পেয়েছিল ‘বকরীদ’ বা বকরি ঈদ হিসেবে।

আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পরতে পরতে এই ইতিহাসের সাক্ষী মেলে। এমনকি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বকরীদ’ কবিতাতেও আমরা সেই সময়ের ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। কেবল ধর্মীয় আচার নয়, উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির পৃথক অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির প্রমাণও এই ‘গরু কুরবানির ইস্যু’।

দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলেও দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার অনেক জনপদে মুসলিমরা প্রকাশ্যে গরু কুরবানি দিতে ভয় করতেন। ১৯৫৭ সালের দিকে নাটোরের ঘটনাপ্রবাহের পর একে একে ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর অঞ্চলে নিয়মিতভাবে গরু কুরবানি দেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। ফলে আজকের যে গরু কুরবানির সংস্কৃতি আমরা দেখছি, তা শত বছরের সংগ্রাম ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এক দীর্ঘ পথচলার ফসল। গরু জবাইয়ের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাণ দিতে হয়েছে বারবার। গরু জবাই করতে পারার এই আন্দোলন সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের পাশাপাশি আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি, চেতনা ও ঐতিহ্যের প্রতীকও।

গরু কুরবানির বিরোধিতা কি শুধুই ইতিহাস?

মোটের ও না!

- ২০২৪ সালের রমাদানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গরুর মাংস নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালানো হয়, যা ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে রুখে দেওয়া হয়।^{৮৯}
- আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে আজও কেবল গরুর মাংস খাওয়ার সন্দেহে মুসলমানদের পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।^{৯০} সেখানে কুরবানির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নিজ দেশেই মুসলিমরা আজ পরবাসী।^{৯১}

কেন এই ষড়যন্ত্র?

বিরোধী শক্তি খুব পরিকারভাবে জানে, গরু জবাই এদেশের মুসলমানদের কেবল একটি খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং এটি একটি 'সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' (Cultural Identity)। ব্রিটিশ আমলের ফিরআউনরা যেমন এই অধিকার কেড়ে নিয়ে আমাদের দাস বানাতে চেয়েছিল, আজকের আধিপত্যবাদী শক্তিও ঠিক একই পথে হাঁটছে। তারা চায় আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগ ভুলে যান, ভুলে যান তিতুমীর আর শাহজালালের লড়াইয়ের চেতনা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের করণীয়:

১. তিতুমীর ও শাহজালাল (রহিমাতুল্লাহ)-এর মতো বীরদের জীবনী নিজে পড়ুন এবং ছোটদের শোনান।
২. আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে তথাকথিত 'সেকুল্যার প্রগতিশীল'দের বিরূপ মন্তব্যে হীনম্মন্যতায় না ভুগে সঠিক তথ্য গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরুন।
৩. যেখানে মুসলিমরা ধর্মীয় বিধি পালনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের জন্য সাধ্যমতো আওয়াজ তুলুন।
৪. পশু জবাইয়ের সময় কেবল মাংস খাওয়া নয়, বরং এর পেছনের ত্যাগের মহিমাকে হৃদয়ে ধারণ করুন।
৫. আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় গঠনমূলকভাবে সঠিক তথ্য শেয়ার করুন।
৬. সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন ছাগল বা ভেড়া কুরবানি না দিয়ে গরু কুরবানি করতে।
৭. যেসমস্ত রেস্টুরেন্ট আদর্শিক কারণে গরুর গোশত বিক্রি করে না তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।
৮. সিভিকিট করে গরুর মাংসের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হোন।

প্রিয় ভাই ও বোন, পরের বার যখন চালের রুটির সাথে গরুর মাংস মুখে নেবেন, তখন একবার ভাববেন এর পেছনে কত শত মুসলিম ভাইয়ের আত্ননাদ আর রক্ত মিশে আছে। এটি কেবল খাবার নয়, এটি আমাদের বীরত্বগাঁথা ও লড়াইয়ের প্রতীক।

^{৮৯} দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস (৯ মার্চ, ২০২৪), রমজানে রাবির হলে চলবে গরুর গোশত। (tinyurl.com/৩৯৮৮pkhc)

^{৯০} দৈনিক ইনকিলাব (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), ভারতে মুসলিম যুবককে হত্যা। (tinyurl.com/২h২৮n৭pt)

^{৯১} Scroll.in (২০১৪), Ban on cow slaughter in Indian states. (tinyurl.com/y৬njxmpf)

আপনার মুসলিম পরিচয় এবং গরু খাওয়ার অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অধিকার আদায়ের জন্য আজও রক্ত দিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভাই-বোনেরা। তাই গৌরবময় এই লড়াইকে কখনো ভুলে যাবেন না কিন্তু!

বয়কট কোকাকোলা

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। বিশেষ করে ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে চালানো নির্মম হত্যাযজ্ঞ সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্রতম মাসজিদ, প্রিয় আল-আকসার কাছেই নারী ও শিশুদের পাইকারি খুন, নির্যাতন চালাচ্ছে তারা। ঠান্ডা মাথায় শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে অনাহারে মৃত্যুর দিকে। এই গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব। মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো আবির্ভূত হয়েছে গণহত্যার সহায়তাকারী আর কৈফিয়তদাতা হিসেবে।

এই গণহত্যা, এই জঘন্য অপরাধ আমরা চোখ বুজে সহ্য করতে পারি না। এখনই সময় ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। আর এর অন্যতম কার্যকর উপায় হল সেইসব কোম্পানিকে বর্জন করা যারা ইসরাইল দখলদারিত্ব তথা য়ায়োনবাদকে^{৯২} সমর্থন করে। এবং সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে কোকাকোলা।

কেন কোকাকোলা বর্জন করবেন?

- কোকাকোলা বহু দশক যাবত য়ায়োনবাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক।
- দখল করা ভূমিতে ফ্যাক্টরি বানিয়েছে কোকাকোলা। এ কারণে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত আরব লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে কোকাকোলা বয়কট করেছিল
- ইসরাইলি দখলদারিত্ব ও অবৈধ স্থাপনা থেকে মুনাফা করার কারণে কোকাকোলা-কে কালো তালিকাভুক্ত করেছে খোদ জাতিসঙ্ঘ।^{৯৩}
- কোকাকোলার সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার ওয়ারেন বাফেট। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী য়ায়োনবাদীদের অন্যতম। নিজের বিপুল অর্থ ব্যবহার করে সে নানাভাবে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।^{৯৪}
- ১৯৬৬ সাল থেকে টানা কয়েক দশক অর্থনৈতিকভাবে ইসরাইলকে সমর্থন যুগিয়ে আসার কারণে ১৯৯৭ সালে ইসরাইল সরকার এর ইকোনমিক মিশন কোকাকোলা-কে সম্মাননা প্রদান করে।^{৯৫}
- আমেরিকান-ইসরাইল চেম্বার অফ কমার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান, ইসরাইলি অর্থনীতিতে সর্বাধিক অবদান রাখা কোম্পানিগুলিকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করে। এসব পুরস্কারের অর্থায়ন করে কোকাকোলা।^{৯৬}
- অ্যাইপ্যাক (AIPAC)-কে মনে করা হয় আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লবি।^{৯৭} গবেষকদের মতে, অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক নীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রন করে এই প্রতিষ্ঠান। অ্যামেরিকার প্রধান

^{৯২} <https://tinyurl.com/8ubt2cwx>

^{৯৩} <https://tinyurl.com/8ubt2cwx>

^{৯৪} <https://tinyurl.com/@czdnuxh>, <https://tinyurl.com/bdd62pt6>

^{৯৫} <http://www.bham.net/shofar/1999/0629/nbriefs.html>, <http://www.inminds.co.uk/boycott-coca-cola.html#r8c>

^{৯৬} <http://web.archive.org/web/199912220154026/http://aiccse.org/board.htm>,

<http://www.aiccse.org/About/LeadershipBoardofDirectors.aspx> Source Snapshot, <http://aiccse.wordpress.com/2008/10/>

^{৯৭} AIPAC এর পূর্ণ রূপ The American Israel Public Affairs Committee

দুই দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদেরও ওপর ব্যাপক প্রভাব অ্যাইপ্যাকের। সোজা বাংলায় অ্যাইপ্যাক হল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী য়ায়োনবাদী প্রতিষ্ঠান। এই অ্যাইপ্যাকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কোকাকোলা। ২০০৯ সালে ইস্রাইল গায়াতে আগ্রাসন ও হত্যায়ত্ত চালানোর সময় জাতিসঙ্ঘ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল। অ্যাইপ্যাক-এর সুপারিশ আর লবিয়িং এর ফলে মার্কিন সেনেট জাতিসঙ্ঘের এই আহ্বান প্রত্যাহ্যান করে। ইস্রাইলে সামরিক আগ্রাসন অব্যাহত রাখার পক্ষে অবদান রাখার জন্য অ্যাইপ্যাক-কে পুরস্কার দেয়া হয়। আর সেই পুরস্কারের অর্থায়ন করে কোকাকোলা।^{৯৮}

- ২০০৯ সালে, ইস্রাইলি সামরিক বাহিনীর সাবেক বিথ্রেডিয়ার জেনারেল, এবং ইস্রাইলের সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিন ইয়ামিন বেন-ইলিয়ারকে তাদের সদর দপ্তরে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করে কোকাকোলা। এই লোকের তত্ত্ববধানে সংঘটিত হয় জেনিন গণহত্যা, যেখানে নির্বিচারে খুন করা হয় অসংখ্য ফিলিস্তিনি নারীশিশু ও বৃদ্ধকে।^{৯৯}

ইস্রাইলের সমর্থনে কোকের এমন অপকর্মের তালিকা অনেক দীর্ঘ। যে রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের ভূমি দখল করে ইস্রাইল রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে, কয়েক দশক ধরে সেই মতবাদকে সমর্থন দিয়ে আসছে কোকাকোলা। এসব কারণে সারা বিশ্ব জুড়ে য়ায়োনবাদের সমর্থক হিসেবে কোকাকোলাকে বয়কট করা হয়। ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে ‘বিডিএস’ (Boycott, Divest, Sanction) নামে যে বয়কট আন্দোলন চলেছে, তারা বহু বছর যাবত কোকাকোলা বয়কটের ডাক দিয়ে আসছে।^{১০০}

অনেকে হয়তো বলবে কোকাকোলা সরাসরি ইস্রাইল সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়। কিন্তু ইস্রাইলকে অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে ইস্রাইলি দখলদারিত্ব ও গণহত্যার সুযোগ করে দিচ্ছে কোকাকোলা। কোকাকোলা চাইলেই আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদান বন্ধ করে ইস্রাইলকে চাপ দিতে পারত। কিন্তু এমন কোন কিছু গত আট মাস দূরে থাক, গতো সত্তর বছরেও ঘটেনি।

কোকাকোলা-কে বয়কট করতে হবে কারণ

- কোকাকোলা অর্থনৈতিকভাবে ইস্রাইল রাষ্ট্রকে সহায়তা করে আসছে
- অ্যাইপ্যাকের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে য়ায়োনবাদকে শক্তিশালী করছে।
- এবং, ফিলিস্তিনের উপর ইস্রাইলে সামরিক আগ্রাসনকে পুরস্কৃত করছে

কোকাকোলা গণহত্যার সহযোগী, এবং দখলদারিত্ব থেকে মুনাফা অর্জনকারী

বয়কট করে কী লাভ?

উপমহাদেশের ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী বয়কট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন— বিভিন্ন সময়ে অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছে।

^{৯৮} The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, John Mearsheimer and Stephen

Walt, <https://tinyurl.com/@8yh8rc> <https://tinyurl.com/@9n2xntu>

^{৯৯} <https://tinyurl.com/88fwdmw8>

^{১০০} <https://tinyurl.com/@9mvx8ty> <https://tinyurl.com/@xx9v9pp>

বয়কটে যদি কাজ না-ই হতো, তাহলে বয়কট আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণার জন্য ইস্রাইল আমেরিকার সাথে লবিং করত না।^{১০১}

বয়কটের ফলে কোকাকোলা-

- ১। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ইস্রাইলি দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখা ও গণহত্যায় সাহায্য করার ব্যাপারে পুনরায় চিন্তা করতে বাধ্য হবে।
- ২। বয়কটের মাধ্যমে ইস্রাইলি আগ্রাসন তথা যায়নবাদকে সমর্থন যোগানো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠবে।
- ৩। বয়কটের আর কোনো প্রভাব দেখা না গেলেও মানুষ হিসেবে, মুসলিম হিসেবে এই যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং শক্ত অবস্থান নেয়া আমাদের দায়িত্ব। কোকাকোলা বয়কটের মাধ্যমে আর কিছু না হোক, আমরা সামাজিকভাবে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের সাথে সংহতি, এবং ইস্রাইল রাষ্ট্রের প্রতি বিরোধিতার বার্তা পাঠাতে পারি। আমরা এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে পারি যে, বাংলার মানুষ কখনোই ইস্রাইলকে মেনে নেবে না।

ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব

আমরা মনে করি, ইস্রাইলি আগ্রাসন তথা যায়নবাদের সক্রিয় সমর্থক কোকাকোলা-কে বয়কট মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। গাযা, রাফাহ, পশ্চিম তীরের মুসলিমরা আমাদেরই ভাইবোন। আজ তাদের তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

“তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয় আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।”^{১০২}

কোকাকোলা বয়কট করাকে আমরা মুখে প্রতিবাদের অংশ ধরতে পারি। এই বিশাল নিষ্ঠুরতার মুখে এটাই আমাদের সর্বনিম্ন দায়িত্ব।

আসুন ঈদে কোক বর্জন করি

ঈদ; বিশেষ করে কুরবানীর ঈদ কোকাকোলার মতো কোম্পানিগুলোর ব্যবসার মৌসুম। ঈদ একটা মোক্ষম সুযোগ গাযার শিশুর খুনীদের সহায়তাকারীদের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছানোর। তাই আসুন ঈদে আমরা কোকাকোলা কোম্পানীর সকল পণ্য বর্জন করি। তাদের উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে আছে – কোক, স্প্রাইট, ফান্টা, কিনলে (মিনারেল ওয়াটার)।

^{১০১} <https://tinyurl.com/musfywbb>

^{১০২} সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৪৯

এছাড়া আরেক কোমল পানীয় কোম্পানি পেপসি-ও যায়নবাদের ঘোরতর সমর্থক। তাদের পণ্যের মাঝে রয়েছে- পেপসি, সেভেন আপ, মিরিভা ও অ্যাকুয়াফিনা (মিনারেল ওয়াটার)। এই সবগুলো পণ্য এই ঈদে বর্জন করা আমাদের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। যদি কোমল পানীয় পান করতেই হয়, তাহলে এর দেশীয় বিকল্প রয়েছে। সেগুলো কিনুন।

আর বিকল্প যদি না-ও থাকে, তবু এই ঈদে সফট ড্রিংকস না খেলে কী হবে? কী হবে কোক পেপসি না খেয়ে থাকলে? গাযায় আমাদের ভাইবোনরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। মা সন্তানের লাশ পাচ্ছে না, রাতে ঘুমের মধ্যে তাদের ওপর বোমা ফেলা হচ্ছে, তবু তারা ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আল-আকসা মসজিদকে মুক্ত করার কথা বলছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? গাযার শিশুরা যখন খাবার আর পানির অভাবে ধুকে ধুকে মরছে, যখন ইস্রাইলি বোমার আঘাতে তাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় যাচ্ছে, তখন আমরা সামান্য কোকের টান ছাড়তে পারবো না?

এই দায় নিয়ে কিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমরা দাড়াবো? গাযার শিশুরা যদি আমাদের প্রশ্ন করে, কী জবাব দেবো আমরা? আমাদের ঈমানের ওজন কী এক গ্লাস কোকের চেয়ে কম হয়ে গেছে?

যারা আমাদের ভাইবোনকে এক ফোঁটা পানি খেতে দিচ্ছে না, যারা তাদের রক্ত প্রবাহিত করছে নির্বিচারে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য সামান্য কোক যদি আমরা ছাড়তে না পারি, তাহলে আমরা নিজেদের মুসলিম বলে কিভাবে পরিচয় দেই? মনুষ্যত্বের আর কী আমাদের মধ্যে বাকি থাকে?

আসুন আমরা এখনই শপথ করি!

- আমরা আর কোকাকোলা-এর কোনো পণ্য কিনবোনা
- আত্মীয়স্বজন, পরিবার বন্ধু বান্ধব সবাইকে কোকাকোলার পণ্য বয়কটের কাজে শরীক করব
- ইসরায়েলের দখলদারিত্ব ও গণহত্যায় কোকাকোলার জড়িত থাকার ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করব।
- এই লিফলেটটি এবং কোকাকোলার অপরাধ সম্পর্কে অন্যান্য সকল তথ্য ছড়িয়ে দেব যেখানে যেভাবে সম্ভব।
- ইস্রাইলি আগ্রাসন এবং গণহত্যা বন্ধ করার দাবিতে সম্ভব হলে প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেব।
- গাযার মুসলিমদের প্রতি সংহতি প্রদর্শন করব

জনসচেতনতা বয়কটের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

একা আমি বয়কট করে কী হবে, এমন চিন্তা শয়তানের ফাঁদ। ইতিহাস জুড়ে ছে যুলুমের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত ছোটো ছোটো পদক্ষেপই বিশাল অবদান রেখেছে। এবং মহান আল্লাহই উত্তম প্রতিদান দানকারী।

ইন শা আল্লাহ, একসাথে আমরাই পারি পরিবর্তন আনতে।

রমাদান চ্যালেঞ্জ¹⁰³

তোমাদের বয়সটাই এমন যে, চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা তোমাদের রক্তে মিশে আছে! কত চ্যালেঞ্জই তুমি নিয়েছ—স্কুল পালানো, গেইমসের লেভেল পার করা, বন্ধুদের সঙ্গে দুঃসাহসী কাণ্ড করা! আমরাও তোমাকে কিছু চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, যা তোমার জীবন বদলে দিতে পারে! এই চ্যালেঞ্জগুলো তোমাকে প্রশান্তি দেবে, আল্লাহর পছন্দের বান্দাও বানিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ! ভাবতে পারো? তবে হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জগুলো একদম সহজ হবে না। কিন্তু তুমি তো চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসো, তাই না? তো আজ থেকে শুরু হবে নতুন এক মিশন! তুমি তৈরি তো? আছে হিম্মত?

আগুন গরম বিকেল। প্রখর রোদে মাথায় খই ফোটার মতো অবস্থা। হঠাৎ ধূলি উড়ানো শীতল বাতাস। কিংবা এক পশলা ঝুম বৃষ্টি। ঝিরিঝিরি বাতাসের পেলব ছোঁয়ায় এক অনাবিল প্রশান্তির ধারা বইতে শুরু করে হৃদয়-জমিনে।

রমাদান ঠিক এরকমই একটা ব্যাপার। বছরের বাকি সময়টায় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড় আর জানা-অজানা পাপের তাপে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, ঠিক তখনই হৃদয়ে প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে হাজির হয়েছে ‘শাহরু রমাদান’। বছরের সেরা মাস।

রমাদানে আমরা নিজেদের গুনাহগুলো মাফ করিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাদানে সাওম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।^{১০৪}”

তাই রমাদানে আমাদের লক্ষ্য থাকবে—নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়া, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। আমাদের রমাদান যেন শ্রেফ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে। ইফতার পাটি আর সেহরি নাইট সেলিব্রেইট করতে করতেই যেন আমাদের রমাদান চলে না যায়। রমাদান নামের শীতল বাতাসে আমরা যেন নিজেদের প্রশান্ত করতে পারি। নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করে, এক বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে অনন্ত সুখের জান্নাতে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিতে পারি।

ভাইয়া এবং আপুরা, অগণিত ফযিলতের এই মাসে প্রত্যেকের উচিত নিজেদের সেরা আমল করা। আমরা সেজন্য পুরো মাসের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি।

কার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ?

আমাদের এই চ্যালেঞ্জ তিনটি লেভেলের হবে.....

বেসিক লেভেল : যাদের আগে ঠিকমতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াতসহ ব্যাসিক জিনিসগুলোও করতে না, তারা এটা দিয়ে শুরু করতে পারো।

^{১০৩} সফটকপি- <https://tinyurl.com/mw9n8yr3>

^{১০৪} বুখারি, হাদিস নং-১৯০১; মুসলিম, হাদিস নং-৭৬০।

এ্যাচিভার লেভেল : যারা আগে থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে, মাঝে মাঝে কুরআন তিলাওয়াত করতে, নজরের হিফায়ত করতে এবং সেইসাথে আমাদের তালিকায় থাকা ব্যাসিক ইবাদাত করতে, তারা একটু অগ্রসর হয়ে এ্যাচিভার লেভেলের চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিতে পারো ইনশাআল্লাহ।

চ্যাম্পিয়ন লেভেল : আগে থেকেই ব্যাসিক এবং এ্যাচিভার লেভেলের ইবাদাত করে থাকলে তুমি এবার হতে পারো চ্যাম্পিয়ন। শুভকামনা তোমার জন্য।

একটি কথা বলে নিই, নিজের ওপর চাপ নেবে না। এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করো, যা তুমি কমপ্লিট করতে পারবে। ধরো, তুমি চ্যাম্পিয়ন লেভেলের চ্যালেঞ্জ নিতে চাও, কিন্তু তোমার বর্তমান অবস্থা এ্যাচিভার লেভেলের উপযুক্ত। অতিরিক্ত চাপ নিয়ে প্রথমে পারলেও, একদিন মিস হলেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, মনে হবে “আমি তো পারছি না” এবং এক সময় চ্যালেঞ্জ বাদ দিয়ে দেবে। তাই বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করো—কম হলেও প্রতিদিন যেন করতে পারো। মাঝখানে বিরতি পড়লেও নিরাশ হয়ো না, আবার নতুন উদ্যমে শুরু করো। ভালো কাজে পিছপা হওয়া ঠিক না। সবার জন্য শুভকামনা, এবারের রমাদান হোক আগের সব রমাদানের চেয়ে সুন্দর ও বেশি প্রোডাক্টিভ!

চ্যালেঞ্জ সমূহ

১. ফজর আদায় করেছি, যুহর আদায় করেছি
২. আসর আদায় করেছি
৩. মাগরিব আদায় করেছি, ঈশা আদায় করেছি
৪. ১ পৃষ্ঠা অর্থসহ কুরআন পড়েছি৫. চোখের হিফাজত করেছি
৬. গীবত করিনি
৭. ৫ টাকা দান করেছি
৮. গান শুনিনি
৯. ৫ মিনিট দুআ করেছি
১০. বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি
১১. সঠিক সময়ে ঘুমিয়েছি ও সাহরি খেয়েছি, অর্ধপারা অর্থসহ কুরআন পড়েছি
১২. তারাবীহ আদায় করেছি
১৩. সীরাত পড়েছি ১০ পৃষ্ঠা
১৪. নেট ব্যবহার অর্ধেক কমিয়েছি, তাহাজ্জুদ আদায় করেছি
১৫. সকাল-সন্ধ্যার দুআ পড়েছি
১৬. সীরাত পড়েছি ২০ পৃষ্ঠা
১৭. ১ পারা অর্থসহ কুরআন পড়েছি
১৮. প্রয়োজন ছাড়া নেট ব্যবহার করিনি
 - বেসিক লেভেল: ১-১১
 - এ্যাচিভার লেভেল: ১২-১৫
 - চ্যাম্পিয়ন লেভেল: ১৬-১৮

”ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ: আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব কি চরম ভ্রমকির মুখে?”

প্রিয় অভিভাবক,

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আপনি দিনের পর দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছেন। নিজের শত শত-আহ্লাদ বিসর্জন দিচ্ছেন শুধু তাদের মুখে হাসি দেখার জন্য। কিন্তু আপনি কি জানেন, যাদের সুন্দর আগামীর জন্য আপনার এই ত্যাগ, তাদের জীবন ও চরিত্রকে বিষিয়ে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত আয়োজন চলছে? অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, এক জঘন্য বিকৃতিকে ‘মানবাধিকার’ ও ‘আধুনিকতা’র মোড়কে আপনার সন্তানের সামনে উপস্থাপনের অপচেষ্টা চলছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ: আধুনিকতার মোড়কে পশ্চিমা বিকৃতি

মানবাধিকারের নামে সমকামিতাসহ বিভিন্ন বিকৃত যৌনতার বৈধতা দেয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আন্দোলন আছে পশ্চিমা বিশ্বে। এই আন্দোলনের নাম এলজিবিটি (LGBT Rights Movement)। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এই আন্দোলনেরই অংশ।

LGBT-এর প্রতিটি অক্ষরের নির্দিষ্ট অর্থ আছে-

L= Lesbian(নারী সমকামী)

G= Gay (পুরুষ সমকামী),

B=Bisexual বাইসেক্সুয়াল (উভকামী)

T= Transgender/ট্রান্সজেন্ডার (নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী)

এই এলজিবিটি আন্দোলনের মাধ্যমেই আজ পশ্চিমা বিশ্বে সমকাম, পুরুষে পুরুষে ‘বিয়ে’সহ নানাবিধ বিকৃতির বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর আজ আপনার সন্তানদের পাঠ্যবইতেও এসব বিকৃতির পাঠ দেওয়া হচ্ছে আপনার অজান্তে।

ট্রান্সজেন্ডার নামক বিকৃত মতবাদের প্রধান দাবিগুলো হল-

ক। মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনুভূতি আর মনের চাওয়ার উপর। নিজেকে সে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, নিজেকে যে নারী দাবি করবে তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে থাকে শতভাগ সুস্থ। নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে আইনী ও সামাজিকভাবে মেনে নিতে হবে পুরুষ হিসেবে।

খ। মানুষ ইচ্ছেমতো নারী বা পুরুষের পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওয়ুথ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের দেহকে বদলে নেবে। কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও সবাইকে মেনে নিতে হবে।

গ। এ সকল উদ্ভট দাবীর ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনো বাঁধা দিতে পারবে না। বরং মানবাধিকারের নামে ‘সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী’ হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে আপনার ট্যাক্সের টাকায় বিশেষ সুবিধা। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে যে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

ঘ। এ মতবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতা ও বিকৃত যৌনতা। এগুলোকেও অধিকারের নামে মেনে নিতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে।

এ মতবাদের স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ রাস্তার একজন লম্পট ছেলে নিজেকে মেয়ে দাবী করে আপনার মেয়ের পাশাপাশি বসে ক্লাস করতে পারবে। একই টয়লেট, একই কমনরুম ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। হোস্টেলে বা হলে থাকতে পারবে একই রুমে। কোন সুস্থ সমাজ কি এমন অবস্থা মেনে নিতে পারে?

হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার কী এক?

জন্মগত হিজড়াদের ব্যাপারে থাকা সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা করছে বাংলাদেশের সেক্যুলাররা। ট্রান্সজেন্ডার এবং জন্মগত হিজড়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

- **জন্মগত হিজড়া (Intersex/Hermaphrodite):** এটি একটি শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশু। ইসলাম ও সমাজ তাদের প্রতি পরম সহমর্মী।
- **ট্রান্সজেন্ডার:** এটি কোনো শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি একটি মানসিক বিকৃতি। শারীরিকভাবে সুস্থ একজন মানুষ কেবল বিকৃত কামনার বশবর্তী হয়ে বিপরীত লিঙ্গ সাজতে চায়। এরা মূলত সমকামিতায় আসক্ত।
- মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে একজন মানুষ জন্মগত হিজড়া কিনা তা সনাক্ত করা যায়, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নিছকই মনের দাবী।

কেন এই মতবাদ আপনার সন্তানের জীবনের জন্য চরম হুমকি?

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মেনে নেওয়ার পরিণতি হবে বিধবংসী। এর ফলাফল হবে,

- ঘৃণ্য সমকামি এজেন্ডার আইনী স্বীকৃতি
- নারী ও পুরুষের সীমারেখা মুছে ফেলা
- পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর ‘বিয়ে’-কে অর্থাৎ সমকামিতাকে বৈধতা দেয়া
- নারীর জন্য নির্ধারিত স্থানে পুরুষের অনুপ্রবেশ
- কিশোরী ও নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়া
- নারীদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধাগুলো পুরুষদের হাতে চলে যাওয়া
- উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনসহ পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা
- পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া
- বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের আলেমউলামাদের মতে ট্রান্সজেন্ডার এবং সমকামের মতো বিষয়গুলো মেনে নেয়া নৈতিক অধঃপতনের পাশাপাশি প্রজন্মকে নিয়ে যাবে জঘন্য হারাম এমনকি কুফরের দিকে। মহান আল্লাহ তায়ালা কওমে লুতকে এই সমকামিতার অপরাধেই ধ্বংস করেছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বে এই মতবাদের ফলে

পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, বৃদ্ধ মা-বাবাকে পাঠানো হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। আমরা কি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশেও এমন চিত্র দেখতে চাই?

- বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মনে নানা পরিবর্তন আসে। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন এনজিও ও মিডিয়া তাদের শেখাচ্ছে যে "দেহ নয়, মনটাই আসল"। এর ফলে অনেক কিশোর অকালেই হরমোন থেরাপি বা অস্ত্রোপচারের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এগুলো নিছক কল্পনা নয়। এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। নিজেকে নারী দাবি এক পুরুষকে সিট দেওয়া হয়েছে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে।^{১০৫} দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আসন সংকটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। অথচ সেখানে যৌন বিকারগ্রস্থ ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য আলাদা কোটা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এজেন্ডা বাস্তবায়নের নেপথ্যে কারা?

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অপর পিঠ হল সমকামিতা। বাংলাদেশে যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করছে, তাদের সমকামীতার লিগু থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক ওরফে জিবরান সওদাগর নামে এক নারীর বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এই নারী নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তার বক্তব্য^{১০৬}

“...‘আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি পুরুষদের চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেতো না।...”

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে শারমিন আক্তার ছিল শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নারী। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল। এই কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজেকে ‘পুরুষে রূপান্তরিত’ করেছে, অর্থাৎ নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবি করছে। এখন আবদার করছেন আইন ও সমাজ তাকে যেন মেনে নেয় পুরুষ হিসেবে। এটি স্পষ্ট সমকামীতা এবং বিকৃতি ছাড়া আর কী?

বাংলাদেশে সরাসরি সমকামিতার পক্ষে কর্মকাণ্ড চালানো যেহেতু কঠিন তাই, জন্মগত হিজড়াদের প্রতি সমাজের মানুষের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডার নামে চলছে অপতৎপরতা। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের প্রসারে সক্রিয়ভাবে যারা কাজ করছে, এদের প্রায় সবাই সমাজে সমকামিতার প্রচার ও প্রসারেও কাজ করেছে কিংবা করছে।^{১০৭}

^{১০৫} ‘প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, ঘুম থেকে জেগেই যেন নিজেকে মেয়ে হিসেবে দেখতে পাই’, দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর,

২০২৩, <https://www.prothomalo.com/bangladesh/১১dxb৯৬kvh>

^{১০৬} “নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে, দৈনিক প্রথম আলো, ১৯.০৯.২০২৩

^{১০৭} কে হোচিমিন | Who is Hochemin, ইউটিউব, <https://www.youtube.com/watch?v=gOHBUGNi0Q>

এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে পশ্চিমা বিশ্ব ও দাতাদের মদদপুষ্ট বিভিন্ন দেশীয় এনজিও। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, নো পাসপোর্ট ভয়েস, ব্র্যাকের অধীনে পরিচালিত সমতন্ত্র ইত্যাদি। সমকামিতা আন্দোলনের সাথে তাদের সম্পর্কের কথাও নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছে তারা।^{১০৮}

পাশাপাশি ইতিবাচক সংবাদ, সাক্ষাৎকার, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারী সাজা পুরুষদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে নীতিহীন দেশীয় নিউজ মিডিয়া ও বিনোদন জগত। সবচেয়ে আশংকাজনক ব্যাপার হল, রীতিমতো আইন প্রণয়ন করে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা সমকামি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

দৈনিক ইত্তেফাকে ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একজন সরকারী কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়েছে, 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩' শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা কাজ করছি।^{১০৯}

বর্তমান বাস্তবতায় অভিভাবকদের ৫টি করণীয়

১. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজে সঠিক তথ্য জানুন এবং অন্য অভিভাবকদের সচেতন করুন।
২. আপনার সন্তান ইন্টারনেটে কী দেখছে, কোন ইউটিউব চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ফলো করছে—সেদিকে কড়া নজর রাখুন।
৩. বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানদের মনের পরিবর্তনগুলো শুনুন। তাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন যেন তারা কোনো সমস্যায় পড়লে আগে আপনার কাছে আসে, কোনো এনজিও বা 'কাউন্সেলর' এর কাছে নয়।
৪. ধর্মীয় নৈতিকতা: সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নবী লূত (আ.)-এর ইতিহাস এবং আল্লাহর দেওয়া সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিন।
৫. আপনার এলাকায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এধরণের কোনো বিকৃতির চর্চা দেখলে বা পার্ঠ্যবইয়ে এর সংমিশ্রণ দেখলে দল-মত নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন।

প্রিয় অভিভাবক,

আমেরিকা, পোল্যান্ডসহ অন্যান্য অনেক দেশে অভিভাবকেরা এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

^{১০৮} Roundtable on LGBT movement- <https://tinyurl.com/dech9jvn> A REVIEW REPORT ON COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION IN BANGLADESH: <https://tinyurl.com/26jcv8x> বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২১-

<https://tinyurl.com/Sumeezu6> বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২২-<https://tinyurl.com/6n9cwspe>

^{১০৯} 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা', দৈনিক ইত্তেফাক, ৫.১২.২০২৩

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ ইসলামবিরোধী, সমাজবিধবৎসী। কিছু মানুষের বিকৃতির কারণে পুরো সমাজকে ধ্বংসের পায়তারা চলছে। যৌন বিকারগ্রস্থদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের সন্তান, পুরো দেশ, পুরো সভ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই একজন সুস্থ, বিবেকবান, সচেতন মানুষ মেনে নিতে পারেন না।

অভূতপূর্ব এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। কোমলমতি শিশু কিশোরসহ সমগ্র জাতিকেই এক মৃত্যুফাঁদে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সচেতন হতে হবে সবাইকেই...

কোথায় হারিয়ে গেল সেই মায়া আর ভালোবাসা?

একবার চোখ বন্ধ করে বিশ-ত্রিশ বছর আগের বাংলাদেশের কথা ভাবুন তো। পাড়ার মুরবিবদের দেখলে বখাটে ছেলেও হাতের সিগারেট লুকিয়ে ফেলত। শ্রদ্ধা আর লজ্জার একটা অদৃশ্য আবরণ ছিল। পাড়ায় কেউ অসুস্থ হলে বা না খেয়ে থাকলে প্রতিবেশীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে ছুটে আসত। একজনের বিপদে পুরো মহল্লা এক হয়ে যেত। সম্পর্কের মাঝে একটা উষ্ণতা ছিল, ছিল আদব আর আখলাকের শাসন।

আর আজ? আজ আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। চারদিকে শুধু স্বার্থপরতা, একাকীত্ব আর এক অসহ্য শূন্যতা। বড়-ছোটের সম্মানের দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এখন সবকিছু ‘ওপেন’। অন্যায, অসভ্যতা, অশ্লীলতা এখন আর লুকানোর বিষয় নয়, বরং গর্বের বিষয়। পাড়ার সেই স্নেহ-শ্রদ্ধার পরিবেশ আজ দখল করেছে ‘কিশোর গ্যাং’। উত্তরায় স্রেফ ‘সিনিয়র-জুনিয়র’ দ্বন্দ্ব নবম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবিরকে হত্যার ঘটনা প্রমাণ করে যে আদব-আখলাক আজ অস্ত্রের মহড়ায় পরিণত হয়েছে। আমরা এক দালানে বাস করেও পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী না খেয়ে আছে না কি মরে পড়ে আছে, সেই খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। সবাই যার যার ডিজিটাল স্ক্রিনে বন্দি; আমরা ভিড়ের মাঝেও বড্ড একা। আর এই একাকীত্ব ও মায়াহীনতা থেকে জন্ম নিচ্ছে অশান্তি, হানাহানি আর প্রতিদিনের খুনোখুনি।

আমাদের এই সমাজটা কেন এভাবে পচে গেল? কেন আমাদের ভেতর থেকে মায়া-মহব্বত উঠে গেল?

ধ্বংসের মূলে যে দর্শন—পশ্চিমা সেক্যুলার জীবনব্যবস্থা

এই পচন কোনো দুর্ঘটনা নয়; এটি একটি সুপারিকল্পিত জীবনব্যবস্থার ফলাফল। পশ্চিমা সেক্যুলারিজম আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে—জীবন মানেই কেবল ‘আমি’। আমার জীবন, আমার চয়েস, আমার সুখ। এই চরম ভোগবাদী দর্শন মানুষকে শেখায় যে, অন্যদের নিয়ে ভাবার দরকার নেই, জীবন একটাই—এই দুনিয়াতেই যা খুশি তা-ই করে নিতে হবে।

সেক্যুলারিজমের ফলাফল হলো এক নিষ্ঠুর পৃথিবী:

- আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে^{১১০}
- প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে আমেরিকায় ১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে^{১১১}
- জার্মানির প্রতি ৪ জন বৃদ্ধ নাগরিকের ১ জন মাসে মাত্র একবার অন্য মানুষের সাক্ষাত পায়, অনেকে তাও পায় না। আমেরিকায় প্রতি ৩ জন বৃদ্ধের ১ জন একাকী বসবাস করে।^{১১২}

পশ্চিমা সমাজকে আদর্শ মানতে গিয়ে আমরা আসলে তাদের অভিশাপগুলোই কুড়িয়ে এনেছি। পশ্চিমা দেশগুলোতে আজ মানুষ মানুষের পাশে থাকে না, বৃদ্ধ মা-বাবাকে রাখা হয় ওল্ড হোমে, আর একাকীত্ব কাটাতে মানুষ কুকুরের সাথে রাত কাটায়। আমরাও সেই পথেই হাঁটছি। পাড়ার বখাটেদের ভয় নেই, কারণ পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা, আমাদের সমাজের কাছ থেকে বখাটেদের শাসনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। প্রতিবেশী আজ কেবল একটি দেয়ালের নাম, কোনো

^{১১০} tinyurl.com/usasui

^{১১১} tinyurl.com/raperate

^{১১২} tinyurl.com/usoldhome, tinyurl.com/germanold

মানুষের নাম নয়। এই সেকুলার বিষ আমাদের হৃদয়ের কোমলতা কেড়ে নিয়ে আমাদের বানিয়ে দিয়েছে এক একটি স্বার্থপর যন্ত্র।

- প্রকাশ্যে সিগারেট খেতে বাধা দেওয়ায় হত্যার অভিযোগ — ডেইলি ক্যাম্পাস, ৩১ মার্চ ২০২৫
- প্রেমিকার কাছে হিরো সাজতে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্র জিতু — বঙ্গবানী, ৩০ জুন, ২০২২
- কোরবানির মাংস কাটা নিয়ে দ্বন্দ্ব ‘ছোট ভাইয়ের হাতে’ বড়ভাই খুন — newsbangla২৪, ৯ জুন, ২০২৫
- ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নানাকে কুপিয়ে হত্যা — দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০২৫

সেকুলারিজম ও আধুনিক রাষ্ট্র যেভাবে আমাদের ধ্বংস করছে

- **মুরূবিবদের শাসনের অধিকার হরণ:** আগে মুরূবিবরা শাসন করতে পারতেন, বেয়াদবি শুধুরে দিতে পারতেন। আজ সেই মুরূবিবরা ভয় পান। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র আর ব্যক্তির মাঝে এখন কোনো মধ্যস্থতাকারী (গোত্র বা পাড়া) নেই। ফলে বেয়াদবি-জেনা-ব্যভিচারে বাধা দিতে গেলে ‘ব্যক্তি স্বাধীনতার’ দোহাই দিয়ে ভিডিও করে মুরূবিবদেরই ভাইরাল করে অপদস্থ করা হয়। সমাজ আজ অভিভাবকহীন।
- **ব্যক্তিবাদ (Individualism):** সেকুলার সমাজব্যবস্থা মানুষকে একটি আলাদা ‘ইউনিট’ হিসেবে দেখে। এখানে ‘আমরা’ বলে কিছু নেই, আছে শুধু ‘আমি’। ফলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পাশের মানুষটি না খেয়ে মরলেও পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা আপনাকে দায়বদ্ধ করে না, যতক্ষণ আপনি তার সরাসরি ক্ষতি করছেন না। এই দর্শনেই মায়া-মমতার মৃত্যু ঘটে।
- **মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা:** সেকুলারিজমে ‘ভালো’ বা ‘মন্দ’ স্থায়ী কোনো মাপকাঠি নেই। আজ যা অশ্লীলতা, কাল তা ‘অধিকার’। এই অস্থিরতা আমাদের আদব-আখলাককে ‘ব্যাকডেটেড’ বস্তুতে পরিণত করেছে।

এই সেকুলার বিশ্বব্যবস্থা চায় মানুষকে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একেকটি ‘ক্ষুদ্র এককে’ পরিণত করতে। কারণ, বিচ্ছিন্ন মানুষকে খুব সহজে ‘দাস’ বানানো যায় এবং শোষণ করা যায়। যখন আপনার পাশে দাঁড়ানোর মতো প্রতিবেশী বা মুরূবিব থাকে না, তখন আপনি অতিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র আর বহুজাতিক কোম্পানির সামনে অসহায় হয়ে পড়েন।

সমাধান?

এই পচনশীল সমাজকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হলো সেই আদর্শের দিকে ফিরে আসা, যা আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বর্বর আরবের মরুভূমিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জনপদে পরিণত করেছিল।

ইসলাম কীভাবে সমাজকে পুনর্গঠন করে?

১. **প্রতিবেশীর হক:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সে মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী পাশে না খেয়ে থাকে।"^{১০}

^{১০} আদাবুল মুফরাদ

ইসলাম প্রতিবেশীকে পরিবারের মতো গুরুত্ব দিয়েছে। যখন এই শিক্ষা সমাজে কায়েম ছিল, তখন কারো ঘরে চুলা না জ্বললে সারা মহল্লা খবর পেয়ে যেত।

২. **আদব ও শ্রদ্ধা:** ইসলাম বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করাকে ঈমানের অংশ বানিয়েছে। সামাজিক শাসন ও লজ্জাবোধকে উৎসাহিত করেছে। ইসলাম শিখিয়েছে লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যখন একজন যুবক জানবে তাকে তার কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন সে প্রকাশ্য পাপে জড়ানোর আগে হাজার বার ভাববে।

৩. **ভ্রাতৃত্বের বন্ধন:** সেক্যুলারিজম মানুষকে আলাদা করে শোষণ করার জন্য, আর ইসলাম মানুষকে ‘এক দেহ’ বানায় মুক্তির জন্য। দেহের এক অঙ্গে আঘাত লাগলে যেমন পুরো শরীর ব্যথিত হয়, মুসলিম সমাজটাও তেমনি। এই মায়া ও ভালোবাসা কেবল ইসলামের তাওহীদী আদর্শেই সম্ভব।

আমাদের করণীয় হলো বিচ্ছিন্নতা ভেঙে সমষ্টিতে ফেরা

সম্মানিত ভাই ও বোন, আমরা যদি এখনই এই পশ্চিমা সেক্যুলার জীবনদর্শন বর্জন না করি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক ভয়াবহ নরকে বাস করবে।

আমাদের করণীয়:

১. **বিচ্ছিন্নতা ভাঙুন:** ‘নিজের চরকায় তেল দেওয়া’র দর্শন ছেড়ে প্রতিবেশীর খোঁজ নিন। আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করুন।
২. **সংগঠিত হোন:** একা মানুষ দুর্বল, কিন্তু সমষ্টি শক্তিশালী। পাড়ায় পাড়ায় ভালো কাজে ঐক্যবদ্ধ হোন। তরুণরা মিলে পর্নোগ্রাফি, মাদক, হতাশার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক ক্লাব বা স্টাডি সার্কেল গড়ে তুলুন।
৩. **আদব পুনরুজ্জীবিত করুন:** মুরক্বিবদের সম্মান ফিরিয়ে দিন এবং তাঁদের শাসনের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। সুন্নাহভিত্তিক আদব ঘরের বাইরেও চর্চা করুন।
৪. **ইসলামকে সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করুন:** মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার (যেমন: আত্মহত্যা, পারিবারিক ভাঙন) সমাধান হিসেবে ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধানকে তুলে ধরুন।

সেক্যুলারিজম আমাদের দিয়েছে চোখ ধাঁধানো বস্তুগত উন্নয়ন, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে মানুষের আত্মা। এটি আমাদের হৃদয়কে করেছে নিঃস্ব। এই মৃত সমাজকে আবার জীবিত করতে পারে কেবল ইসলামের নূর। আসুন, পশ্চিমা এই ব্যর্থ ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আবার সেই মায়া, মমতা আর ইনসাফের সমাজ গড়ে তুলি যা আমাদের চিরচেনা ছিল।

চলুন গড়ি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক নতুন সমাজ...

বৃদ্ধাশ্রম: মানবতার কলঙ্কিত কারাগার

ওসাকার এক নিঃসঙ্গ ঘরে পাশাপাশি পড়ে আছে দু’টি নিথর দেহ। ৯১ বছরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রী। বহুদিনের পচনে দেহ দু’টি গলে গেছে, পোকা খেয়ে ফেলেছে তাদের শরীরের অধিকাংশ অংশ। বৃদ্ধটি বেঁচে ছিলেন স্ত্রীর যত্নে। নিজের খাবার, ওষুধ, পানি—কিছুই নিজে নিতে পারতেন না। একদিন তার স্ত্রীও অসুস্থ হলেন। তাকে দেখার মতো আর কেউ রইল না। অসুস্থতার কাছে প্রথমে হার মানলেন স্ত্রী। আর তার চলে যাওয়ার পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ধীরে ধীরে নিভে গেল বৃদ্ধের জীবনও। সপ্তাহের পর সপ্তাহ দু’জনের দেহ পড়ে রইল সেই ঘরজুড়ে। কেউ দরজায় কড়া নাড়ল না। পর্দা সরাল না। খোঁজও নিল না। অবশেষে তীব্র পচা গন্ধ বের হতে শুরু করলে প্রতিবেশীরা টের পান। পুলিশ এসে দেহ দু’টি উদ্ধার করে। তাদের একমাত্র ছেলে বহু দূরে ইয়োকোহামার ব্যস্ত জীবনে ডুবে ছিল। বাবা-মায়ের মৃত্যুর খবর জেনেও শেষকৃত্যে উপস্থিত হওয়ার সময় সে বের করতে পারল না।

ওসাকার এই মর্মান্তিক ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন গল্প নয়। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বব্যবস্থায়। সেক্যুলার বিশ্বের তথাকথিত আধুনিকতা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং পরিবারবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন মানুষকে কত গভীর এক মানবিক পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই ঘটনাগুলো। এক সময়ে যে পরিবার ছিল নিরাপত্তার আশ্রয়—আজ সেটি হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন এবং দায়িত্বহীন।

বিশ্বজুড়ে একাকীত্বের হাহাকার: পরিসংখ্যানে নির্মম বাস্তবতা

বর্তমানে পশ্চিমা, সেক্যুলার এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বৃদ্ধদের অবস্থা ভয়াবহ। পরিবারে তাদের জায়গা নেই, সন্তানের সময় নেই। বৃদ্ধদের শেষ আশ্রয় হয়ে উঠেছে—বৃদ্ধাশ্রম, নার্সিং হোম, অথবা একা ঘরে মৃত্যুর অপেক্ষা।

- **আমেরিকা:** সিডিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১.৩ মিলিয়ন বৃদ্ধ বর্তমানে বৃদ্ধাশ্রমে বাস করছেন।
- **জার্মানি:** যাদের যত্নের প্রয়োজন, এমন বৃদ্ধদের ৩২% এখন নার্সিং হোমে কাটান।
- **জাপান:** ২০২৪ সালে ৭৬,০২০ জন মানুষ একা মারা গেছেন (Kodokushi), যাদের ৭৬.৪% ছিলেন বৃদ্ধ। জাপানি পুলিশের ‘লোনলি ডেথ ইউনিট’ বছরে হাজার হাজার পচা লাশ উদ্ধার করে।
- **দক্ষিণ কোরিয়া:** ২০২৩ সালে একাকীত্বে মৃত্যু ৫,০০০ ছাড়িয়েছে।
- **ইউরোপ ও কানাডা:** পরিবারভিত্তিক যত্ন দ্রুত ভেঙে পড়ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বা নার্সিং হোমই এখন বৃদ্ধদের একমাত্র গন্তব্য।

সেক্যুলার পুঁজিবাদী সমাজ আজ বৃদ্ধদের ‘বোঝা’, ‘অপ্রয়োজনীয়’ এবং ‘অবাঞ্ছিত’ হিসেবে গণ্য করছে।

বাংলাদেশ: আমরাও কি একই অমানবিক পথে?

সবচেয়ে ভয়ংকর সত্য হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোও দ্রুত এই অন্ধ শ্রোতে গা ভাসাচ্ছে। পরিবারভিত্তিক মমতা আর নৈতিকতা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চারপাশেই আজ এমন শত সহস্র উদাহরণ:

- **ডঃ রফিকুল ইসলাম**, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক চিকিৎসক। চার সন্তানের দুইজন ডাক্তার, দুইজন ইঞ্জিনিয়ার। উচ্চশিক্ষিত এই সন্তানেরা বাবার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে সব সম্পত্তি লিখে নিয়ে আজ তাঁকে বৃদ্ধাশ্রমের এক কোণে একাকী ফেলে রেখেছে।
- **সোহালী আক্তার**, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক। দুই মেয়ে প্রবাসে উচ্চপদে আসীন। অথচ মায়ের শেষ ঠিকানা আজ বৃদ্ধাশ্রম। যে মা তাঁদের জীবন গড়তে নিজের জীবন পার করেছেন, তাঁর জন্য আজ সন্তানদের ফোনে কথা বলার সময়টুকুও নেই।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাবা ঈদ কাটালেন বৃদ্ধাশ্রমে। — কালবেলা, ১৭ জুন ২০২৪
 দুই মেয়ে পেনশনের ৪২ লাখ টাকা লুটে বাবাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। — কালবেলা, ২৫ এপ্রিল ২০২৩
 বৃদ্ধ পিতাকে সন্তান রাস্তায় ফেলে দেয়। — দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
 “বৃদ্ধা মাকে রাস্তায় ফেলে দিলেন আট সন্তান” — বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০২৫

কেন এই পতন?

পশ্চিমা সমাজ সেক্যুলার ও লিবারেল চেতনায় ভর করে আজ ব্যক্তিস্বার্থের বন্দি। পুঁজিবাদ মানুষকে শেখায় নিজের সুখের জন্য অন্যকে উপেক্ষা করতে। আধুনিকতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং তথাকথিত ‘ব্যক্তিস্বাধীনতা’র দোহাই দিয়ে আমরা পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলছি। মা-বাবার মর্যাদা আজ লান। যদি এই পথ অব্যাহত থাকে, আমরাও পশ্চিমের মতো এমন এক অমানবিক সমাজের দিকে যাব যেখানে বৃদ্ধরা নিঃসঙ্গ ঘরে পচে মরবে।

প্রিয় ভাই ও বোন—একবার কি ভেবে দেখেছেন?

- কিভাবে সম্ভব—যে মা দশ মাস গর্ভে ধারণ করলেন, যন্ত্রণার বিনিময়ে আপনাকে পৃথিবীতে আনলেন, সেই মাকে আজ রাস্তায় ফেলে যাওয়া?
- কিভাবে সম্ভব ভুলে যাওয়া সেই শীতের রাতকে—যেদিন মা নিজের উষ্ণ শরীর দিয়ে আপনাকে আগলে রেখেছিলেন, যেন ঠান্ডার একটুও স্পর্শ না পায় তার সন্তান?
- কিভাবে অস্বীকার করা যায় সেই অসুস্থতার রাতকে—যেদিন মা সারারাত জেগে ছিলেন, এক হাতে সালাতের জায়নামাজে দোয়া, আর অন্য হাতে আপনার কপালে স্নেহের পরশ?
- কিভাবে ভুলবেন সেই বাবাকে—যার ঘামে ভেজা রোদে পোড়া শাটের প্রতিটি সুতায় গাঁথা আছে আপনার শিক্ষা, আপনার স্বপ্ন, আপনার আজকের সাফল্যের ভিত্তি?
- কিভাবে অস্বীকার করবেন সেই বুককে—যে বুক বিপদের প্রতিটি মুহূর্তে আপনার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে?

না, সম্ভব নয়। এই ভালোবাসা অস্বীকার করা যায় না, করা উচিতও নয়। মনে রাখবেন— আজ আপনি সন্তান, কাল আপনি-ই হবেন কারও বাবা বা মা। যেভাবে আপনি আজ আচরণ করছেন, আগামী প্রজন্মও সেভাবেই আপনার দান ফিরিয়ে দিবে। তাই যত্নশীল, দায়িত্বশীল হোন আপনার মা বাবার প্রতি। আপনার জান্নাতের প্রতি।

প্রিয় বাবা-মা, আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কী?

আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার সন্তান বিদ্যা-বুদ্ধিতে এগিয়ে যাক। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন—সে কতটুকু নৈতিক ও মানবিকভাবে বেড়ে উঠছে? আধুনিকতার অন্ধ প্রতিযোগিতায় আপনার সন্তানকে যদি ইসলামের আদর্শ শিক্ষা না দেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে সেই সন্তানই হয়ে উঠবে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার কারণ। তাই সন্তানকে শুধু শিক্ষিত নয়,

আদর্শিক ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। এই সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার বিভ্রান্তিকর গ্রাস থেকে সন্তানকে বাঁচান।

সমাধান: ইসলামের আলোকিত পথ

আজকের আধুনিক সমাজ আমাদের সফল হতে শেখায়, কিন্তু শেকড় ভুলিয়ে দেয়। জগতের কোনো দর্শনই মা-বাবার প্রকৃত মর্যাদা শেখাতে পারেনি—একমাত্র ইসলাম ছাড়া। ইসলাম দেখিয়েছে এক অনন্য পথ:

- মা-বাবার প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল হওয়া কোনো দয়া নয়, এটি আল্লাহর আদেশ।
- বৃদ্ধ মা-বাবার সামনে ‘উফ’ শব্দটিও উচ্চারণ করা যাবে না।
- মা-বাবার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাঁদের অশ্রু আল্লাহর ক্রোধ।

যে সমাজে এই শিক্ষা থাকবে, সেখানে বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন হবে না। ইসলামে পিতা-মাতার সেবা হলো ‘Family-based care’, যা কোনো প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না। তাই সময় এসেছে ফিরে আসার—সেই নীড়ে, যেখানে সফলতার শিখরে উঠেও সন্তান তাঁর মা-বাবার পায়ের নিচের মাটিকে ভুলে যায় না।

সন্তান হিসেবে আপনার ৫ টি ব্যবহারিক করণীয়

ভালোবাসা কেবল মনে রাখলে হবে না, কাজে প্রমাণ করুন। আজ থেকেই শপথ নিন:

১. **প্রতিদিনের ‘কোয়ালিটি টাইম’:** আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট মা-বাবার পাশে বসে গল্প করুন। তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিন এবং শৈশবের মতো তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। আপনার সামান্য একটু সময় তাঁদের একাকীত্বের বিষণ্ণতা দূর করতে পারে।

২. **পরামর্শ নিন:** ঘরের ছোট-বড় যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁদের সাথে পরামর্শ করুন। এতে তাঁরা অনুভব করবেন যে, তাঁরা এখনো পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো ‘বোঝা’ নন। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দিন।

৩. **শারীরিক যত্ন ও সুন্নাহর অনুশীলন:** নিয়মিত চেকআপ ও ওষুধের দায়িত্ব নিজে নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন—মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জামাত। তাই নিজ হাতে তাঁদের সেবা করাকে (যেমন: হাত-পা টিপে দেওয়া বা খাইয়ে দেওয়া) সৌভাগ্য মনে করুন। কাজের লোকের ওপর তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন না।

৪. **সন্তানদের সামনে রোল মডেল হওয়া:** আপনার নিজের সন্তানদের সামনে আপনার মা-বাবার সাথে সর্বোচ্চ সম্মানজনক আচরণ করুন। মনে রাখবেন, আপনার সন্তান আপনাকে দেখেই শিখছে। আপনি আজ আপনার মা-বাবার সাথে যা করবেন, ভবিষ্যতে আপনার সন্তানও আপনার সাথে ঠিক তা-ই করবে।

৫. **পারিবারিক নীড় গড়ুন:** সেক্যুলার ও ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থার মরণফাঁদ থেকে নিজেকে ও সন্তানকে বাঁচান। ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে যেন আত্মার স্পন্দন—মা-বাবাকে হারিয়ে না ফেলি।

লিফলেটটি নিজে পড়ুন এবং অন্তত ৫ জন মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। একটি বৃদ্ধাশ্রমমুক্ত মানবিক সমাজ গড়ায় অংশ নিন।

তথ্যসূত্র: সিডিসি রিপোর্ট, ওইসিডি (OECD), দি জাপান টাইমস, বার্তা ২৪, কালবেলা ও দৈনিক জনকণ্ঠ।

জুয়া ও অনলাইন বেটিং- মরণফাঁদ

আপনার কি মনে হয়, শ্রেফ ভাগ্য পরীক্ষা করে রাতারাতি বড়লোক হওয়া সম্ভব? স্মার্টফোনের স্ক্রিনে কয়েকটা ক্লিকের মাধ্যমে হাজার টাকা লাখ টাকায় বদলে যাবে—এই রঙিন স্বপ্ন কি আপনাকেও তাড়া করে ফেরে? আপনি যাকে ‘আয়’ করার সহজ পথ ভাবছেন, তা আসলে আপনার পরিবার, ভবিষ্যৎ এবং নৈতিকতাকে গিলে খাওয়ার এক আধুনিক বিষ।

পকেটে যখন বিষের ছাঁবল

এক সময় জুয়া ছিল অন্ধকার কোনো ক্লাবের গোপন খেলা, আজ প্রযুক্তির মোড়কে তা আপনার পকেটে। জুয়ার কয়েকশ অ্যাপে আজ আমাদের তরুণরা আসক্ত। শুরুতে সামান্য কিছু জেতার স্বাদ দিয়ে আপনাকে এই মরণফাঁদে আটকানো হয়। এরপর যখন আপনি হারতে শুরু করেন, তখন আপনার বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। আপনি ভাবেন- “আর একবার খেললে সব লস উঠে আসবে।” এই ‘লস কাটিয়ে উঠার’- নেশাই আপনাকে ঋণের পাহাড়ের নিচে চাপা দেয়। আপনি হয়ে পড়েন সর্বস্বান্ত, আর আপনার পরিবার হয় পথের ফকির।

বিজ্ঞান বলছে, জুয়ার নেশা হিরোইন বা কোকেইনের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। যখন আপনি জুয়া খেলেন এবং হঠাৎ জিতে যান, তখন আপনার মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে ‘ডোপামিন’ (Dopamine) নিঃসৃত হয়। এই ডোপামিন আপনাকে এক ধরনের কৃত্রিম ও প্রচণ্ড সুখের অনুভূতি দেয়। আপনার মস্তিষ্ক বারবার সেই সুখ পেতে চায়। আপনি আসক্ত হয়ে পড়েন।

দেখুন এই আসক্তির ফলাফল কতটা নিষ্ঠুর :

- জুয়ার টাকা জোগাড় করতে না পেরে বাবামাকে খুন-- দেশ রূপান্তর, ১০ অক্টোবর ২০২৫
- অনলাইন জুয়ায় সর্বস্বান্ত যুবকের ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা ,বাংলানিউজ২৪ -২২ নভেম্বর, ২০২৫
- অনলাইনে জুয়ার ফাঁদ, নিঃস্ব হাজারও মানুষ- আমাদের সময়, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- জুয়ার টাকা জোগাতে নানা অপরাধে জড়াজে তরুণরা,প্রতিদিনের বাংলাদেশ,১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

একজন জুয়াড়ি শুধু নিজের জীবন নষ্ট করে না, সে তার পুরো পরিবারকে জ্যান্ত কবর দেয়। ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে জুয়াড়িরা যখন পালানোর পথ পায় না, তখন তারা জড়িয়ে পড়ে চুরি, ছিনতাই বা খুনের মতো জঘন্য অপরাধে।

সমস্যার মূল কারণ সেকুলার ভোগবাদ ও বিচ্ছিন্ন সমাজ

এই ধ্বংসাত্মক আসক্তি কেন আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে? এর পেছনে কোনো একটি কারণ নয়, বরং একটি সুপারিকল্পিত জীবনব্যবস্থার প্রভাব কাজ করছে:

- **পশ্চিমা সেকুলার ভোগবাদ:** আমাদের বর্তমান সেকুলার জীবনব্যবস্থা মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে জীবন মানেই কেবল ‘উপভোগ’ এবং ‘ভোগবাদ’। এই দর্শন শেখায় যে কোনো উপায়ে টাকা কামানোই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যখন সমাজ থেকে পরকাল বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা উঠে যায়, তখন মানুষ আদর্শিক শূন্যতায় ভোগে। এই

শূন্যতা পূরণের জন্য এবং রাতারাতি সম্পদশালী হওয়ার লোভে মানুষ জুয়ার মতো আত্মঘাতী পথে পা বাড়ায়। এখানে ‘হালাল-হারাম’ বা ‘পরিশ্রমের’ চেয়ে ‘দ্রুত প্রাপ্তি’ বড় হয়ে দাঁড়ায়।

- **বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক অভিভাবকহীনতা:** আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একেকটি ‘ক্ষুদ্র এককে’ পরিণত করেছে। জুয়াড়ি আজ বড্ড একা। আগে পাড়ায় বা পরিবারে মুরুবিবদের শাসন ছিল, শ্রদ্ধা আর লজ্জার একটা আবরণ ছিল। কেউ ভুল পথে পা বাড়ালে মুরুবিবরা বাধা দিতে পারতেন। আজ ‘ব্যক্তি স্বাধীনতার’ নামে সেই সামাজিক শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র আর ব্যক্তির মাঝে এখন কোনো মধ্যস্থতাকারী (পাড়া বা গোত্র) নেই। ফলে জুয়াড়িকে রক্ষা করার মতো কোনো সামষ্টিক দেয়াল নেই। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে অনলাইন কোম্পানিগুলো আমাদেরকে দাসে পরিণত করেছে।
- **আধুনিক বিজ্ঞাপনের মগজখোলাই:** জনপ্রিয় ইউটিউবার বা ইনফ্লুয়েন্সাররা অর্থের বিনিময়ে এসব বেটিং সাইটকে ‘স্কিল গেম’ বা ‘বুদ্ধির খেলা’ হিসেবে আপনার সামনে তুলে ধরছে। মুনাফালোভী মিডিয়াগুলোও এই বিষয়ের প্রচারে লিপ্ত। তারা আপনাকে মরীচিকার পেছনে ছোঁটাচ্ছে, যেন আপনি ভুলে যান যে ঘাম বারানো পরিশ্রম ছাড়া প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়।

‘হাউস অলওয়েজ উইনস’

অনেকে মনে করেন এটি ভাগ্যের খেলা। আসলে এটি একটি সুপরিষ্কৃত জালিয়াতি। এই অ্যাপগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে, গাণিতিকভাবে সাধারণ মানুষের জেতার সুযোগ শূন্যের কোঠায়। আপনার মস্তিষ্কের ‘ডোপামিন’ নিঃসরণকে কাজে লাগিয়ে এরা আপনাকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। এটি কোনো স্বচ্ছ খেলা নয়, বরং আপনার পকেট কাটার জন্য তৈরি করা একটি ডিজিটাল ফাঁদ। দিনশেষে বেটিং কোম্পানির মালিক রাজপ্রাসাদ গড়ে, আর আপনি হারান আপনার ঘরবাড়ি ও শেষ সম্বল।

সমাধান ইসলামের ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও সামষ্টিক শক্তি

এই পচনশীল সমাজ এবং জুয়ার মরণফাঁদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো সেই আদর্শের দিকে ফিরে আসা, যা আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বর্বর সমাজকে শ্রেষ্ঠ জনপদে পরিণত করেছিল।

- **হারাম বর্জন ও শ্রমের মর্যাদা:** আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মায়িদাতে জুয়াকে ‘শয়তানি আমল’ বলেছেন। ইসলাম শ্রমহীন অবৈধ উপার্জনের লোভকে হারাম করে মানুষকে পরিশ্রমী ও হালাল উপার্জনে উৎসাহিত করে। এটি মানুষের মাঝে শ্রমবিহীন উপার্জনের লোভ তৈরি হতে দেয় না, যা সমাজকে পরজীবী হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **সামাজিক নিরাপত্তা বলয় ও ভ্রাতৃত্ব:** ইসলাম মানুষকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ‘এক দেহ’ হিসেবে গড়ে তোলে। যখন সমাজে ইসলামের সামাজিক শক্তি কার্যকর ছিল, তখন কেউ একা নিঃস্ব হয়ে পড়ত না। প্রতিবেশীর হক এবং মুরুবিবদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রতিটি তরুণকে আগলে রাখত। হাদীসে এসেছে লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যখন একজন যুবক জানবে তাকে তার কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন সে প্রকাশ্য পাপে জড়ানোর আগে হাজার বার ভাববে।

এখনই সময় জেগে ওঠার

সম্মানিত ভাই ও বোন, আমরা যদি এখনই এই পশ্চিমা সেক্যুলার জীবনদর্শন বর্জন না করি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক ভয়াবহ নরকে বাস করবে। কেবল আফসোস করা বা অ্যাপ ডিলিট করাই সমাধান নয়, আমাদের সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে হবে:

১. রাতারাতি বড়লোক হওয়ার শয়তানি স্বপ্ন আজই ত্যাগ করে আল্লাহর দেওয়া পথে হালাল পরিশ্রমে ফিরে আসুন। মনে রাখবেন, নিজ হাতে পরিশ্রমের উপার্জনই হলো প্রকৃত বরকত।
২. যারা বিপুল ঋণে ডুবে আছেন, তারা একা না থেকে এবং লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে না রেখে বিশ্বস্ত মুফবিব বা অভিজ্ঞ কাউন্সিলরের সাহায্য নিন। মনে রাখবেন, এটি একটি মানসিক রোগ যা নিরাময়যোগ্য। আমরা সামাজিকভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়াব ইনশা আল্লাহ। বিচ্ছিন্নতা মানেই দুর্বলতা, আর সমষ্টিই হলো শক্তি।
৩. এলাকায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জুয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক 'স্টাডি সার্কেল' গড়ে তুলুন। মুফবিবদের সম্মান ফিরিয়ে দিন এবং পাড়া-ভিত্তিক শাসনের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক শক্তি তৈরি করুন।
৪. আপনার সন্তান বা ছোট ভাইয়ের অনলাইন লেনদেন (বিকাশ/নগদ) ও স্মার্টফোন ব্যবহারের ওপর কড়া নজর রাখুন। ইন্টারনেটের গেমগুলো কি কেবলই গেম, নাকি তার আড়ালে চলছে জুয়া সে খবর রাখুন। সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করুন যেন তারা কোনো সমস্যায় পড়লে কোনো এনজিও বা কাউন্সিলরের আগে আপনার কাছে আসে।

জুয়া শুরুতে আপনার মন কাড়বে, তারপর আপনার ধন কাড়বে এবং সবশেষে আপনার মান ও প্রাণ কেড়ে নেবে। এটি একটি সুপারিকল্লিত মৃত্যুফাঁদ। আপনি কি চান আপনার কষ্টের উপার্জিত টাকা দিয়ে কোনো ভিনদেশী কোম্পানির মালিক রাজপ্রাসাদ গড়ুক আর আপনি পথে বসেন? আসুন, হুজুগে না মেতে বিবেকের শক্তিতে এই বিষকে 'না' বলি। একটি সুন্দর, পরিশ্রমী ও হালাল জীবনই হোক আমাদের কাম্যা।

চলুন গড়ি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক নতুন সমাজ...

সাহায্য পেতে যোগাযোগ করুন

আপনার এলাকায় বা পরিচিত মহলে কেউ যদি এই মরণনেশায় আসক্ত হয়ে থাকেন, তবে লজ্জা না পেয়ে আমাদের [নির্দিষ্ট সহায়তা কেন্দ্র/সংস্থা]-এর সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার পরিচয় গোপন রেখে আপনাকে এই অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনতে কাজ করব ইনশা আল্লাহ।

তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স:

- [১] সিআইডি সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও জাতীয় দৈনিক সমূহের প্রতিবেদন।
- [২] "The Lonely Crowd" - David Riesman (সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তিবাদ বিষয়ক গবেষণা)।
- [৩] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৯০-৯১।
- [৪] "Psychological Science Journal" - জুয়া ও সফটওয়্যার অ্যালগরিদম বিষয়ক গবেষণা

বিষণ্ণতা, অবক্ষয় ও আত্মহত্যা

অভিভাবক ও সমাজের প্রতি এক জরুরি খোলা চিঠি

গভীর রাত। চারপাশ নিস্তরঙ্গ। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার আদরের সন্তানটি পাশের রুমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পড়ছে। কিন্তু আপনি কি জানেন, সে হয়তো সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো গুনছে? এটি কোনো নাটক বা সিনেমার গল্প নয়, এটি আমাদের প্রতিটি পরিবারের রুঢ় বাস্তবতা। খুব কাছের বন্ধু, প্রিয় মানুষগুলো হঠাৎ করেই তার কাছে অচেনা লাগছে। বুকের বাম পাশে এক দলা বিষণ্ণতা পাথর হয়ে জমে আছে। পড়ার টেবিল, ফেসবুক স্ক্রলিং, বন্ধুদের সাথে আড্ডা—সবকিছু থেকেই আপনার সন্তান আজ মন হারিয়ে ফেলেছে। রাতের পর রাত সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে সে কাটিয়ে দিচ্ছে, আর ভাবছে "এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়? কেন আমি লড়ছি? কার জন্য?"

পরিসংখ্যানের আর্তনাদ

- **আত্মহত্যার মিছিল:** বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছে। প্রেমঘটিত কারণে বেশি। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বিষণ্ণতার হার অবিশ্বাস্যভাবে বাড়ছে।
- **ডিপ্রেশনের মহামারি:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা হবে বিশ্বের এক নম্বর রোগ। আমাদের দেশের ৬১ শতাংশ তরুণ-তরুণী বর্তমানে তীব্র বিষণ্ণতায় ভুগছে। [৩]

কলুষতার অজগর আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে কতো কচি প্রাণকে। বেনী দোলানো কতো আদুরে কন্যা প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। একসময়ের ভীষণ ডানপিটে পাড়ার কিশোর আজ বুক ভরা বড় বড় ব্যথা নিয়ে এলোমেলো ফুটপাতে হেঁটে বেড়ায়। কতো বোবা হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস কী-বোর্ডের ব্যাকস্পেসে মুছে যায়, কতো দলবদ্ধ কান্না ভিজিয়ে দেয় স্মার্টফোনের স্ক্রিন—কেউ কি রেখেছেন সেসবের খবর?

কেন আমাদের সন্তানরা ধ্বংসের কিনারে?

চাকচিক্যের আড়ালে বিষ

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই সে দেখে বন্ধুর দামী রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ছবি, কারো সুন্দর ভ্রমণের রিলস, কারো নতুন আইফোন বা বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্ট্যাটাস। এই ভার্সুয়াল চাকচিক্যকে সত্য মনে করে সে যখন নিজের জীবনের সাথে মেলাতে যায়, তখনই শুরু হয় দহন। সে ভুলেই যায়—ফেসবুকের সেই হাসিমাখা মুখগুলোর পেছনেও লুকিয়ে আছে এক একটা হাহাকার। এই 'সোশ্যাল মিডিয়া ভ্যালিডেশন' তাকে ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। আমেরিকান জার্নাল অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন-এর মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে সামাজিকভাবে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন এবং একা করে দেয়।

সেকুলার বিশ্বব্যবস্থা: আত্মার ঘাতক ও এক নিপুণ ষড়যন্ত্র

আজকের আধুনিক দুনিয়া আমাদের সন্তানদের ভেতর থেকে শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটি মানুষের জীবন থেকে আত্মার ভয় এবং আত্মহত্যার জবাবদিহিতাকে সরিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা আপনার সন্তানকে শেখাচ্ছে যে:

- **মানুষের জীবনের কোনো বড় উদ্দেশ্য নেই।** তাকে বোঝানো হচ্ছে সে কেবল খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা এক দলা মাংস মাত্র। তার জীবনের লক্ষ্য শুধু টাকা আর ক্যারিয়ার।
- **দুনিয়াই সব।** পরকালকে অস্বীকার করায় সন্তানরা মনে করে দুনিয়াতে সফল হতে না পারলেই সব শেষ। ফলে পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারে সামান্য হেঁচট খেলেই তারা নিজেকে অর্থহীন মনে করে ভেঙে পড়ে।
- **জীবন মানেই শুধু ভোগ করা।** এই ব্যবস্থা একদিকে স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতাকে সহজ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে মানুষকে কেবল ভোগের নেশায় মত্ত রাখছে।

ফলাফল কী হচ্ছে? যখন এই চাকচিক্যময় দুনিয়া তাদের কোনো বিপদে মনের শান্তি দিতে পারে না, তখন তারা ভেতরে এক গভীর শূন্যতা অনুভব করে। কোনো মানসিক আশ্রয় না পেয়ে একপর্যায়ে তারা আত্মহত্যার মতো ভয়ংকর পথ বেছে নেয়। এই পশ্চিমা ভোগবাদী ব্যবস্থা সন্তানদের ক্যারিয়ার গড়তে শেখালেও মানুষের মতো মানুষ হতে বা কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরতে শেখাচ্ছে না।

সংস্কৃতির নামে 'নীল বিষ' ও যিনা-ব্যভিচার

সবাই মিলে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে যিনা-ব্যভিচারের উপর চাপিয়ে দিয়েছে 'পবিত্র প্রেম'-এর পোশাক।

১। প্রেম করতেই হবে।

২। সফলতার মাপকাঠি হলো যৌনতা, অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান।

৩। ইনবক্সে ফ্লাট করা, ভিডিও কলে কাপড় খোলা, রিকশা বিলাস—সবই এখন পবিত্র প্রেমের অংশ। যারা এগুলো করে না তারা সেকেলে, তারা গান্ধী, ক্ষেত্র, তারা একেকটা লুজার। বিশ্বকাঠামোর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ব্রেইনওয়াশড হবার ফলে তরুণ-তরুণীরা যেমন যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি সমাজের মানুষের মনেও তৈরি হয়ে গেছে একটা গ্রহণযোগ্যতা।

বিসিএস ও সরকারি চাকরির মোহ

আমাদের সমাজ সন্তানদের শিখিয়েছে— "বিসিএস বা সরকারি চাকরি না পেলে তুমি ব্যর্থ।" এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার হুঁদুর দৌড়ে নামতে গিয়ে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের সৃজনশীলতা, তাদের যৌবন। অথচ রিষিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ক্যারিয়ারের চাপ এবং বেকারত্ব আজ তরুণদের হতাশা ও আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

অভিভাবক ও সমাজের করণীয়

প্রিয় অভিভাবক ও দেশবাসী, আমাদের সন্তানদের এই নরক থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থা বদলানো এখন সময়ের দাবি। আপনার সন্তানকে বাঁচাতে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করুন:

১. ডিজিটাল দাসত্ব থেকে মুক্তি ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

সন্তানকে ফেসবুকের ভার্সিয়াল ভ্যালিডেশনের নেশা থেকে বের করে আনুন। তাকে শুধু ডিভাইস দিয়ে ঘরে বন্দি রাখবেন না। তাকে নিয়ে প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সময় কাটান যেখানে কোনো ফোন থাকবে না। বন্ধ রুমে একা অন্ধকার কুঠুরিতে বসে থাকতে দেবেন না। তাদের প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে যান।

২. সমাজসেবামূলক কাজ ও অ্যাঙ্কিভিসমে যুক্ত করা

একাকীত্ব শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আপনার সন্তানকে ঘরকুনো হতে দেবেন না। তাকে মহল্লার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, স্বেচ্ছাসেবামূলক অ্যাঙ্কিভিসম বা দ্বীনি স্টাডি সার্কেলে যুক্ত করুন। মানুষের সেবা করার মাঝে যে তৃপ্তি আছে, তা অন্য কোথাও নেই। নিজের যত্নগায় ডুবে না থেকে যখন সে কোনো অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করবে, তখন দেখবে তার নিজের দুঃখগুলো কত ছোট। আত্মমানবতার সেবায় তাকে নিয়োজিত করা বিষণ্ণতা কাটানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

৩. সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া

আপনার সন্তানকে বিসিএস ক্যাডার বা বড় চাকুরের আগে একজন 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলুন। রেজাল্ট শিট বা চাকরির পদবি দিয়ে তার বিচার করা বন্ধ করুন। তাকে শিখিয়ে দিন যে, বিসিএস বা দুনিয়াবী কর্পোরেট সাফল্যই জীবনের শেষ কথা নয়। উদ্যোগ হওয়া, ফ্রিল্যান্সিং করা বা ছোট কোনো হালাল পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার মাঝে কোনো লজ্জা নেই— এই আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে বুনে দিন।

৪. 'হতাশা কালচার' ও বিনোদন নিয়ন্ত্রণ

বিষাদ কোনো ফ্যাশন নয়, এটি একটি ব্যাধি। আপনার সন্তান বিরহী গান বা বিষণ্ণতায় ঠাসা অন্ধকার সিনেমা/সিরিয়ালে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না খেয়াল রাখুন। পরিবর্তে তাকে ইসলাম সম্প্রদায় এমন কিছু পড়তে বা দেখতে দিন যা তাকে উৎসাহ দেয়।

৫. আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য

নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির অবাধ্যতা করে রবের সামনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সপে দেওয়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। আপনার সন্তানকে সেই অমূল্য প্রশান্তির পথ দেখান, যেখানে সে শিখবে যে তার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, প্রতিটি চোখের পানি এবং প্রতিটি হাহাকারের খবর একমাত্র আল্লাহ রাখেন। যখন সে জায়নামাজে মাথা ঠেকিয়ে রবের সামনে নিজের সমস্ত অভিযোগ ও দুঃখ পেশ করবে, তখন তার ভেতরে যে এক অলৌকিক প্রশান্তি নেমে আসবে, তা দুনিয়ার কোনো সম্পদ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

আল্লাহর কাছে এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই তাকে হতাশা, আত্মহত্যার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনবে। কারণ যে সন্তান জানে তার একজন মহান রব আছেন যিনি তাকে ভালোবাসেন এবং তার তাওবা কবুল করেন, সে কখনো নিরাশ হতে পারে না। সন্তানকে এই শিক্ষাই দিন—শান্তি কেবল রবের দাসত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ, অন্য সব পথ কেবলই মরীচিকা।

প্রয়োজনে দ্বীনদার প্রফেশনাল মনোবিদের সাহায্য নিন। মনে রাখবেন, মনোবিদ মানে 'পাগলের ডাক্তার' না—এটি মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা।

সমাজের প্রতি আহ্বান

সমাজের প্রতি আহ্বান ও করণীয়

১. সংঘবদ্ধ জীবন ও সামাজিক সংহতি গড়ে তুলুন। হতাশা আর একাকীত্ব থেকে সন্তানদের বাঁচাতে হলে তাদের একা থাকতে দেবেন না।

সন্তানদের জন্য নিয়মিত খেলাধুলা, দলবেঁধে ভ্রমণ এবং জনসেবামূলক কাজের সুযোগ তৈরি করে দিন। যখন তারা মানুষের সেবা করবে বা দলগত কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন তারা জীবনের প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাবে।

সহমর্মিতা বজায় রাখুন। কেউ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট না করলে বা চাকরি না পেলে তাকে খোঁটা দেবেন না, বিদ্রপ করবেন না কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার একটু অবহেলা বা কটু কথা তাকে আত্মহত্যার মতো কঠিন পথে ঠেলে দিতে পারে। তাদের ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিন।

২. যাকাত ভিত্তিক ইনসার্ফের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করুন। আমাদের সমাজে বেকারত্ব ও অভাবের কারণে অনেক তরুণ হতাশায় ডুবে যায়। এর সমাধান হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি চর্চা করুন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিত্তবানরা যদি কেবল নিজেদের মুনাফার কথা না ভেবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি কয়েম করত, তবে কোনো তরুণকে বেকারত্বের গ্লানি সহিতে হতো না। সম্পদের সঠিক বণ্টন হলে অভাবের তাড়নায় কাউকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হতো না।

৩. সামাজিক প্রতিরোধ ও নিষ্ক্রিয়তা বর্জন করুন।

পাড়ায় বা এলাকায় যখন 'পবিত্র প্রেমের' নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা চলে, তখন মুরক্বিব হিসেবে চুপ থাকবেন না। আপনার আজকের নিরবতা বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতার' দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতাই আপনার সন্তানের জন্য একটি অনিরাপদ ও কলুষিত সমাজ তৈরি করছে।

মুরক্বিব হিসেবে স্নেহের সাথে শাসন ও আদব-আখলাকের চর্চা পুনরুজ্জীবিত করুন। আপনি সচেতন না হলে সমাজকে এই নৈতিক পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

অভিভাবকদের প্রতি শেষ আকুতি

প্রিয় অভিভাবক, আজ সময় এসেছে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করার। আপনার সন্তান কি আপনার কাছে শ্রেফ একটি 'পণ্য' বা 'বিনিয়োগ', নাকি আপনার কলিজার টুকরো? একবার ভাবুন তো, আপনার সন্তানকে যখন আপনি সাদা কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় দেখবেন, তখন কি তার ক্যারিয়ার, বিসিএস রেজাল্ট বা দামী স্মার্টফোনটি আপনাকে শান্তি দেবে?

সেই বুকফাটা আর্তনাদের ভার বইবার চেয়ে আজই সন্তানের পাশে দাঁড়ান। তাকে ঘরকুনো নেশা আর ভারুয়াল জগত থেকে বের করে এনে জীবনের বৃহত্তর আউনায় ছেড়ে দিন। তাকে লড়াই করতে শেখান, কিন্তু ব্যর্থতাকে ঘৃণা করতে শেখাবেন না। মনে রাখবেন, আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, বরং এটি একটি অকাল প্রয়াণ যা একটি পুরো পরিবারকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের ব্রেইনওয়াশ হওয়া থেকে রক্ষা করি এবং আসমানী নৈতিকতার ভিত্তিতে এক নিরাপদ পৃথিবী গড়ি। আঁধার কেটে ভোরের সূর্য উদয় হবেই।

লিফলেটটি নিজে পড়ুন এবং অন্য অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দিন। একটি প্রাণ বাঁচানো মানে পুরো মানবজাতিককে বাঁচানো।

তথ্যসূত্রসমূহ: [১] CDC, [২] OECD, [৩] WHO Global Health Estimates, [৪] American Journal of Preventive Medicine, [৫] Journal of Aesthetic Education [৬] তারুণ্যের ৬১ শতাব্দীই ভুগছে বিষণ্ণতায়, newsbangla২৪.com, জুলাই ১০, ২০২১-tinyurl.com/umn9rw8x মাসে গড়ে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, প্রেমঘটিত কারণে বেশি, আর্টিভি নিউজ, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০২২- tinyurl.com/২২৮২v৯৭w

অন্ধকারের ওপারে আকাশ

জীবন কি খুব একঘেয়ে ঠেকছে আপনার কাছে? মনে হচ্ছে চারদিকের দেয়ালগুলো ক্রমশ আপনার দিকে এগিয়ে আসছে? খুব কাছের বন্ধু, প্রিয় মানুষগুলো হঠাৎ করেই অচেনা লাগছে? বুকের বাম পাশে এক দলা বিষণ্ণতা পাথর হয়ে জমে আছে? পড়ার টেবিল, ফেসবুক স্ক্রলিং, বন্ধুদের সাথে আড্ডা—সবকিছু থেকেই আপনি মন হারিয়ে ফেলেছেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের ছায়াটাকেও কি এখন আগস্তক মনে হয়? রাতের পর রাত সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন, আর ভাবছেন "এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়? কেন আমি লড়াছি? কার জন্য?"

এক পর্যায়ে আপনার ক্লান্ত মস্তিষ্ক হয়তো আপনাকে ফিসফিস করে বলছে: "মুক্তি নাও। এই অর্থহীন জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে এক মুহূর্তের নীরবতা অনেক ভালো।" ভাই আমার, বোন আমার, থামুন! এই অন্ধকারের ওপারেও একটা আকাশ আছে। আপনি কি একা? আপনি কি জানেন, আপনি যে পথে হাঁটছেন, সেই একই পথে আধুনিক বিশ্ব আজ ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে?

মরিচিকার পেছনে ধাবমান সভ্যতা

আপনি হয়তো ভাবছেন আমেরিকা বা ইউরোপের মানুষ কত সুখে আছে! তাদের টাকা আছে, স্বাধীনতা আছে, বিনোদনের অভাব নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা দেখুন:

- প্রতি ১১ মিনিটে আমেরিকায় একজন মানুষ আত্মহত্যা করে।
- দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো উন্নত দেশে আত্মহত্যার হার বিশ্বজুড়ে শীর্ষে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ডিপ্রেসন বা বিষণ্ণতা হবে বিশ্বের এক নম্বর রোগ।

টাকা, ক্যারিয়ার আর অবাধ বিনোদনের এই বিশ্বব্যবস্থা আপনাকে শুধু 'পণ্য' বানাতে চেয়েছে। তারা আপনাকে শেখায়— "ভোগেই সুখ।" অথচ এই ভোগের শেষে যে ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হয়, তার কোনো উত্তর সেকুল্যার এই দুনিয়ার কাছে নেই।

কেন এই বিষণ্ণতার দহন?

চাকচিক্যের আড়ালে নীল বিষ

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই আপনি দেখেন বন্ধুর দামী রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ছবি, কারো সুন্দর ভ্রমণের রিলস, কারো নতুন আইফোন বা বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্ট্যাটাস। এই ভার্সুয়াল চাকচিক্যকে সত্য মনে করে আপনি যখন নিজের জীবনের সাথে মেলাতে যান, তখনই শুরু হয় দহন। আপনি ভুলেই যান—ফেসবুকের সেই হাসিমাখা মুখগুলোর পেছনেও লুকিয়ে আছে এক একটা হাহাকার। এই 'সোশ্যাল মিডিয়া ভ্যালিডেশন' আপনাকে ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। আমেরিকান জার্নাল অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন-এর মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে সামাজিকভাবে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন এবং একা করে দেয়।

সংস্কৃতির নামে ধ্বংসলীলা

আপনার কানের হেডফোন থেকে চুইয়ে পড়া সেই বিরহী গান, নেটফ্লিক্সের সেই অন্ধকার সিনেমা বা সিরিয়াল—যেখানে পরকীয়া, প্রতারণা আর একাকীত্বকে গ্ল্যামারাইজ করা হয়—তা কি আপনার মনকে শান্ত করছে? না! এই বিনোদনগুলো আপনার মস্তিষ্কে মেলানকলি বা দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্ণতায় অভ্যস্ত করে তুলছে। আপনি যখন পর্দায় দেখেন নায়ক-নায়িকা বিষণ্ণ হয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে বা ড্রাগস নিচ্ছে, আপনার অবচেতন মন সেটাকেই 'স্মার্টনেস' ভেবে গ্রহণ করছে।

ভোগবাদ ও সম্পর্কের মৃত্যু

আজকের ফ্রি-সেক্স কালচার আর গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের এই অসুস্থ সংস্কৃতি আপনাকে এক মুহূর্তের তৃপ্তি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বদলে কেড়ে নিচ্ছে আপনার চিরস্থায়ী মানসিক প্রশান্তি। পবিত্র ভালোবাসার বদলে যখন কেবল দেহের ক্ষুধা বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিচ্ছেদ আসে অবধারিতভাবে। আর সেই বিচ্ছেদের পর আপনার পৃথিবী হয়ে যায় স্যাঁতস্যাঁতে। আপনি ডুবে যান মাদক বা পর্নোগ্রাফির চোরাবালিতে। আধুনিক ফিরআউনরা চায় আপনি এভাবেই সম্পর্কের বেড়াজালে আটকে থাকুন, যাতে আপনি কখনোই আপনার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে না পারেন।

বিসিএস ও সরকারি চাকরির মোহ

আমাদের সমাজ আপনাকে শিখিয়েছে— "বিসিএস বা সরকারি চাকরি না পেলে আপনি ব্যর্থ।" এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার হুঁদুর দৌড়ে নামতে গিয়ে আপনি হারিয়ে ফেলছেন আপনার সৃজনশীলতা, আপনার যৌবন। যখন সেই মোহভঙ্গ হয়, তখন আপনার মনে হয় জীবনটাই বৃথা। অথচ আপনি কি জানেন না, রিষিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, ক্যারিয়ারের চাপ এবং বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী তরুণদের ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

কিসের নেশায় ডুবে আছেন ভাই আপনি?

কিসের নেশায়? পর্নস্টারের নিটোল দেহ, জিএফের 'মনে ঝড় তোলা' চোখ, আইটেম গার্লদের লাস্যময়ী হাসি? আপনি কি এদেরকে কখনো নিজের মতো করে পাবেন? এরা একদিন বুড়িয়ে যাবে, চামড়া কুঁচকিয়ে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, চোখ ধূসর হয়ে যাবে। সবশেষে মাটির নীচে পোকা-মাকড় খুবলে খুবলে খাবে এদের দেহ। গলে পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। এতেই আপনার এত আকর্ষণ? এদের কারণেই কি আপনি সেই জাহান্নামের আগুনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর? আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার সেই "আয়তনয়না" জাহান্নামি স্ত্রীর কথা, যিনি আপনার জন্য লক্ষ কোটি বছর ধরে অপেক্ষা করে আছেন। যাঁর মাথার স্কার্ফ এই দুনিয়া এবং আকাশের মধ্যবর্তী সবকিছুর থেকেও উত্তম। জাহান্নামেও রুম বৃষ্টি হবে, আপনার জাহান্নামি স্ত্রীকে নিয়ে রিকশায় বসে আপনি লক্ষ কোটি বছর ধরে বৃষ্টি বিলাস করতে পারবেন। শেষ বিকেলের নরম হলুদ আলোয় দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন হাজার হাজার বছর।

পর্নমুভির ফ্যান্টাসি বা আইটেম গার্লদের গ্ল্যামারে কোনো শান্তি নেই। এগুলো আপনার অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। শান্তি নেই রুম বৃষ্টিতে জিএফের সঙ্গে ভিজে বা চাঁদনী রাতে জ্যোৎস্না গিলাতে। এগুলো আপনাকে ক্ষনিকের আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী প্রশান্তি দিতে পারে না।

প্রকৃত শান্তি কোথায়?

শান্তি আছে আল্লাহর আদেশ মেনে দৃষ্টি হেফাজত করার মধ্যে। শান্তি আছে আপনার রবকে সিজদাহ করার মধ্যে, রাতের নিস্তরুতায় একাকী দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে চোখের পানি ফেলাতে। নিজের নফসের অবাধ্যতা করে রবের দাসত্ব করার মাঝে যে শান্তি, তা অমূল্য। দুনিয়ার কোনো কিছুই বিনিময়ে এই শান্তি পাওয়া যায় না। একবার এই প্রশান্তির স্বাদ পেলে আপনি বারবার তা পেতে চাইবেন।

আপনি কি শুধুই এক গুচ্ছ কোষ? না! আপনি 'আশরাফুল মাখলুকাত'। সেকুল্যার দুনিয়া আপনাকে বিশ্বাস করাতে চায় আপনি বিবর্তনের এক তুচ্ছ ফসল, আপনার জীবনের কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আল্লাহ বলছেন:

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।"^{১১৪}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মুমিনের অবস্থা কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। যদি সে সুখ পায়, তবে শুকরিয়া আদায় করে—
যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে বিপদে পড়ে, তবে ধৈর্য ধারণ করে—তাও তার জন্য কল্যাণকর।"^{১১৫}

এখনই কি শেষ সব? শুনুন, আপনার এই হেরে যাওয়া সত্তাটিই শেষ কথা নয়। আপনি পরাজিত নন।

মুক্তি ও উত্তরণের রোডম্যাপ

- **ঘর থেকে বের হন:** বন্ধ রুমে একা অন্ধকার কুঠুরিতে বসে থাকবেন না। সবুজ ঘাসে পা রাখুন, আকাশের বিশালতা দেখুন।
- **ডিজিটাল ডিটক্স ও স্ক্রিন থেকে মুক্তি:** আজই অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো ডিলিট করুন। দিনে অন্তত এক ঘণ্টা ফোন দূরে রেখে নিজের সাথে কথা বলুন।
- **হতাশার সংস্কৃতি (Sad Culture) বর্জন করুন:** বিষাদ কোনো ফ্যাশন নয়, এটি একটি ব্যাধি। গান বা সিনেমা আপনাকে বিষণ্ণ করে। পরিবর্তে এমন কিছু পড়ুন বা দেখুন যা আপনাকে উৎসাহ দেয়। পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা আপনার সুস্থতার প্রথম শর্ত।
- **সাফল্যের সংজ্ঞা পরিবর্তন করুন:** বিসিএস বা দুনিয়াবী কর্পোরেট সাফল্যই জীবনের শেষ কথা নয়। আপনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। উদ্যোক্তা হওয়া, ফ্রিল্যান্সিং করা বা ছোট কোনো হালাল পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার মাঝে কোনো লজ্জা নেই।
- **সামাজিক সংযোগ ও কমিউনিটি:** একাকীত্ব শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এমন একদল মানুষের সাথে মিশুন যারা আপনাকে ইতিবাচক রাখতে সাহায্য করবে। ভালো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিন, দ্বীনি স্টাডি সার্কেলে যোগ দিন।

^{১১৪} সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৯

^{১১৫} সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৯৯৯

মানুষের সেবা করুন—এটি বিষণ্ণতা কাটানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ। নিজের যত্নগায় ডুবে না থেকে কোনো অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করুন। দেখবেন নিজের দুঃখগুলো কত ছোট হয়ে এসেছে।

- **আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ:** যখন মনে হবে কেউ আপনার কথা শুনছে না, তখন জায়নামাজে মুখ লুকান। একমাত্র তিনিই পারেন আপনার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করতে। আপনার সমস্ত অভিযোগ, দুঃখ আর অভিমান আল্লাহর কাছে পেশ করুন। তাহাজ্জুদের নিস্তর্রতা আপনার মনের সব জঞ্জাল ধুয়ে দেবে।
- **পেশাদার পরামর্শ ও সাহায্য:** আপনি যদি গুরুতর ডিপ্রেসনে ভোগেন তবে নির্ভরযোগ্য এবং ইসলামি মূল্যবোধ সম্পন্ন কোনো কাউন্সিলরের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, সাহায্য চাওয়া কোনো দুর্বলতা নয়, বরং সাহসিকতার লক্ষণ।

আমরা আপনার পাশে আছি। আপনি কি নিজেকে খুব একা মনে করছেন? কোনো বিষয়ে কি আপনার কথা বলা প্রয়োজন?

- আমাদের সাপোর্ট সেন্টারে মেসেজ দিন: [লিংক/কিউআর কোড]
- আমাদের সাথে যোগ দিন প্রতি [বারের নাম] উন্মুক্ত পাঠচক্রে।

ভাই আমার, জীবনটা কোনো বরফ বিক্রেতার বরফের মতো, যা প্রতি মুহূর্তে গলে যাচ্ছে। এই মূল্যবান পুঁজিটুকু হতাশা আত্মহত্যার গ্লানিতে বিসর্জন দেবেন না। আপনি কি জানেন না, ইসলামে আত্মহত্যা মহা পাপ? যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আপনি দুনিয়ার কষ্টের ইতি টানতে চাইছেন, আত্মহত্যা আপনাকে সেই আশ্রয়ের দিকেই ঠেলে দেবে।

একবার ভাবুন তো আপনার বাবা-মায়ের কথা। আপনার নিখর দেহটা যখন সিলিংয়ে ঝুলবে বা মেঝেতে পড়ে থাকবে, তখন তাদের বুকফাটা আর্তনাদের ভার কে নেবে? আপনার ছোট বোনটির সেই হাসিমাখা মুখটা কি আপনার মনে পড়ছে না?

ফিরে আসুন মুক্ত বাতাসের খোঁজে। আঁধার কেটে যাবেই ইনশাআল্লাহ। আপনি বীরের মতো লড়ুন। বিজয়ী হওয়ার জন্য জন্ম হয়েছে আপনার, পরাজিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার জন্য নয়।

তথ্যসূত্রসমূহ: [১] American Journal of Preventive Medicine, [২] Journal of Aesthetic Education, [৩] WHO Global Health Estimates, [৪] Psychology Today [৫] CDC: Suicide Prevention Fast Facts [৬] OECD Data: Suicide Rates by Country [৭] WHO: Depression and Other Common Mental Disorders [৮] Journal of Affective Disorders, ২০২৪ Study on Social Media and Suicidality

আমাদের নাযকেরা

ইসলামি নাম রাখলেই জরিমানা!

কল্পনা করুন তো নিজের মুখে দাড়ি রাখার জন্য আপনাকে কর (ট্যাক্স) দিতে হচ্ছে, নিজের সন্তানের সুন্দর একটি আরবি নাম রাখার জন্য গুনতে হচ্ছে জরিমানা, আর প্রতিবাদ করলে আপনার ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে খোদ জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী!

সে কোনো হরর সিনেমার গল্প নয়, বরং আজ থেকে দুইশ বছর আগের এই বাংলারই এক করুণ বাস্তবতা। যখন ইংরেজ আর তাদের গোলাম জমিদারদের অত্যাচারে এই মাটি বিষিয়ে উঠেছিল, তখন এক সিংহপুরুষ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে ছিল না কোনো আধুনিক রাইফেল বা কামান, ছিল কেবল অদম্য ঈমান আর বাঁশের লাঠি। তিনি মীর নিসার আলি—বাংলার ইতিহাসের সেই কিংবদন্তি, যাকে আমরা তিতুমীর নামে চিনি। তিতুমীর শুধু একজন মুজাহিদ বা সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ও ব্যায়ামবীর।

শেকল ভাঙার শুরু: বাদুড়িয়া থেকে মক্কা

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিতুমীর। ১৮২২ সালে তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের সোহবত লাভ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে লাভ করেন গভীর ইলমি শিক্ষা এবং তাওহীদের অদম্য প্রেরণা। ইলম অর্জনের নেশা তাঁকে নিয়ে যায় মক্কায়। তিতুমীর মক্কায় গিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর কঠোর জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞান নিজ দেশের মানুষের সেবায় কাজে লাগিয়েছিলেন। আজ আমাদের লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রবাসে আছেন। তিতুমীরের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রবাসীদেরও উচিত দেশের প্রয়োজনে সম্পদ ও জ্ঞান দিয়ে পাশে দাঁড়ানো। ১৮২৯ সালে মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে পিষ্ট।

দাড়ি রাখার ওপর 'ট্যাক্স'

তিতুমীরের আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহর একত্ববাদ এবং মানুষের অধিকার। কিন্তু ইংরেজদের পদলেহী জমিদার শ্রেণী এটি সহ্য করতে পারেনি। বিশেষ করে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের দমনে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধানে হস্তক্ষেপ করে পাঁচদফা ফরমান জারি করে:

- **দাড়ির ওপর ট্যাক্স:** মাথা পিছু আড়াই টাকা (তৎকালীন সময়ে যা ছিল একজন সাধারণ মানুষের জন্য আকাশচুম্বী অঙ্ক)।
- **মসজিদ নির্মাণে কর:** আল্লাহর ঘর বানাতে গেলেও দিতে হতো অতিরিক্ত জরিমানা।
- **নাম পরিবর্তন:** আরবি বা ইসলামী নাম রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং প্রয়োজনে জরিমানা আদায়।

তিতুমীর অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে জমিদারকে চিঠি লিখে এই অন্যায় কর প্রত্যাহার করতে বলেন। তাঁর চিঠিতে ছিল যুক্তি ও সৌজন্য। তিনি লিখেছিলেন, "আমি আপনার প্রজা না হলেও স্বদেশবাসী... আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ ও বিধিনিষেধের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না।" কিন্তু অহংকারী জমিদার তিতুমীরের পত্রবাহক আমিনুল্লাহকে বন্দি করে হত্যা করে। আমিনুল্লাহ ছিলেন এই গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

আপসহীন সংগ্রাম ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা

আমিনুল্লাহর শাহাদাত তিতুমীরকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, কেবল চিঠিপত্র বা শান্তিকামী আলোচনায় এই জালিমদের থামানো যাবে না। যেখানে তিতুমীর চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধান, সেখানে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় উলটো ক্রোধ প্রকাশ করে। তিতুমীর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সবাইকে এক করতে লাগলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন।

১৮৩০ সালের ৬ ডিসেম্বর ৩০০ অস্ত্রধারী মুজাহিদ বাহিনী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রওনা হন। পুড়ায় জমিদারের দেড়শ বাহিনীর সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় দারোগা নিহত হয় এবং অনেক পাইক বরকান্দাজ হতাহত হয়। তিতুমীর একে একে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে পিষ্ট এলাকাগুলোতে সরাসরি আঘাত হানতে শুরু করেন। গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং মোল্লা আটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেবের সশস্ত্র বাহিনীকে তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত করে। তিতুমীর ঘোষণা করেন—এখন থেকে কেউ জমিদার বা ইংরেজদের কোনো ট্যাক্স দেবে না। এই সরাসরি অব্যাহতাই ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করে তোলে।

তিতুমীর শুধু মুসলমানদের কথা ভাবেননি। অত্যাচারী জমিদাররা হিন্দু কৃষকদের কাছ থেকেও জোর করে পূজোর চাঁদা ও বেআইনি কর আদায় করত। তিতুমীর জুমুআর সালাতের পর হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সম্বোধন করে বলতেন— *"দুর্বল এবং যুলুমের শিকার হওয়া অমুসলিমদের সাহায্য করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব।"* তিতুমীরের এই সাহসী ও ইনসারফপূর্ণ অবস্থানের কারণে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কৃষকরাও তাঁদের লাঙল ফেলে তিতুমীরের লাঠির নিচে এসে জমায়েত হয়। তিতুমীরের এই সাফল্য চব্বিশ পরগণা, যশোর ও নদীয়ার বিস্তৃত এলাকায় তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত করল। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন— হিন্দু-মুসলমান চাষী-মজুররা তিতুমীরকে 'রাজা' হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। তিতুমীর পূর্ণ আজাদী (স্বাধীনতা) ঘোষণা করলেন।

তিতুমীরের প্রশাসনিক দূরদর্শিতা: সেই অমর বাঁশের কেলা

১৮৩০ সালের দিকে তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের সমান্তরালে এক **ছায়া সরকার** বা নিজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলেন। তিনি জমিদারদের ইংরেজদের বদলে তাঁর কাছে খাজনা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি ছিল ব্রিটিশ রাজের মুখে এক চরম চপেটাঘাত এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম মহড়া।

তিনি জানতেন ইংরেজরা আধুনিক বন্দুক আর কামান নিয়ে আসবে। কিন্তু তাঁর সম্বল ছিল ঈমানি শক্তি আর দেশীয় উপকরণ। তিনি নারকেলবেড়িয়া গ্রামে নির্মাণ করেন ইতিহাসের অমর স্থাপত্য— 'বাঁশের কেলা'। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকারের ভাষায়, এই কেলা নির্মাণকৌশল ছিল বিস্ময়কর। কেলায় প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে স্তূপাকারে জমা করা হয়েছিল তরবারি, বর্শা, সড়কির পাশাপাশি হাজার হাজার কাঁচা বেল ও ইটের টুকরো।

অনেকে প্রশ্ন করেন, কামানের গোলার সামনে বাঁশের কেলা কেন? আসলে তিতুমীরের সামর্থ্যের সীমানায় এটিই ছিল সর্বোত্তম প্রস্তুতি। তিনি হাত গুটিয়ে বসে থেকে অলৌকিক কিছুর অপেক্ষা করেননি, বরং তাঁর কাছে যা ছিল—তার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন।

'আমার তো কামান নেই, আমি আধুনিক শক্তির সাথে পারব না'—এমন হীনম্মন্যতা বা কাপুরুষোচিত চিন্তা তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকেই দেখা গেছে, ইসলামের সৈনিকদের বস্তুগত শক্তি ও সরঞ্জাম সব সময় সীমিত থাকে। কিন্তু তাঁরা কুফকারদের সংখ্যা বা অস্ত্রের চাকচিক্যে ভীত হয়ে মাঠ ছেড়ে পালান না। বরং নিজেদের সামান্য শক্তি ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাঁরা অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। বাঁশের কেলা ছিল ঈমানি দৃঢ়তা এবং 'মানবীয় চেষ্টা ও তাওয়াক্কুলের' এক অনন্য সমন্বয়।

শেষ যুদ্ধ: কামানের গোলায় উড়ে গেল বাঁশের কেলা

১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর। কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আধুনিক হাতিয়ার আর কামান নিয়ে নারকেলবেড়িয়া আক্রমণ করে। তিতুমীরকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি বীরের মতো তা প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় অসম লড়াই।

যখন ইংরেজদের কামানের গোলার মুখে মুজাহিদদের পরাজয় নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, তখন তিতুমীর এক আবেগঘন কণ্ঠে তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে সেই ঐতিহাসিক শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন— *"ভাইসব, আমাদের হয়তো কামান নেই, কিন্তু আমাদের সাথে আছেন আল্লাহ। আজ হয়তো আমরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারব না, কিন্তু আমাদের এই আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করবে।"* এমন মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস কি আজ আমাদের মাঝে আছে?

যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে কামানের ওপর দাঁড়ান কামান পরিচালককে হত্যা করতে, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে কামান দাগা হয়ে যায়। কামানের গোলায় তিতুমীরের ডান হাতের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তবুও তিনি লড়েছেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। অবশেষে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন এই মহানায়ক। তাঁর সাথে শাহাদাত বরণ করেন অসংখ্য মুজাহিদ, আর সেনাপতি মাসুমকে দেওয়া হয় ফাঁসি।

আজকের প্রেক্ষাপটে তিতুমীরের শিক্ষা

তিতুমীর মারা যাননি, তিনি বেঁচে আছেন আমাদের লড়াকু চেতনায়। আজ আমাদের সমাজেও নতুন রূপে নীলকর আর জমিদাররা জেঁকে বসেছে। মাদক, আসক্তি, আর বিজাতীয় অপসংস্কৃতির 'নীল চাষ' আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংস করছে। এই অন্ধকার দূর করতে তিতুমীরের শিক্ষা আমাদের পাথেয়:

- **চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী হওয়া:** তিতুমীর যেমন কুস্তিগীর ছিলেন, আমাদের তরুণদেরও শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। জিম ও খেলাধুলায় সময় দিয়ে নিজেকে ইম্পাতকঠিন করে তুলুন।
- **অপসংস্কৃতির বয়কট:** দাড়ি রাখার জন্য তিতুমীর ট্যান্ড দিয়েছিলেন, আর আজ আমরা কুফফার মুশরিকদের রূপ ধারণ করছি। নিজের পরিচয় ও সংস্কৃতিকে গর্বের সাথে ধারণ করুন।
- **মজলুমের পাশে দাঁড়ানো:** তিতুমীর সকল ধর্মের শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষের পাশে দল-মত নির্বিশেষে দাঁড়ানোই তিতুমীরের শিক্ষা।
- **সংগঠিত হওয়া ও সমাজসেবা:** তিতুমীরের মতো তাওহীদের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হোন। এলাকা পরিষ্কার রাখা, বৃক্ষরোপণ এবং সমাজসেবার মাধ্যমে তিতুমীরের সেই জনসেবার আদর্শ বাঁচিয়ে রাখুন।

তিতুমীরের ক্ষতবিক্ষত লাশ ইংরেজরা পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিতুমীর আজ এই কণ্ঠের লড়াকু মানুষদের হৃদয়ে একটি জীবন্ত মিনার। আপনি কি প্রস্তুত সেই শহীদি রক্তে ভেজা জমিনকে পুনরায় ইনসাফ আর কল্যাণের আলোয় সাজাতে? আসুন, আমরা তিতুমীরের বীরত্বগাথা প্রতিটি কিশোর-তরুণের কানে পৌঁছে দিই এবং নিজের জীবনে সেই হারানো শৌর্য ফিরিয়ে আনি।

এই লিফলেটটি পড়ার পর আপনার অন্তত ৫ জন বন্ধুর সাথে তিতুমীরের জীবনী ও আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করুন।

দাড়ি রাখার জন্য 'ট্যাক্স'!

আপনার কি জানা আছে দাড়ি রাখার জন্য এক সময় আমাদের এই বাংলায় 'ট্যাক্স' দিতে হতো?

সে এক ভয়ংকর সময়! নিজের ধর্ম পালন করাও ছিল অপরাধ। গরু কুরবানি দিলে নামত জমিদারের চাবুক, আর দাড়ি রাখলে গুনতে হতো জরিমানা। যখন এই বাংলার মুসলিমরা তাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে হিন্দু জমিদারের গোলাম আর ব্রিটিশদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তখন এক সিংহপুরুষের গর্জন কাঁপিয়ে দিয়েছিল শাসকের মসনদ। তিনি কোনো রাজা বা সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদেরই একজন— **হাজী শরীয়াতউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ**।

মূলে ফেরার ডাক

ফরজ! শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে আসে এমন কিছু বিধান, যা অবশ্যই পালন করতে হবে। আজ থেকে ২০০ বছর আগে এই বাংলার মুসলিম সমাজ যখন কুসংস্কার, শিরক-বিদআত আর বিজাতীয় হিন্দুয়ানি প্রথার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, তখন হাজী শরীয়াতউল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাদের এক অমোঘ ডাক দিয়েছিলেন "আগে ফরজের দিকে ফেরো।"

সেদিন ছিল হিন্দুয়ানি প্রথার প্রভাব, আর আজও আমাদের সমাজকে গ্রাস করছে ভারতীয় ও পশ্চিমা অপসংস্কৃতি, ইসলাম বিদ্বেষ, নৈতিক অবক্ষয়, পরকীয়া, জেনা ব্যভিচার, পর্ন আসক্তি এবং মাদক। সেদিন হাজী শরীয়াতউল্লাহ বলেছিলেন কুসংস্কার ছাড়তে, আজ আমাদের ডাক দিতে হবে আসক্তি আর নৈতিক অবক্ষয় রোধের। আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজকে বাঁচাতে হলে আবার সেই 'ফরায়েজী' বা ফরজের চেতনায় ফিরতে হবে।

হাজী শরীয়াতউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জন্ম ১৭৮১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ফরিদপুর জেলায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অদম্য সাহসী। জ্ঞান অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর অবস্থান করেন এবং ইসলামি শরীয়াহ ও আরবি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত্য অর্জন করেন। মক্কায় থাকাকালীন তিনি অনুভব করেন, তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলার মুসলিম সমাজ কুসংস্কার আর পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে আছে। ১৮১৮ সালে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর বুকে ছিল সমাজকে আমূল বদলে দেওয়ার এক প্রবল সংকল্প।

মক্কা থেকে ফেরার পর হাজী শরীয়াতউল্লাহ দেখলেন, এ দেশের মুসলমানরা ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে। তারা নামাজ-রোজা ছেড়ে পীর-পূজা, কবর-পূজা আর হিন্দুয়ানি রীতিনীতিতে মগ্ন। তিনি ঘোষণা করলেন মুসলিম হতে হলে আগে 'ফরজ' পালন করতে হবে। এখান থেকেই আন্দোলনের নাম হলো 'ফরায়েজী'। তিনি পাঁচটি মূল স্তম্ভের ওপর বিশেষ জোর দিলেন:

- তাওহীদ ও রিসালাতের ওপর অটল বিশ্বাস।
- সহীহ পদ্ধতিতে সালাত কায়েম।
- সাওম বা রোজা রাখা।
- সামর্থ্যবানদের জন্য হজ পালন।
- সম্পদের পবিত্রতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত প্রদান।

তিনি মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানানলেন—ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন সব শিরক-বিদআত বর্জন করে খাঁটি মুমিন হতে হবে। তাঁর এই ডাক ছিল সরাসরি আহ্বার খোরাক, যা মৃতপ্রায় এক জাতিকে নতুন করে উজ্জীবিত করল।

দারুল হারব- ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থান

হাজী শরীয়াতউল্লাহ কেবল আধ্যাত্মিক শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা। তিনি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন যে, ব্রিটিশ কাফিরদের অধীনে থেকে একজন মুমিন পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালন করতে পারে না। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' (যুদ্ধের দেশ বা কুফরি শাসনব্যবস্থা) বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, যে ভূমিতে ইসলামি শাসন নেই এবং যেখানে মুসলিমরা নির্যাতিত, সেখানে জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজ পড়া বৈধ নয় তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের অসহযোগিতা।

শোষণের নগ্ন থাবা ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার কৃষকদের অবস্থা ছিল দাসের মতো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের ওপর নানা ধরনের অপমানজনক কর চাপিয়ে দিয়েছিল। দাড়ি রাখলে কর দিতে হতো, গরু কুরবানি নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি আজান দেওয়াও ছিল অপরাধ। হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণের খরচও মুসলিম প্রজাদের থেকে জোর করে আদায় করা হতো। পাশাপাশি ইংরেজ নীলকরদের চাবুকের নিচে কৃষকদের জীবন ছিল অতিষ্ঠ। এই শোষণ হাজী শরীয়াতউল্লাহর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শিরক মুক্ত ঈমান ছাড়া শোষণের এই পাহাড় ডিঙানো সম্ভব নয়।

ঐক্য ও প্রতিরোধের নতুন অধ্যায়

হাজী শরীয়াতউল্লাহ নির্যাতিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের ডাক দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন,

"জমি আল্লাহর, তাই অন্যায়্য কর কেবল আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী নয়, এটি একটি জুলুম।"

তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার শোষিত কৃষক, তাঁতি, তেলি ও রায়তরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দিল। আশ্চর্যজনকভাবে, শুধু মুসলিমরাই নয়, নিম্নবর্ণের শোষিত হিন্দুরাও জমিদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ফরায়েজীদের কাতারে शामिल হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর দলভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছে গেল। অত্যাচারী জমিদাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, কারণ তাদের শোষণের তাসের ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

বিকল্প আদালত ও সামাজিক ইনসাফ

ফরায়েজীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্য ছিল তাদের নিজস্ব শাসন ও বিচার ব্যবস্থা। তারা ইংরেজদের আদালত বয়কট করে প্রতিটি গ্রামে 'পঞ্চায়ত ব্যবস্থা' গড়ে তোলেন। এখানে স্থানীয়ভাবে সকল ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি হতো। ঐতিহাসিক জেমস ওয়াইজের মতে, এই পঞ্চায়ত ব্যবস্থা এতই শক্তিশালী ও ইনসাফপূর্ণ ছিল যে, ফরায়েজী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কোনো মামলা সরকারি আদালত পর্যন্ত যেত না। এমনকি হিন্দু ও খ্রিষ্টানরাও ইনসাফ পাওয়ার আশায় ফরায়েজী নেতাদের কাছে আসত। এটি ছিল সেক্যুলার বিচার ব্যবস্থার মুখে এক চপেটাঘাত এবং ইসলামি ইনসাফের বাস্তব প্রতিফলন।

জমিদার ও নীলকরদের ষড়যন্ত্র

ফরায়াজীদের জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদাররা একজোট হলো। তারা হাজী শরীয়তউল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও ষড়যন্ত্র শুরু করল। ১৮৩৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে তিতুমীরের মতো 'রাষ্ট্রের ভেতরে আলাদা রাষ্ট্র' গড়ে তোলার অভিযোগ আনা হয়। যদিও সুকৌশলে আন্দোলন পরিচালনার কারণে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তবুও তাঁকে বারবার হয়রানি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোনো ভয়ভীতিই এই মুজাহিদকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

উত্তরাধিকার: হাজী শরীয়তউল্লাহ থেকে দুদু মিয়া

১৮৪০ সালে এই মহান সংস্কারক ইন্তেকাল করেন। তবে ফরায়াজী আন্দোলন থেমে যায়নি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দিন 'দুদু মিয়া' এই আন্দোলনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। দুদু মিয়া ঘোষণা করেছিলেন— "লাঙল যার, জমি তার"। তিনি ফরায়াজীদের একটি শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনীতে রূপান্তর করেন, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ফরায়াজী আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি মুসলমান তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয় ফিরে পায় এবং জমিদারি প্রথার শৃঙ্খল ভাঙার সাহস অর্জন করে।

আমাদের করণীয়

হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন কেবল ইতিহাসের পাতায় রাখার জন্য নয়, বরং এটি আমাদের বেঁচে থাকার নতুন সংকল্প। আবার আত্মসম্মান ও শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে চাইলে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে

- **ফরজ আদায়ে আপসহীনতা:** সেকুল্যার ধর্মের নানা অনুষ্ণংগ যেমন পর্ন আসক্তি, মাদক, জুয়া, পরকীয়া ও জেনা-ব্যভিচার বর্জন করে খাঁটি ইসলামি জীবনে ফেরার শপথ নিতে হবে।
- **সাংস্কৃতিক গোলামি বর্জন:** ভ্যালেন্টাইন, থার্ট ফাস্ট নাইট বা হিন্দুয়ানি অপসংস্কৃতি বর্জন করে নিজের মুসলিম পরিচয়কে গর্বের সাথে ধারণ করুন। মনে রাখবেন, পোশাক আর আচরণে আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন স্বতন্ত্র ও সাহসী।
- **সামাজিক ইনসারফ ও ঐক্য:** আপনার এলাকায় কেউ অন্যায়ের শিকার হলে বা শোষিত হলে হাজী শরীয়তউল্লাহর 'পঞ্চগয়েতি' চেতনায় ইনসারফের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। মজলুমের সহায় হওয়া আমাদের ঈমানি দায়িত্ব।
- **সংগঠিত হওয়া:** একা চলা মুমিনের জন্য কঠিন। নিজ এলাকার তরুণদের সাথে নিয়ে সমাজসেবা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও জনসচেতনতামূলক কাজে অংশ নিন। হাজী শরীয়তউল্লাহ একাকী শুরু করেছিলেন, আজ আমরা যদি এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট ইউনিটে সংগঠিত হই, তবে কোনো অন্যায় শক্তি আমাদের দমাতে পারবে না।

আসুন, আমরা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে জানি এবং হাজী শরীয়তউল্লাহর মতো আত্মত্যাগী হয়ে একটি ইনসারফপূর্ণ সমাজ গড়ার শপথ নিই।

তথ্যসূত্র:

- *বাংলার ফরায়াজী আন্দোলনের ইতিহাস*, মুঈন উদ-দীন আহমাদ খান।
- *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, উইলিয়াম হান্টার।

জুলুমের রাজত্ব কাঁপিয়ে দেওয়া এক অঘোষিত বাদশাহ

ব্রিটিশরা আসার পূর্বে বাংলা শাসন করত মুসলিমরা। সে সময় বাংলা ভূখণ্ড ব্যাপক সমৃদ্ধশালী ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে উর্বর ভূমি ছিল আমাদের। ফসলের পাশাপাশি সিল্ক, তুলা, তাঁত ও বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। ঢাকাকে ম্যানচেস্টারের মতো শিল্পসমৃদ্ধ শহরের সাথে তুলনা করা হতো। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর এক গভীর আঁধার নেমে আসে। ইংরেজরা আমাদের সম্পদ লুটে নেয়, যার ফলে ১৭৭০ সালে (ছিয়াত্তরের মহাস্তর) এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এর ফলে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুছে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর বাংলাতে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং কলকাতাকেন্দ্রিক। তারা আমাদের পূর্ববঙ্গের মুসলিমদেরকে ব্যাপকভাবে শোষণ করা শুরু করে। দাড়ি রাখা, আযান দেওয়া, গরু জবাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দরিদ্র, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহায় পায় না।

ইংরেজরা আমাদের তাঁত ও বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করে দেয়। আমাদের বিখ্যাত শাড়ি মসলিন হারিয়ে যায়। তাঁতিদের আংগুল পর্যন্ত কেটে নিত ওরা, যেন তাঁত বুনতে না পারে। কৃষকদের ধান চাষ বন্ধ করে নীল চাষে বাধ্য করা হয়। নীলকরদের নিষ্ঠুরতা এতটাই চরম ছিল যে, খোদ ব্রিটিশ কমিশনই রিপোর্টে বলেছিল— “ইংল্যান্ডে যে নীলের বাস্তবায়ন, তার প্রতিটি মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

আসলে সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে ছিল কেবল হাহাকার আর কান্না। মজলুমের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠত। ইংরেজরা বেনিয়া জাত। আমরা ছিলাম সবচেয়ে ধনী অঞ্চল। কাজেই আমাদের ওপর-ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারদের নজর বেশি ছিল। শোষণ আ জুলুমের এক লজ্জাজনক ইতিহাস রচনা করে তারা। পূর্ব বাংলায় নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার। ক্ষুধা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রোগব্যাদি, জুলুম, বঞ্চনা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় আমাদের পূর্বপুরুষদের।

এমনই এক ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে পূর্ববাংলা তথা ভারতবর্ষের সকল ধর্মের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের জন্য আলো ছেলে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ফরায়াজীরা। হাজী শরীয়াতউল্লাহর যোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ছিলেন এই বিপ্লবের মহানায়ক। অনেকে আমাদের 'ভেতো বাঙালি' বলে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরাই ছিলাম ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহী শক্তি।

দুদু মিয়া ১২ বছর বয়সেই মক্কায় গিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর কঠোর জ্ঞান অর্জন করেন। সেখান থেকেই তাঁর অন্তরে তাওহীদ ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বীজ রোপিত হয়। ১৮৪০ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন হাল ধরেন, তখন ফরায়াজী আন্দোলন কেবল একটি সংস্কার আন্দোলন নয়, বরং ব্রিটিশ শাসনের সমান্তরালে এক 'ছায়া সরকার'-এ পরিণত হয়।

দুদু মিয়ার বিশ্বয়কর রণকৌশল

- **লাঠিয়াল বাহিনী গঠন:** শোষিত মানুষকে বাঁচাতে তিনি বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গড়েন। হিন্দু হোক বা মুসলিম, কোনো মজলুম তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর বাহিনীর ভয়ে নীলকর আর জমিদাররা থরথর করে কাঁপত।

- **পঞ্চগয়েত ও বিকল্প আদালত:** ইংরেজদের আদালত ছিল দুর্নীতির আখড়া। দুদু মিয়া গ্রামভিত্তিক নিজস্ব বিচারব্যবস্থা বা 'পঞ্চগয়েত' প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় ২২টিরও বেশি ফরায়েজী আদালত ছিল, যেখানে মানুষ দ্রুত ও ন্যায্যবিচার পেত। এর ফলে ব্রিটিশদের আদালত বয়কট করা হয়।
- **খলীফা ও প্রশাসনিক কার্গামো:** তিনি পুরো অঞ্চলকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এই খলীফারা স্থানীয়দের ঐক্যবদ্ধ রাখা, মুষ্টি চাল সংগ্রহ করা এবং প্রশাসন পরিচালনা করতেন।
- **অর্থনৈতিক বয়কট:** দুদু মিয়া ঘোষণা করেছিলেন— “জমি আল্লাহর, তাই লাঙল যার, জমি তার।” তিনি ইংরেজদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং খাস জমিগুলোতে দরিদ্রদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

মহানুভবতা ও ইনসাফ

অনেক উগ্র ব্যক্তি দাবি করে, দুদু মিয়া উগ্র ছিলেন, সাম্প্রদায়িক ছিলেন। অথচ তিনি হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন।

বাংলার পুলিশ সুপার ড্যাম্প্যাইয়ার ড. ওয়াইজ মন্তব্য করেন,

“ফরায়েজীরা জাতভেদ দূর করে ইসলামের আলোকে মানুষে মানুষে সমতা ও ভাতৃত্ববোধ তৈরি করেন। নীচু জাতের মানুষদের বিষয়াবলি উঁচু জাতের মানুষের বিষয়াবলির মতোই সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো। ফরায়েজীরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাকা ও বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন”।

জেমস ওয়াইস, উইলিয়াম হান্টারসহ অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন,

‘সব ধর্মের জালিমরাই ফরায়েজীদের শত্রুতে পরিণত হয়। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যে উদ্দীপনা নিয়ে তারা লড়াই করেছেন সেই একই উদ্দীপনা নিয়ে তারা অত্যাচারী মুসলিম জমিদার ও ইংরেজ নীলচাষীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতেন।’

শেষ দিনগুলি ও ইন্তেকাল

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা ভয় পেয়ে দুদু মিয়াকে বন্দি করে। তারা জানত, এই সিংহপুরুষ বাইরে থাকলে বাংলার ইতিহাস অন্যরকম হতো। কারাগারের অন্ধ কুঁঠুরিতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬২ সালে ঢাকার বংশাল রোডের বাড়িতে (১৩৭ নং বংশাল রোড) এই মহান বীর চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

দুদু মিয়ার ইতিহাস কেবল পড়ার জন্য নয়, এটি আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করার রসদ। আজ আমাদের সমাজেও মাদক, পর্ন আসক্তি, নৈতিক অবক্ষয় আর ইসলামবিদ্বেষের বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়েছে। এই অন্ধকার দূর করতে দুদু মিয়ার শিক্ষা আমাদের পাথেয়:

- **সংগঠিত হওয়া ও অনৈক্য দূর করা:** ফরায়েজীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই ব্রিটিশরা ভয় পেত। আজ আমাদেরও পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের নিয়ে সমাজসেবা ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ইউনিট গড়তে হবে।

- **সাংস্কৃতিক দাসত্ব বর্জন:** ভিনদেশি অপসংস্কৃতি আর আসক্তি বর্জন করে নিজের গৌরবময় ইতিহাস ও ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করুন।
- **মজলুমের পাশে দাঁড়ানো:** ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপনার আশেপাশে কেউ নির্যাতিত হলে দাফতরিক বা সামাজিক উপায়ে তাঁর পাশে দাঁড়ান। মনে রাখবেন, দুদু মিয়া সব ধর্মের মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলেন।
- **নৈতিক বিপ্লব:** ব্যক্তিগত জীবনে ফরজ ইবাদত ও নৈতিকতায় বলীয়ান হতে হবে। যার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সে সমাজ বদলাতে পারে না।

ইতিহাসের পাতা থেকে দুদু মিয়াকে মুছে ফেলা হয়েছে, হচ্ছে। তবে চাইলেই তাঁর মতো মহামানবকে কি মুছে ফেলা যায়? তিনি থাকবেন বাংলার প্রতিটি কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর হৃদয়ে। যারা এ জমিনকে, এ জমিনের মানুষগুলোকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে। যারা অশ্লীলতা, অনাচার, অনৈতিকতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, ইসলাম বিদ্বেষ, হানাহানিতে ভরে যাওয়া এই সমাজকে বদলে দিয়ে সত্য, ইনসাফ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে চায়। যারা বাংলার সকল নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। তিনি থাকবেন প্রত্যেক ইনসাফের পথের পথিকের আলোর দিশারী হয়ে। সালাম জানাই আপনাকে, হে মহান বীর! ভোরের শিশিরের মতো রহমত বারে পড়ুক আপনার কবরে।

এই লিফলেটটি পড়ার পর আপনার এলাকার অন্তত ১০ জন তরুণের কাছে এই বীরের ইতিহাস ও মূলে ফেরার আহ্বান পৌঁছে দিন।

তথ্যসূত্র:

- *বাংলার ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, মুঈন উদ-দীন আহমাদ খান।
- *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, উইলিয়াম হান্টার।

৩৬০ আউলিয়ার সেনাপতি: হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ও এই বাংলার আত্মপরিচয়

আপনার কি জানা আছে—সিলেট এক সময় ছিল এক জালিম রাজার শাসনাধীন, যেখানে নিজের সন্তানের আকিকা করার দায়ে একজন মুসলিম পিতার হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল? সে ছিল এক চরম জাহেলিয়াহ। সাধারণ মানুষ ছিল বর্ণবাদ এবং শোষণের শিকলে বন্দি। ঠিক তখন সুদূর আরব্য মরুভূমি থেকে এক সিংহপুরুষ ৩৬০ জন জানবাজ সঙ্গী নিয়ে এই বাংলায় পা রেখেছিলেন। তিনি শুধু তসবিহ হাতে একজন পীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অকুতোভয় সেনাপতি, যিনি এই মাটিকে জুলুমমুক্ত করেছিলেন। তিনি— **সুলতানুল বাংলা হযরত শাহজালাল রহিমাছল্লাহ ইয়েমেনি**।

আরবের মরুভূমি থেকে বাংলার সবুজ প্রান্তর

হযরত শাহজালাল রহিমাছল্লাহ ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও বীর মুজাহিদ। মামা সৈয়দ আহমদ কবির রহিমাছল্লাহ-এর কাছে তিনি আধ্যাত্মিক ও সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। মামার দেওয়া একমুঠো মাটি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন এমন এক ভূমির খোঁজে, যার মাটির স্বাগ হবে তাঁর হাতের মাটির মতো। দিল্লির নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহিমাছল্লাহ)-এর দোয়া নিয়ে তিনি যখন বাংলায় আসেন, তখন তাঁর অন্তরে ছিল দুটি লক্ষ্য:

- আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।
- মজলুম মানুষকে জালিমের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া।

বুরহান উদ্দীনের আর্তনাদ ও সিলেটের সেই ভয়াবহ যুলুম

তৎকালীন সিলেটের শাসক ছিল রাজা গৌড় গোবিন্দ। সে ছিল অত্যন্ত অহংকারী এবং মুসলিম বিদ্বেষী। সিলেটের টোঙর গ্রামে বুরহান উদ্দীন নামে এক মুসলিম বসবাস করতেন। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে একটি গরু জবাই করেন। এ অপরাধে গৌড় গোবিন্দের সৈন্যরা বুরহান উদ্দীনের মাসুম বাচ্চাকে জবাই করে দেয় এবং বুরহান উদ্দীনের ডান হাত কেটে দেয়। এই আর্তনাদ দিল্লির সুলতানের মাধ্যমে শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর কাছে পৌঁছাল। তিনি ৩৬০ জন আউলিয়া ও মুজাহিদ নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অদম্য ঈমানি শক্তি?

ইতিহাস সাক্ষী, শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) যখন সিলেটে পৌঁছান, গৌড় গোবিন্দ পাহাড়প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করেছিল। সুরমা নদীর পার থেকে নৌকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে মুজাহিদরা নদী পার হতে না পারে। কিন্তু শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) তাঁর জানবাজ সাথীদের নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে নদী পার হন। গৌড় গোবিন্দ তাঁর তান্ত্রিক শক্তি ও বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেও শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর বাহিনীর 'তাকবীর' ধ্বনির সামনে তার প্রাসাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করে। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজিত হয় এবং প্রথমবারের মতো সেখানে সুউচ্চ স্বরে আজান ধ্বনিত হয়।

সমাজ সংস্কার

সিলেট বিজয়ের পর শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ক্ষমতা দখল করে রাজা হয়ে বসেননি। তিনি চাইলেই সুলতান হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। তিনি তাঁর ৩৬০ জন সঙ্গীকে বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিলেন।

- **বর্ণবাদ দূর করা:** তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল বর্ণবাদের কঠিন শিকলে বন্দি। হিন্দু সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা ছিল ‘অস্পৃশ্য’ ও চরম অবহেলিত। তাদের ছোঁয়া লাগলে জাত যাওয়ার ভয় পেত উচ্চবর্ণের শাসকেরা। ঠিক সেই সময় হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ইসলামের সাম্যের পয়গাম নিয়ে হাজির হন। তিনি কোনো ভেদাভেদ না করে এই অবহেলিত মানুষদের বুকে টেনে নিলেন এবং তাদের সাথে একই খালায় বসে খাবার খেয়ে আভিজাত্যের দস্ত চূর্ণ করলেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, মানবিক আচরণ এবং জাতপাতহীন ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে। এই ইনসানিটি ও সাম্যের মোহে মুগ্ধ হয়েই হাজার হাজার মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করে।
- **খানকাহ ও শিক্ষা:** তিনি শুধু মসজিদ নয়, বরং অসংখ্য খানকাহ ও মাদ্রাসা গড়ে তুললেন যা ছিল একাধারে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং মানুষের সেবার আশ্রয়স্থল।

বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার চোখে শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)

বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক **ইবনে বতুতা** ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে এসে হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন— শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং অত্যন্ত সুপুরুষ। তিনি সারা বছর রোজা রাখতেন এবং প্রচণ্ড শীতের মাঝেও রাতভর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক তেজ এবং চারিত্রিক মাধুর্য দেখেই হাজার হাজার মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

মাজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হুকুমার: শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর আদর্শ বনাম অপসংস্কৃতি

আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যাঁর হাত ধরে এ দেশে তাওহীদের শিক্ষা এসেছিল, তাঁর মাজারকে কেন্দ্র করেই আজ শিরক, বিদআত এবং মাদক সেবনের মতো গর্হিত কাজ চলছে। যে শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) সারা জীবন শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর কবরে সেজদা করা কিংবা সেখানে গান-বাজনার আসর বসানো তাঁরই আদর্শের চরম অবমাননা। মনে রাখবেন, শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) আমাদের মাজার পূজা করতে শেখাননি, তিনি শিখিয়েছেন এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে। তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করা মানে এই নয় যে তাঁর মাজারে গিয়ে অনৈসলামিক কাজ করা।

আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বর্তমান সমাজকে বদলাতে হবে। আজ আমাদের সমাজেও নতুন নতুন 'গৌড় গোবিন্দ'রা জেঁকে বসেছে যারা আমাদের ঈমান ও নৈতিকতা কেড়ে নিতে চায়। আমাদের করণীয়:

- **দাওয়াত ও নৈতিক বিপ্লব:** শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) যেমন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দীন পৌঁছে দিয়েছিলেন, আজ আমাদেরও পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের কাছে ইসলামের সঠিক বার্তা নিয়ে যেতে হবে। মাদক, পর্ন আসক্তি এবং চারিত্রিক পতন থেকে যুবসমাজকে বাঁচাতে হবে।

- **ইনসাফ প্রতিষ্ঠা:** বুরহান উদ্দীনের মতো মজলুমের পাশে দাঁড়ানোই হলো শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর প্রকৃত শিক্ষা। আপনার এলাকায় কেউ নির্যাতিত হলে দল-মত নির্বিশেষে তাঁর পাশে দাঁড়ান।
- **ভ্রাতৃত্ব:** শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করেছিলেন। আমাদেরও উচিত প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের সাথে সদাচরণ করা এবং আত্মমানবতার সেবায় এগিয়ে আসা।
- **ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হওয়া:** প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করুন।
- **সংগঠিত হওয়া:** শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ) ৩৬০ জন সঙ্গী নিয়ে জয় করেছিলেন। আমরাও যদি এলাকায় ছোট ছোট সামাজিক ইউনিটে সংগঠিত হই, তবে এই সমাজকে বদলে দেওয়া সম্ভব।

১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান অলি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ আজও সিলেটসহ পুরো বাংলার আকাশে-বাতাসে মিশে আছে। আমরা সেই সেনাপতির উত্তরসূরি, যিনি হাজার মাইল দূর থেকে এসে জালিমের মসনদ উল্টে দিয়েছিলেন। আজ আমাদের ওপর দায়িত্ব—সেই হারানো আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়া এবং নিজেদের এক একজন শাহজালাল হিসেবে গড়ে তোলা।

এই লিফলেটটি পড়ার পর অন্তত ৫ জন মানুষের কাছে হযরত শাহজালাল (রহিমাছল্লাহ)-এর প্রকৃত বীরত্বগাথা ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিন।

তথ্যসূত্র:

- সুহাইল-ই-ইয়ামেন, নাসিরুদ্দিন হায়দার, রেহালা, ইবনে বতুতা
- সিলেটের ইতিহাস, সৈয়দ মূর্তজা আলী।
- বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।

ডেঙ্গু মহামারি: দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বলি আর কত প্রাণ? এখনই কথের দাঁড়ানোর সময়!

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন ইলমা জাহান। মা-বাবার স্বপ্ন ছিল, মেয়ে চিকিৎসক হবে। তাঁদের এসব স্বপ্ন-চাওয়া এখন অতীত। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে মারা গেছেন মেয়েটি।

- ডেঙ্গুতে মারা গেল ভিকারুননিসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী মেহজাবিন
 - চ্যালেনআই অনলাইন ২৬, জুলাই, ২০২৩
- ডেঙ্গুতে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ মা
 - জাগোনিউজ, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪
- ছোট্ট মশার কামড়ে নিভে যাচ্ছে অগণিত স্বপ্ন
 - ঢাকাপোস্ট ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- ডেঙ্গুতে শিশুকে নিয়ে বেশি ভয়ে অভিভাবকরা, মৃত্যুও বেশি
 - বিডিনিউজ ২৪, ৮ নভেম্বর, ২০২২

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, সামান্য একটি মশা কেন আজ আমাদের ঘরে ঘরে মৃত্যু আর আতঙ্কের ছায়া ফেলছে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডেঙ্গু আমাদের সামষ্টিক নৈতিকতা ও আমানতদারিতার পরীক্ষার নাম। আমাদের সামান্য আলস্য একটি সাজানো পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর দায়ভার কেবল মশার নয়, বরং আমাদের অবহেলা আর দায়িত্বহীনতার।

মূল কারণ অবহেলা, কর্পোরেট লোভ ও আমাদের ব্যক্তিবাদ

ডেঙ্গু, অব্যবস্থাপনা ও নৈতিক পচনের এক জ্বলন্ত প্রমাণ:

- **সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতি ও চরম অবহেলা:** ডেঙ্গু দমনে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। মশা নিধনের নামে নিম্নমানের অকার্যকর ওষুধ কেনা, বাজেটের বিশাল অংকের টাকা দুর্নীতি ও লুটপাট করা এবং সময়মতো মশা নিধন অভিযান না চালানোর কারণে এডিশ মশা আজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কর্তৃপক্ষের এই চরম দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার দায়ভার সাধারণ মানুষকে জীবন দিয়ে মেটাতে হচ্ছে।
- **মুনাফালোভী কর্পোরেট ও প্লাস্টিক বর্জ্য:** পানীয় ও চিপস উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো কোটি কোটি টাকা মুনাফা করলেও তাদের তৈরি বর্জ্য (প্লাস্টিক বোতল ও মোড়ক) ব্যবস্থাপনার কোনো দায় নিচ্ছে না। যত্রতত্র পড়ে থাকা এই বর্জ্যই বৃষ্টির পানি জমিয়ে মশার প্রধান আঁতুড়ঘর তৈরি করছে। এদেরকে পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং ব্যবহারে বাধ্য করার সময় এসেছে।
- **সেকুলার ব্যক্তিবাদ ও স্বার্থপরতা:** সেকুল্যার ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে "নিজের ঘর পরিষ্কার রাখলেই হলো, বাইরের ড্রেন বা অন্যের বাড়ির টব আমার দেখার বিষয় নয়।" এই পরকালহীন স্বার্থপর চিন্তা ও

সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে কেউ কাউকে সচেতন করার সাহস পায় না, যার ফলে ডেঙ্গু আজ মহামারিতে রূপ নিয়েছে।

- **আমানতদারিতার অভাব:** প্রকৃতি আল্লাহর আমানত। সেকুলার শিক্ষা আমাদের কেবল 'ভোক্তা' হতে শিখিয়েছে, প্রকৃতির 'আমানতদার' হিসেবে দায়িত্ব নিতে শেখায়নি। এই আমানতের খেয়ানতই আজ আমাদের আজাবে পরিণত হয়েছে।

ডেঙ্গুর প্রধান লক্ষণসমূহ

সাধারণ জ্বরের সাথে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত সতর্ক হোন:

- প্রচণ্ড জ্বর (১০৩-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে) এবং মাথাব্যথা।
- চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
- হাড়, কোমর ও মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা (একে হাড়ভাঙা জ্বরও বলা হয়)।
- শরীরে লালচে র্যাশ বা দানা ওঠা।
- **বিপদ চিহ্ন:** অনবরত বমি হওয়া, মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্তপাত, পেটে তীব্র ব্যথা এবং প্রচণ্ড দুর্বলতা।

ডেঙ্গু হলে করণীয়

ডেঙ্গু সন্দেহ হলে আতঙ্কিত না হয়ে নিচের পদক্ষেপগুলো নিন:

- রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখুন। প্রচুর পানি, ওরস্যালাইন, ডাবের পানি ও স্যুপ পান করান।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধ খাবেন না।
- জ্বরের প্রথম দিনেই এনএস-১ (NS1) পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন।
- আগে থেকেই রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে ১-২ জন রক্তদাতা ঠিক করে রাখুন। তবে মনে রাখবেন, **চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আতঙ্কিত হয়ে প্লাটিলেট দেওয়ার জন্য তাড়াছড়ো করবেন না।**
- আক্রান্ত রোগীকে সবসময় মশারির ভেতরে রাখুন, যাতে তাকে কামড়ানো মশা অন্য কাউকে সংক্রামিত করতে না পারে।

জ্বর সেরে যাবার পরেও ডেঙ্গুজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে; যেমন শ্বাসকষ্ট, পেটে বা বুকে ব্যথা হওয়া, পেট ফুলে যাওয়া, পায়খানার সাথে কালো রক্ত যাওয়া ইত্যাদি। এজন্যে জ্বর সেরে যাবার পরেও অন্তত ২ সপ্তাহ পর্যন্ত এসব লক্ষণের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

কোথায় ফ্রি চিকিৎসা ও পরামর্শ পাবেন?

- **সরকারি হাসপাতাল:** ঢাকা মেডিকেল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুর চিকিৎসা ও পরীক্ষা নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে করা হয়।
- **স্বাস্থ্য বাতায়ন (১৬২৬৩):** যেকোনো সময় বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে কল করুন এই নম্বরে।

- **ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতাল:** ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত এই হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা দেওয়া হয়।

ইসলামের পরিচ্ছন্নতার নির্দেশনা ও দর্শন ডেঙ্গু মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকরী

- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"^{১১৩} মুমিন কখনো অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে না।
- আপনার অবহেলায় যদি মশা জন্মায় এবং কেউ অসুস্থ হয়, তবে আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন। রাস্তা বা ড্রেন থেকে পানি জমার পাত্র সরানো একটি বড় সদকা। অন্যের চলাচলের পথ থেকে একটি পানির পাত্র বা ময়লা সরানো জালাতে যাওয়ার পথ সুগম করে।
- **রক্তদান একটি মহৎ সদকা।** ডেঙ্গু রোগীর প্রয়োজনে রক্তদান করা কেবল মানবতা নয়, বরং একটি বড় ইবাদত। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার এক ব্যাগ রক্ত একটি মৃতপ্রায় মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে।

আপনার করণীয়: ৩ দিনে ৬ দিন, জমা পানি ফেলে দিন

- আজই নিজের ঘর ও বারান্দা চেক করুন। টব বা পরিত্যক্ত পাত্রের পানি সপ্তাহে অন্তত দুবার পরিষ্কার করুন। ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।
- দামী অ্যারোসল বা কয়েলের অপেক্ষায় না থেকে জমে থাকা পানিতে সামান্য **কেরোসিন তেল** বা **ব্লিচিং পাউডার** ছিটিয়ে দিন; এটি মশার লার্ভা ধ্বংসে অত্যন্ত কার্যকর ও সস্তা।
- বাড়ির আশপাশের নর্দমা ও ঝোপঝাড়ে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন।
- প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাধ্য করতে সামাজিক জনমত গড়ে তুলুন।
- পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা মিলে ডেঙ্গু বিরোধী ক্যাম্পেইন করুন। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিন।থার্মি ফাস্ট নাইট বা ভ্যালেন্টাইনের মতো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমরা যেমন দাঁড়াই, তেমনি ডেঙ্গুর মতো সামাজিক বিপর্যয়েও আমাদের সরব হতে হবে। আল্লাহর কাছে ওয়র পেশ করার জন্য হলেও আমাদের এই মেহনত চালিয়ে যেতে হবে।
- পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা মিলে '**রক্তদাতার তালিকা**' তৈরি করুন।
- মুরূবিবরা কেবল শাসন নয়, বরং স্নেহের সাথে পাড়ার তরুণ ও প্রতিবেশীদের সচেতন করুন। পাড়া-মহল্লা পরিষ্কার রাখতে সম্মিলিত '**পরিচ্ছন্নতা অভিযান**' শুরু করুন।

ডেঙ্গু আমাদের রুচি এবং ঈমানের পরীক্ষা। আমাদের সামান্য উদাসীনতা যেন কারও অকাল মৃত্যুর কারণ না হয়। আসুন, আমরা নিজের ঘর ও চারপাশকে আমানত হিসেবে রক্ষা করি।

চলুন গড়ি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক নির্মল ও রোগমুক্ত সমাজ...

^{১১৩} সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৩

যাকাত বনাম ট্যাক্স: কোনটি প্রকৃত মুক্তির পথ?

আমরা প্রতিনিয়ত সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি—ভ্যাট দিচ্ছি, ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি, এমনকি মোবাইল রিচার্জ করতে গেলেও টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি? আমাদের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল আর জীবনযাত্রার মান কি সেই অনুপাতে উন্নত হচ্ছে? নাকি আমাদের ঘাম বরানো ট্যাক্সের টাকায় ক্ষমতাশীলদের পকেট ভারী হচ্ছে আর বিদেশে টাকা পাচার হচ্ছে? সেক্যুলার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ‘ট্যাক্স’ আজ শোষণের হাতিয়ার।

ট্যাক্স: পুঁজিবাদী শোষণের এক আইনি মাধ্যম

বর্তমান পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ট্যাক্স বা করের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

- **গরিবের ওপর বোঝা:** এই ব্যবস্থায় একজন রিকশাচালক যখন সাবান বা লবণ কেনেন, তাকেও বড়লোকের সমান হারে ভ্যাট দিতে হয়। অর্থাৎ ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য করা হয় না, যা চরম জুলুম।
- **সম্পদ কুক্ষিগত করা:** পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ট্যাক্স আদায়ের পরও সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের হাতে জমা থাকে। এর ফলে ধনী আরও ধনী হয় আর গরিব হয় আরও নিঃস্ব।
- **দুর্নীতি ও পাচার:** জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্সের বড় একটি অংশ মেগা প্রজেক্টের দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক বিলাসিতা এবং বিদেশে পাচারের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।
- **জোরপূর্বক আদায়:** ট্যাক্স না দিলে আইনি জেল-জুলুমের ভয় দেখানো হয়, এখানে কোনো আধ্যাত্মিক বা নৈতিক তৃপ্তি নেই।

যাকাত: আল্লাহর দেওয়া এক আসমানী অর্থব্যবস্থা

যাকাত কোনো দয়া নয়, বরং এটি ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার। কুরআনী যাকাত ভিত্তিক ব্যবস্থা ট্যাক্সের চেয়ে কেন শ্রেষ্ঠ?

- **নির্দিষ্ট হার ও ইনসাফ:** যাকাত কেবল ধনীদের ওপর (যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে) ২.৫% হারে ধার্য করা হয়। দরিদ্র মানুষের ওপর যাকাতের কোনো বোঝা নেই, বরং তারা যাকাত পাবে।
- **সম্পদ সচল করা:** যাকাত অলস পড়ে থাকা সম্পদের ওপর ধার্য হয়। ফলে মানুষ বাধ্য হয়েই সম্পদ ব্যবসায় বা কলকারখানায় বিনিয়োগ করে, যা বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
- **দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার:** যাকাতের টাকা সরাসরি রাষ্ট্রের দরিদ্র ও অসহায় এমন আর্টটি খাতে ব্যয় হয়। এটি কেবল রাষ্ট্রের কোষাগার ভরার জন্য নয়, বরং অভাবীকে অভাবমুক্ত করার জন্য।
- **পবিত্রতা:** যাকাত শব্দের অর্থ ‘পবিত্র করা’। এটি দাতার মন থেকে কৃপণতা দূর করে এবং সম্পদে বরকত নিয়ে আসে। এটি আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার সাথে আদায় করা হয়।

যাকাত বনাম ট্যাক্স: একটি তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	প্রচলিত ট্যাক্স (কর)	ইসলামি যাকাত
ভিত্তি	মানুষের তৈরি আইন ও রাজনৈতিক স্বার্থ।	আল্লাহর দেওয়া অলঙ্ঘনীয় বিধান।
আদায়	ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার ওপর (ভ্যাট ইত্যাদি)।	কেবল সচ্ছল ও ধনীদের ওপর (নির্দিষ্ট নেসাব)।
লক্ষ্য	রাষ্ট্রের ব্যয়ভার চালানো ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা।	সম্পদ বণ্টন ও দারিদ্র্য নির্মূল করা।
ফলাফল	সম্পদ কুক্ষিগত হয় ও দুর্নীতি বাড়ে।	সম্পদ বণ্টন হয় ও সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ে।
জবাবদিহিতা	কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে (যা ফাঁকি দেওয়া যায়)।	আল্লাহর কাছে (যা ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়)।

যাকাত মানে শাড়িলুঙ্গি ভিক্ষা দেওয়া নয়-

আমাদের দেশে যাকাত মানেই মনে করা হয়—বছরের শেষে কিছু কমদামী শাড়ি বা লুঙ্গি কিনে গরিবের মাঝে ছুড়ে দেওয়া। এটি যাকাতের নামে তামাশা!

- **যাকাতের মূল উদ্দেশ্য:** যাকাত কেবল অভাবীকে একবেলার খাবার দেওয়া নয়, বরং তাকে স্থায়ীভাবে ‘অভাবমুক্ত’ করা।
- **স্বাবলম্বীকরণ:** একজনকে শাড়ি না দিয়ে যদি ১০ জন মিলে একজনকে একটি রিকশা, সেলাই মেশিন বা ছোট দোকান করে দেওয়া হয়, তবে পরের বছর ওই ব্যক্তির আর যাকাত নেওয়ার প্রয়োজন হবে না; বরং সে নিজেই যাকাত দেওয়ার যোগ্য হতে পারবে।
- **মর্খাদাহানি নয়:** যাকাত কোনো করুণা নয়, এটি ধনীর সম্পদে দরিদ্রের প্রাপ্য অধিকার। ভিড় জমিয়ে যাকাত বিতরণের নামে মানুষকে অপদস্থ করা ইসলাম বিরোধী কাজ।

যাকাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের কত দ্রুত দারিদ্র্যমুক্তি সম্ভব?

বাংলাদেশে সঠিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করা হলে মাত্র ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

- **বিপুল তহবিলের সম্ভাবনা:** বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ কোটিপতি এবং সম্পদশালী মানুষ রয়েছেন, তারা যদি সততার সাথে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করেন, তবে বছরে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশাল তহবিল অর্থনীতিতে যুক্ত হতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক টাকা দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

মানুষের বানানো আইনের ট্যাক্স দিয়েও দুর্নীতি ও অর্থ পাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না। কুরআনের আইন অনুসারে যাকাত ব্যবস্থাপনা করতে পারলে বা দেশ পরিচালিত হলে:

- লুটপাট বন্ধ হবে। আমানতদারির বিধান থাকায় জনগণের টাকা বিদেশে পাচার হবে না।

- কৃষি জমিতে ওশর চালু হলে কৃষকদের ভাগ্য বদলে যাবে।
- সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে, ফলে সাধারণ মানুষের ঋণের বোঝা হালকা হবে।

ভাই আমার, আজকের এই বেকারত্ব, অভাব আর মুদ্রাস্ফীতির মূলে রয়েছে মানুষের বানানো ত্রুটিপূর্ণ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। ট্যাক্সের যাঁতাকলে পিষ্ট না হয়ে আমাদের দাবি হওয়া উচিত— "ইনসাফভিত্তিক যাকাত ব্যবস্থা কয়েম করো"। যখন আল্লাহর আইন অনুসরণ করার মাধ্যমে সম্পদ কেবল গুটিকয়েক মানুষের হাত থেকে বেরিয়ে সবার হাতে পৌঁছাবে, তখনই আসবে প্রকৃত মুক্তি।

আসুন, সেক্যুলার পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হই এবং আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবন ও রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার করি।

তথ্যসূত্র: সূরা আত-তাওবা (আয়াত ৬০), সহীহ বুখারি (যাকাত অধ্যায়), এবং বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহ।

পলিথিনের বিষ: বিপন্ন প্রকৃতি, বিপন্ন জীবন

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, আজ কেন সামান্য বৃষ্টিতেই আমাদের শহরগুলো নর্দমায় ভেসে যায়? কেন আমাদের ফসলি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে আর আমাদের চারপাশটা ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে? এই পরিবেশগত বিপর্যয় কেবল প্রকৃতির খামখেয়ালি নয়, বরং আমাদের জীবন দর্শনের এক চরম বিপর্যয়। এক সময় এই জনপদে মাটির সোঁদা গন্ধ আর স্বচ্ছ জলের প্রবাহ ছিল। আজ সেখানে জায়গা করে নিয়েছে পলিথিন আর দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য।

আপনি কি জানেন, বাজার থেকে যে পলিথিন ব্যাগটি আপনি অনায়াসেই ফেলে দিচ্ছেন, তা পচতে সময় লাগে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বছর? এই ছোট্ট একটি ব্যাগ আমাদের পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে:

- **মাটির মৃত্যু ও কৃষির বিনাশ:** পলিথিন মাটিতে মিশে মাটির স্বাভাবিক অক্সিজেন ও পানি চলাচল বন্ধ করে দেয়। এটি মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে ফেলে।
- **জলাবদ্ধতার:** আমাদের ফেলে দেওয়া পলিথিন ও প্লাস্টিক বোতল ড্রেন ও নর্দমাগুলোকে আট্টেপৃষ্ঠে জ্যাম করে দিচ্ছে। ফলে বৃষ্টির পানি বের হতে না পেরে নর্দমার পানি ঘরে ঢুকে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে।
- **খাবারে বিষ (মাইক্রোপ্লাস্টিক):** পলিথিন ঘর্ষণে ক্ষুদ্র 'মাইক্রোপ্লাস্টিকে' পরিণত হয়। এরপর লবণ, পানি ও মাছের মাধ্যমে আমাদের রক্তে মিশে ক্যান্সার ও হরমোনজনিত জটিল রোগ সৃষ্টি করে।
- **বাতাস দূষণ ও বিষাক্ত ধোঁয়া:** পলিথিন পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যা ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রধান কারণ। এটি গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।
- **প্রাণীকুলের বিনাশ:** প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ ৭ হাজার ৬৮৫ টন প্লাস্টিক আমাদের নদী ও সমুদ্রে যাচ্ছে। মাছ ও গবাদি পশু একে খাবার ভেবে খেয়ে ফেলে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে।
- **অর্থনৈতিক অপচয়:** ড্রেন পরিষ্কার করা, বর্জ্য অপসারণ এবং পলিথিনজনিত রোগব্যাধির চিকিৎসায় প্রতি বছর জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে।

সমস্যার মূল কারণ সেক্যুলারিজম ও ভোগবাদী জীবনদর্শন

পরিবেশের এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে একটি গভীর রাজনৈতিক ও আদর্শিক সংকট।

- **বৈশ্বিক পুঁজিবাদী শোষণ:** বর্তমান বিশ্বের প্লাস্টিক দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী আমেরিকা, চীন এবং তাদের বিশাল সব বহুজাতিক কর্পোরেশন। মুনাফার লোভে এই দেশগুলো প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন টন প্লাস্টিক উৎপাদন করছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা জানে পলিথিন বিষাক্ত, কিন্তু পাটের চেয়ে প্লাস্টিক সস্তা হওয়ায় তারা শুধু নিজেদের 'লাভ' চিন্তা করে। তাদের কাছে মুনাফাই সব, মানুষের স্বাস্থ্য বা প্রকৃতি মূল্যহীন। আমাদের দেশের বড় কর্পোরেশনগুলোও সস্তায় লাভের জন্য পাটের বদলে ক্ষতিকর প্লাস্টিক প্যাকেজিং আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।
- **পরকালহীন ভোগবাদী চিন্তা:** আধুনিক সেক্যুলার ব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে কেবল নিজের তাৎক্ষণিক সুবিধার কথা ভাবতে। "আমি এখন সস্তায় পলিথিন ব্যবহার করছি, এটাই বড় কথা; এর ৫০০ বছর পরের প্রভাব নিয়ে ভাবার

প্রয়োজন নেই" এই স্বার্থপর চিন্তাই হলো সেকুলারিজমের দান। এটি মানুষকে কেবল একজন 'ভোক্তা' হিসেবে দেখে, প্রকৃতির 'আমানতদার' হিসেবে নয়।

- **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:** পশ্চিমাদের অনুসরণের ফলে আমরা প্রতিবেশী ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। "আমার ঘর পরিষ্কার থাকলেই হলো, বাইরে ড্রেনে ময়লা ফেললে আমার কী?"—এই দায়িত্বহীনতা আমাদের সামষ্টিক শক্তিকে ধ্বংস করেছে।

সমাধান: ইসলামের পরিবেশ দর্শন ও পরিচ্ছন্নতা

ইসলাম পরিবেশ রক্ষাকে কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি বড় ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

- **ঈমানের অংশ:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ"^{১১৭} মুমিন কখনো নোংরা হতে পারে না, সে তার শরীর ও চারপাশকে পবিত্র রাখে।
- **পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো:** ইসলাম শিখিয়েছে রাস্তা থেকে একটি ক্ষতিকর বস্তু (যেমন পলিথিন বা কাঁটা) সরানো সদকা স্বরূপ। অর্থাৎ আপনি যখন একটি পলিথিন রাস্তা থেকে ডাস্টবিনে ফেলছেন, আপনি পরকালের নেকি হাসিল করছেন।
- **প্রকৃতির আমানত:** ইসলাম মানুষকে প্রকৃতির 'খলিফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছে। এই মাটি, পানি ও গাছপালা আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। ইসলাম আমাদের শেখায় মৃত জমিকে জীবিত করতে এবং চারপাশকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে।

ইসলামের একটি মূলনীতি হলো "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হওয়া যাবে না।"^{১১৮} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছে। তিনি (ﷺ) পানির ঘাট, রাস্তা এবং ছায়াযুক্ত স্থানে ময়লা ফেলে পরিবেশ দূষিত করতে নিষেধ করেছেন এবং একে অভিশপ্ত কাজ বলেছেন।^{১১৯}

আমাদের করণীয়

এই পচনশীল পরিবেশ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের এখনই বিচ্ছিন্নতা ভেঙে সামষ্টিক শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে:

১. পলিথিনের স্মার্ট বিকল্প ব্যবহার করুন:

- বাজারের জন্য সবসময় **প্যাটের ব্যাগ** বা **সুতির কাপড়ের ব্যাগ** সাথে রাখুন।
- প্লাস্টিকের বোতলের বদলে **কাঁচের বোতল** বা **স্টেইনলেস স্টিলের পানির বোতল** ব্যবহার করুন।
- ঘরোয়া কাজে প্লাস্টিকের বদলে **বাঁশ, বেত ও মাটির পণ্য** ব্যবহার করুন। এতে আমাদের দেশি শিল্প বাঁচবে, পরিবেশও রক্ষা পাবে।
- প্লাস্টিকের **ওয়ান-টাইম প্লেট-গ্লাসের** বদলে **কাঁচ, সিরামিক বা মাটির পাত্র** ব্যবহার করুন।

^{১১৭} সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৩

^{১১৮} সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৩৪০; মুয়াত্তা মালিক: ২৮; দারা কুতনি: ৪৫৪৫

^{১১৯} সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২৮

- **থ্রি-আর (৩R) নীতি অনুসরণ:** পলিথিন বা প্লাস্টিকের ব্যবহার কমান (**Reduce**), বারবার ব্যবহার করুন (**Reuse**) এবং রিসাইকেল (**Recycle**) করার চেষ্টা করুন।

২. সামাজিক সচেতনতা:

- যত্রতত্র ময়লা ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করুন। ঘরে বর্জ্য আলাদা করুন এবং নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলুন। ড্রেন বা রাস্তায় একটি চিপসের প্যাকেটও ফেলবেন না।
- পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা মিলে 'স্টাডি সার্কেল বা ক্লাব' গড়ে তুলুন। কেবল সিটি কর্পোরেশনের ওপর নির্ভর না থেকে প্রতি মাসে অন্তত একদিন পুরো মহল্লা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিন।
- আপনার চোখের সামনে কাউকে ময়লা ফেলতে দেখলে বিনয়ের সাথে বাধা দিন। মুর্খবিবদের শাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সামষ্টিক সচেতনতা ছাড়া কোনো আইন পরিবেশ রক্ষা করতে পারবে না।

পলিথিন ও নোংরা বর্জ্য আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে না, বরং আমাদের রুচি ও ঈমানের দুর্বলতাকেও প্রকাশ করছে। আসুন, ভোগবাদী এই স্বার্থপর জীবনব্যবস্থা ত্যাগ করে ইসলামের পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বশীল আদর্শ গ্রহণ করি।

আসুন আমরা আজই শপথ নেই—

- আমি রাস্তা বা ড্রেনে কোনো ময়লা বা পলিথিন ফেলব না।
- আমি পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করব।
- আমি আমার চারপাশকে পরিচ্ছন্ন রাখব এবং অন্যদের উৎসাহিত করব।

চলুন গড়ি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক নির্মল ও পরিচ্ছন্ন সমাজ...

তথ্যসূত্র:

[১] সহীহ মুসলিম: পরিচ্ছন্নতা অধ্যায়।

[২] "The Tragedy of the Commons" - Garrett Hardin (সেক্যুলার ব্যবস্থায় সম্পদের অপচয় বিষয়ক গবেষণা)।

[৩] পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) বাংলাদেশ-এর পলিথিন বিষয়ক প্রতিবেদন।

বেকারত্বের মরণফাঁদ

আপনি কি এক পচা-গলা সিস্টেমের বলী হচ্ছেন?

রাত দুটো। চারপাশ নিস্তব্ধ। আপনার ছোট মেসের ঘরে শুধু টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বলছে। আপনার চোখে বিসিএস প্রিলির হাজারো সাধারণ জ্ঞানের পাতাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। বাবার ঝাপসা হয়ে আসা চোখ আর মায়ের জমানো শেষ টাকাগুলো আপনার সফলতার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কিন্তু বছরের পর বছর লাইব্রেরির সেই নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। চারপাশের মানুষের বাঁকা হাসি আর ‘কী করছিস এখন?’—এই ছোট প্রশ্নটা তীরের মতো বুকে বিঁধছে। প্রিয় ভাই আমার, এই হতাশা কি আপনার একার? নাকি এক পচা-গলা সিস্টেমের বলী হচ্ছেন আপনি?

বেকারত্বের নির্মম বাস্তবতা: মৃত্যুর মিছিল

- **উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের হার:** দেশে গ্র্যাজুয়েট বেকারের সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৮%, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।^{১২০}
- **অসম প্রতিযোগিতা:** প্রাথমিক শিক্ষকের একটি পদের বিপরীতে লড়ছে ৭৫ জন প্রার্থী। এই হুঁদুর দৌড় আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেড়ে নিচ্ছে।
- **বিপজ্জনক পরিণতি:** ২০২১ সালেই ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। দেশে কর্মের অভাবে উন্নত জীবনের আশায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রতি বছর বারছে শত শত বাংলাদেশি প্রাণ।

সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বিচারিতা ও লুটপাটের উৎসব

ভাই আমার, আপনি কেন চাকরি পাচ্ছেন না? কারণ এই সেক্যুলার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কল্যাণের চেয়ে বিশেষ এক গোষ্ঠীর পকেট ভারী করতেই বেশি ব্যস্ত।

- **গণতন্ত্র আর উন্নয়নের নামে সম্পদ পাচার:** তথাকথিত গণতন্ত্র আর উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রতি বছর এদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে গনতন্ত্রের রাজা রানীরা। যে টাকা দিয়ে এদেশের হাজার হাজার কলকারখানা হতে পারত, সেই টাকায় দুবাই, কানাডা বা সিঙ্গাপুরে তৈরি তারা তৈরি করেছে শ্বেতপাথরের অটালিকা। সুইস ব্যাংকের গোপন ভল্টে জমা হচ্ছে আপনার কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো।
- **লুটপাটের মহোৎসব:** বড় বড় মেগা প্রজেক্টের নামে জনগণের করের টাকা লুটপাট করছে নব্য জমিদাররা। দুর্নীতির এই দুষ্টচক্র সাধারণ শিক্ষিত যুবকদের জন্য কোনো নতুন বিনিয়োগ আসতে দেয় না। পুঁজিবাদী প্রভাবশালী গোষ্ঠী বাজার সিডিকেট করে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে, আর আপনি এক বেলা মেসের ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে বিসিএস-এর কোচিং ফি জোগাচ্ছেন।

^{১২০} বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪

মুখে সাম্য ও মানবিক মর্যাদার কথা বললেও এই সেক্যুলার ব্যবস্থা আপনাকে শ্রেফ একটি ‘ভোট ব্যাংক’ বা ‘সস্তা শ্রমিক’ হিসেবে গণ্য করে। আপনার বেকারত্ব তাদের কাছে কোনো সংকট নয়, বরং তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার।

এই পুরো সংকটটা আসলে একটা মাকড়সার জালের মতো:

- **কেরানি বানানোর শিক্ষাব্যবস্থা:** ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের প্রণীত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আপনাকে দক্ষ করার বদলে কেবল ‘আদেশ পালনকারী’ বা কেরানী বানানোর কারখানায় পরিণত হয়েছে। এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি চাল— যাতে মানুষ চিন্তা করতে না শেখে, শুধু আদেশ পালন করতে শেখে।
- **পুঁজিবাদী শোষণ:** প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী চায় না দেশে প্রকৃত শিল্পায়ন হোক, কারণ সাধারণ মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে গেলে তাদের সস্তা শ্রমের বাজার নষ্ট হয়ে যাবে।
- **ডলার কেন্দ্রিক দাসত্ব:** বৈশ্বিক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা চায় না আমাদের মতো দেশগুলো বড় কোনো টেকনিক্যাল জায়ান্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। তারা আমাদের চিরকাল সস্তা কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে আটকে রাখতে চায়। আইএমএফ আর বিশ্বব্যাংকের ঋণের ফাঁদে আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্কু করে রাখা হয়েছে।

কুরআনের আইন: অর্থনৈতিক মুক্তি ও ইনসাফ কায়েমের গ্যারান্টি

বর্তমানে আমরা যে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার, তার একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান বা কুরআনের আইন অনুসারে দেশ পরিচালনা করা। কুরআনের আইন কেন আমাদের মুক্তির পথ?

- **দুর্নীতি ও লুটপাটের অবসান:** কুরআনের বিধানে আমানতদারিকে ইমানের অংশ করা হয়েছে এবং জনগণের সম্পদ আত্মসাৎকারী বা দুর্নীতিবাজের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকবে, তখন অর্থ পাচার বা হাজার কোটি টাকা লুটপাটের সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।
- **সুদভিত্তিক শোষণের ইতি:** বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাণভোমরা হলো ‘সুদ’, যা ধনীকে আরও ধনী আর গরিবকে আরও নিঃস্ব করে। কুরআনের আইনে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি সমাজের অলস পড়ে থাকা অর্থকে সচল করে এবং সম্পদকে গুটিকয়েক মানুষের হাত থেকে বের করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।
- **সমান সুযোগ ও ইনসাফ:** কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক কোটা প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত হবে এবং সাধারণ মানুষ সমান সুযোগ পাওয়ার পরিবেশ পাবে। রাষ্ট্র তখন করপোরেট শোষকদের পাহারা না দিয়ে জনগণের মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান) মেটাতে বাধ্য থাকবে।

পুঁজিবাদী সমাজ আপনাকে শিখিয়েছে—টাই-কোট পরে এসিতে বসে কাজ না করলে আপনি সফল নন। কিন্তু ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে ভিন্ন কথা। শ্রমিকের মর্যাদা ও গুরুত্ব নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার হতাশ মনে নতুন শক্তি যোগাবে:

- **নবীদের পেশা:** কোনো কাজই ছোট নয়। আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, দাউদ (আ.) কামার, ইদ্রিস (আ.) দর্জি এবং স্বয়ং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) মেঘ চড়িয়েছেন এবং ব্যবসা করেছেন। নিজের হাতে কাজ করা নবীদের সুনাম।

- **সর্বোত্তম উপার্জন:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “কারো জন্য নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই।” (বুখারি)। একজন শিক্ষিত যুবক যখন বিসিএস-এর আশায় বসে না থেকে হালাল ব্যবসার জন্য ভ্যান চালায় বা চাষবাস করে, তখন সে ইসলামের চোখে একজন মর্যাদাবান মুসলিম।
- **রিজিকের অন্বেষণ ইবাদত:** ফরজ ইবাদতের পর হালাল রিজিক অন্বেষণ করাকে ইসলামে আরেকটি ফরজ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যখন বেকারত্বের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে উপার্জনে নামবেন, আপনি তখন ইবাদতে রত আছেন।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা: কোনো কাজই ছোট নয়

আজই নতুনভাবে শুরু করুন.....

প্রিয় ভাই, বিসিএস বা সরকারি চাকরি না হলে জীবন শেষ—এই বিষাক্ত ধারণা আপনার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওই সেক্যুলার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যেন আপনি সারাজীবন তাদের গোলাম হয়ে থাকেন। এই মরীচিকার পেছনে না ছুটে মুক্তির পথটি চিনে নিন:

- **ইঁদুর দৌড় থেকে বেরিয়ে আসুন:** ৩০/৩২ বছর বয়স পর্যন্ত একটি পদের জন্য অপেক্ষা না করে ছোট কোনো ইনকাম সোর্স বা হালাল ব্যবসার দিকে নজর দিন। মনে রাখবেন, কোনো বৈধ কাজই ছোট নয়।
- **সার্টিফিকেটের বাইরে দক্ষতা অর্জন (Skill-up):** বর্তমান পৃথিবী সার্টিফিকেটের চেয়ে ‘স্কিল’ বা দক্ষতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো একটি কারিগরি কাজে নিজেকে দক্ষ করে তুলুন। এই দক্ষতাই আপনাকে পুঁজিবাদী শোষণের ইঁদুর দৌড় থেকে মুক্তির পথ সুগম করবে ইনশা আল্লাহ।
- **উদ্যোক্তা হওয়ার সাহস:** পুঁজি নেই বলে বসে থাকবেন না। খুব অল্প পুঁজিতে ই-কমার্স বা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কোনো ছোট হালাল ব্যবসা শুরু করুন। মনে রাখবেন, রিজিকের চাবিকাঠি কোনো কর্পোরেট অফিস বা সরকারি দপ্তরের হাতে নয়, রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ।
- **রিজিকের ওপর তাওয়াক্কুল:** সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। পুঁজিবাদী শোষণের এই ইঁদুর দৌড় থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করুন; আপনার রিজিকে যা আছে, আল্লাহ আপনাকে তা দেবেনই—কেউ তা কেড়ে নিতে পারবে না।
- **মানসিক শক্তি ও সঙ্গ:** একা ডিপ্রেশনে ভুগবেন না। একটি নেককার বন্ধু সার্কেল বা দ্বীনি কমিউনিটির সাথে যুক্ত হোন যারা আপনাকে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে শেখাবে।

প্রিয় ভাই আমার—আপনি অমূল্য

শ্রদ্ধা আপনাকে ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে পাঠিয়েছেন। কোনো নিয়োগপত্র বা ব্যর্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রেজাল্ট শিট আপনার যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারে না। আপনি হয়তো বিসিএস প্রিলিতে টেকেননি, কিন্তু আপনি হয়তো একজন সফল উদ্যোক্তা বা একজন দক্ষ কারিগর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আপনার সফলতাকে একটি নিয়োগপত্রের মোড়কে বন্দি করবেন না। পুঁজিবাদী শোষণের এই আধুনিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করুন। আপনি বদলে গেলেই চারপাশের অন্ধকার কেটে যাবে।

লিফলেটটি নিজে পড়ুন এবং বেকারত্বের গ্লানিতে ভুগতে থাকা অন্য কোনো ভাইকে পড়ার সুযোগ করে দিন। আপনার একটু উৎসাহ হয়তো একটি পরিবারকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

-
- তথ্যসূত্র: [১] বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪
[২] সিপিডি (CPD) রিপোর্ট - উচ্চশিক্ষিত বেকারত্ব
[৩] প্রথম আলো - গ্র্যাজুয়েট বেকারত্ব জরিপ
[৪] যুগান্তর - প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রতিযোগিতা
[৫] সাদিয়া আত্মহত্যা সংবাদ - জাতীয় নিউজ পোর্টাল
[৬] আনাদোলু এজেন্সি - বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা রিপোর্ট
[৭] ডেইলি স্টার (আঁচল ফাউন্ডেশন)
[৮] আইওএম (IOM) - ভূমধ্যসাগরে মৃত্যু রিপোর্ট
[৯] দৈনিক পূর্বকোণ - অভিবাসন সংকট
[১০] ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড - শ্রমিক মরদেহ পরিসংখ্যান ২০২৩
[১১] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর - ডিপ্রেসন ও মাদক আসক্তি রিপোর্ট
[১২] ঢাকা মেইল - কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট

আপনার সন্তান কি ‘ব্যর্থ’, নাকি এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থার শিকার?

অভিভাবক ও সমাজের প্রতি এক খোলা চিঠি

গভীর রাত। মেসের ছোট অন্ধকার ঘরটিতে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলছে ২৪ বছরের এক টগবগে তরুণের নিখর দেহ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে বিসিএস প্রস্তুতির স্তুপ করা বই আর পাশে একটি চিরকুট। যেখানে লেখা— “মা, বাবা, আমাকে মাফ করে দিও। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলাম না। সমাজের খোটা আর তোমাদের প্রত্যাশার চাপ আমি আর সইতে পারছি না। আমি সম্ভবত তোমাদের জন্য এক অপদার্থ বোঝা ছিলাম।” এই দৃশ্যটি আজ কাল্পনিক নয়। এটি আমাদের সমাজের রূঢ় বাস্তবতা। বিসিএস ক্যাডার হতে না পেরে মেধাবী সাদিয়ার আত্মহত্যা কিংবা বেকারত্বের গ্লানিতে ২০২১ সালেই ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার আত্মহনন—আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

প্রিয় অভিভাবক ও সমাজবাসী, এই যে প্রতিনিয়ত আমাদের শিক্ষিত সন্তানদের আমরা সামাজিকভাবে ‘অপদার্থ’ বা ‘ব্যর্থ’ তকমা দিয়ে দিচ্ছি, এর শেষ কোথায়? আমরা কি একবারও বোঝার চেষ্টা করেছি—আমাদের এই প্রিয় সন্তানগুলো শুধু বেকারত্বের যন্ত্রণায় নয়, বরং এক পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত শোষণের ভেতর দমবন্ধ করে মরছে?

বেকারত্ব ব্যক্তিগত সংকট নয়, বরং সুপরিকল্পিত মরণকামড়

আমরা আমাদের সন্তানকে দেখি অলস বা গাধা হিসেবে, কিন্তু বাস্তবতা হলো সে এক বিশাল গোলকধাঁধায় আটকা পড়েছে। বেকারত্ব আজ কেবল একটি ‘চাকরি না পাওয়া’র নাম নয়; এটি আমাদের তরুণদের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা এবং আত্মপরিচয়কে পিষে ফেলার এক যন্ত্র।

- **পরিসংখ্যানের আতর্নাদ:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের জরিপ বলছে দেশে গ্র্যাজুয়েট বেকারের সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৮%, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।
- **অসম প্রতিযোগিতা:** প্রাথমিক শিক্ষকের একটি পদের জন্য লড়াই করছে ৭৫ জন প্রার্থী। আপনার সন্তান মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও এই অসম্ভব প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়ছে। কিন্তু আমরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে দিচ্ছি বিদ্ৰপ।

বেকারত্বের বিষফল: মাদক ও মানসিক পঙ্গুত্ব

যখন সমাজ ও পরিবার সন্তানদের বুক দিয়ে আগলে রাখে না, তখন তারা ভুল পথে শান্তি খোঁজে:

- **মাদকাসক্তি:** ডিপ্রেসন আর বেকারত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে অনেক যুবক মাদকের নেশায় ডুব দিচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে, তরুণদের বিরাট অংশ শ্রেফ ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা ও হতাশা থেকে আসক্ত হচ্ছে।
- **মানসিক রোগের বিস্তার:** বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মক্ষেত্রে এবং ক্যারিয়ারে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন তরুণ গুরুতর মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম, কম পারিশ্রমিক এবং সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে তারা প্রতিনিয়ত বিষণ্ণতায় ভুগছে।

আত্মহত্যার নীরব মিছিল

যখন একজন যুবক চারদিকে শুধু দেয়াল দেখে, তার ডিগ্রিকে সমাজের চোখে মূল্যহীন মনে হয় এবং নিজের ঘরেই তাকে ‘বোঝা’ হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন সে চরম পথ বেছে নেয়। আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন বলছে, আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের পেছনে মূল কারণ ছিল ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট সামাজিক লজ্জা ও গ্লানি।

প্রিয় বাবা-মা, আপনার সন্তান যখন ঘরের কোণে একা মন খারাপ করে বসে থাকে, তখন তার সাথে কথা বলুন। তাকে খোঁটা দেবেন না। আপনার একটি কঠোর কথা তাকে দড়ির প্রান্তে বা বিষের বোতলের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিষের আসর ভেঙে যাওয়া বা চায়ের দোকানে বড় ভাইদের বিদ্রূপের প্রতিটি আঘাত তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়।

উন্নত জীবনের হাতছানি নাকি সাগরের লোনা জলে সলিল সমাধি?

দেশের মাটিতে কর্মসংস্থানের অভাব আর চারপাশের মানুষের অবহেলা সইতে না পেরে অনেক তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছাড়ছে। তারা ভাবছে, বিদেশের মাটিতে হয়তো অন্তত মানুষের মতো বাঁচা যাবে।

- **ভূমধ্যসাগরের লাশের সারি:** আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) জানিয়েছে, ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসেই ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মৃতদের ১২ শতাংশই ছিল আমাদের বাংলাদেশি সন্তান।
- **মরদেহের রেকর্ড:** জাতিসংঘের তথ্যমতে, যারা শ্রমিক হিসেবে প্রবাসে গেছেন, ২০২৩ সালেই তাদের মধ্যে রেকর্ড ৪,৫৫২ জনের মরদেহ দেশে ফিরেছে।

আমরা কি একবারও ভেবেছি, এই সন্তানদের সাগরে ডুবিয়ে মারার জন্য আমাদের সিস্টেম এবং আমাদের সামাজিক চাপ কতটা দায়ী? আমরা কেন তাদের শিখিয়েছি যে দেশ ছাড়তে না পারলে বা সরকারি চাকরি না পেলে সে একজন ‘ব্যর্থ’?

আসল শত্রু কে? আপনার সন্তান নাকি এই ঘুণে ধরা ব্যবস্থা?

অভিভাবক হিসেবে আমাদের চেনা জরুরি—আমাদের সন্তান আপনার শত্রু নয়, সে এক নিষ্ঠুর **সেকুলার পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার** শিকার।

- **লুটপাট ও অর্থ পাচার:** গণতন্ত্র ও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রতি বছর এদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে ক্ষমতাসীলেরা। যে টাকা দিয়ে এদেশের হাজার হাজার কলকারখানা হতে পারত, সেই টাকায় দুবাই-কানাডায় তৈরি হচ্ছে শ্বেতপাথরের অট্টালিকা। আপনার সন্তানের কর্মসংস্থান চুরি করে সুইস ব্যাংকের গোপন ভল্টে জমা রাখা হচ্ছে।
- **কেরানি বানানোর শিক্ষা:** ইংরেজদের প্রণীত আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সন্তানদের দক্ষ মানুষ নয়, বরং ‘প্রশ্নহীন আজ্ঞাবহ কেরানি’ বানানোর কারখানা।
- **সাফল্যের ভুল সংজ্ঞা:** “বিসিএস না হলে তুমি শেষ”—এই বিষাক্ত ধারণা সন্তানদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন তারা একটি মাত্র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। যখন আমরা সন্তানদের এই ভাষায় খোঁটা দিই, তখন আমরা মূলত ওই শোষণমূলক ব্যবস্থার দালালি করি।

কুরআনের আইন: ইনসাফ ও সমৃদ্ধির সমাধান

আমরা যদি আমাদের সন্তানদের একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ দিতে চাই, তবে আমাদের ফিরে আসতে হবে ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থায়। কুরআনের আইন কেন এই সংকটের সমাধান?

- **দুর্নীতিমুক্ত সমাজ:** কুরআনের বিধানে আমানতদারিকে ইমানের অংশ করা হয়েছে। যখন রাষ্ট্রনায়কদের মনে আল্লাহর ভয় থাকবে, তখন অর্থ পাচার বা হাজার কোটি টাকা লুটপাট বন্ধ হবে। সেই টাকা সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানে ব্যয় হবে।
- **সুদমুক্ত অর্থনীতি:** সেকুলার পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক ব্যবস্থা ধনীকে আরও ধনী করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা যাকাতের মাধ্যমে সম্পদকে বন্টন করে দেয়, ফলে মেধাবীরা বিনিয়োগের সুযোগ পায়।
- **সমান সুযোগ:** কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বজনপ্রীতি বা রাজনৈতিক কোটা থাকবে না। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে এবং প্রতিটি শিক্ষিত যুবক সমান সুযোগ পাবে।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা: সন্তানকে লড়াই করতে শেখান

পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের শিখিয়েছে টাই-কোট পরে এসিতে বসে কাজ না করলে আপনি সফল নন। আমাদের সন্তানদের এই ভুল শিক্ষা থেকে বের করে আনতে হবে:

- **নবীদের সুল্লাহ:** আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে—আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, দাউদ (আ.) কামার, এবং আমাদের নবী (সা.) ব্যবসা করেছেন। নিজের হাতে কাজ করা লজ্জার নয়, বরং গর্বের।
- **হালাল উপার্জনই ইবাদত:** রাসূল (সা.) বলেছেন, “কারো জন্য নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই।” (বুখারি)। শিক্ষিত সন্তান যদি হালাল ব্যবসার জন্য ভ্যান চালায় বা চাষবাস করে, তাকে সমর্থন দিন। তাকে লজ্জিত করবেন না।

অভিভাবকদের ১০টি করণীয়

প্রিয় অভিভাবক, আপনার সন্তান আজ বেকারত্বের যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে। এই সময়ে আপনার একটি বাঁকা কথা তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। আসুন, পরিবার হিসেবে আমরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হই:

১. **তুলনা করা বন্ধ করুন:** "অমুকের ছেলে তো বিসিএস পেয়েছে, তুই কী করলি?"—এমন তুলনা সন্তানের আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যেকের পথ আলাদা, তাকে নিজের গতিতে চলতে দিন।
২. **শোনার অভ্যাস করুন:** সন্তান যখন হতাশ থাকে, তাকে উপদেশ না দিয়ে তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। সে যেন অনুভব করে যে তার কথা বলার অন্তত একটি নিরাপদ জায়গা আছে।
৩. **বিদ্রূপের ঢাল হয়ে দাঁড়ান:** আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীরা যখন আপনার সন্তানকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তখন মৌন না থেকে সন্তানের পক্ষ নিন। তাকে বুঝতে দিন আপনি তার সামর্থ্যে বিশ্বাস করেন।
৪. **ভুল সংজ্ঞা ভাঙুন:** বিসিএস বা সরকারি চাকরিই সফলতার একমাত্র মাপকাঠি নয়—এই সত্যটি বারবার তাকে মনে করিয়ে দিন। তাকে অন্য বিকল্প ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করুন।

৫. **পেশাকে সম্মান দিন:** সন্তান যদি ছোট কোনো হালাল ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং বা কারিগরি কাজ শুরু করতে চায়, তবে তাকে পূর্ণ সমর্থন দিন এবং সামাজিকভাবে তাকে নিয়ে গর্ব করুন।

৬. **মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন:** সে কি অনেক রাত জাগছে? একা থাকছে? খাবার কম খাচ্ছে? এমন লক্ষণ দেখলে তাকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে সাহায্য করুন অথবা পরিবারের সাথে সময় কাটাতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. **তাওয়াক্কুল শেখান:** সন্তানকে মনে করিয়ে দিন যে রিজিকের মালিক আল্লাহ। দুনিয়াবি এক-দুইটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া মানে আল্লাহর কাছে ব্যর্থ হওয়া নয়।

৮. **টাকার চেয়ে সম্পর্ক বড়:** তাকে বুঝাতে দিন যে তার চাকরি বা বেতনের চেয়ে তার বেঁচে থাকাটাই আপনাদের কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। ৯. **দক্ষতা অর্জনে বিনিয়োগ:** তাকে মুখস্থ বিদ্যার কোচিং-এ জোর না করে প্রযুক্তিগত বা কারিগরি কোনো দক্ষতা (Skill-up) অর্জনে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করুন।

১০. **সাফল্যের চেয়ে প্রচেষ্টাকে সম্মান দিন:** সে যদি কঠোর পরিশ্রম করে ব্যর্থও হয়, তবুও তার সেই চেষ্টার প্রশংসা করুন। তাকে সাহস দিন যে— "পরের বার না হলেও আমি তোমার পাশেই আছি।"

প্রিয় অভিভাবক—

হতাশ, একাকী ও ভেঙে পড়া তরুণরা এই পচা-গলা সেক্যুকার বিশ্বব্যবস্থার সবচেয়ে সহজ শিকার। সন্তানকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করা বন্ধ না করলে এই শোষণ চলতেই থাকবে। আসুন, বেকারত্বকে অপরাধ না বানিয়ে আমাদের সন্তানদের আগলে রাখি। আপনার একটু মমতা আর সমর্থন হয়তো একটি প্রাণকে মাদক, ভূমধ্যসাগর বা আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

লিফলেটটি নিজে পড়ুন এবং অন্য অভিভাবকদের পড়তে দিন। আপনার সন্তানকে বাঁচান, আমাদের ভবিষ্যৎকে বাঁচান।

(তথ্যসূত্র: বিবিএস, সিপিডি, আইওএম, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা এবং জাতীয় দৈনিকসমূহ)

একটি নিষিদ্ধ নেশা: আপনার ঘর কি নিরাপদ?

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা। একটি বাসার টিনের ট্রাংক থেকে তিন বছরের এক শিশুর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ওই শিশুর মাকে আটক করা হয়। কেন? কারণ পর্দার আড়ালে চলছিল এক নিষিদ্ধ পরকীয়ার খেলা। নিজের সাজানো সংসার আর মাতৃহের চেয়েও মায়ের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল সাময়িক উত্তেজনার এক বিষাক্ত হাতছানি। পরকীয়ার জের ধরে নিজের শিশুকন্যাকে হত্যা করে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল মা। একটি সাজানো সংসার একটি নিষ্পাপ প্রাণ অকালে বারে গেল কেবল একটি সম্পর্কের বিশ্বাসঘাতকতায়।^{১২২}

এটি কেবল গোপালগঞ্জের গল্প নয় প্রতিদিন খবরের কাগজের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে এমন হাজারো ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিবারের আতর্নাদ।

ধ্বংসের চালচিত্র

- ঢাকায় দৈনিক গড়ে ৫০টিরও বেশি সংসার ভাঙছে।^{১২২}
- গত এক দশকে দেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।^{১২৩}
- অপমান সহিতে না পেরে স্বামী বা গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনা আজ ডালভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- দেবরের সাথে পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুন (সময়টিভি নিউজ)
- পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা (প্রতিদিনের বাংলাদেশ)

নিষ্পাপ সন্তানদের ওপর বিষাক্ত প্রভাব

- **মানসিক ট্রমা ও নিরাপত্তাহীনতা:** বাবা বা মায়ের পরকীয়া জানাজানি হওয়ার পর ঘরে যে অশান্তি ও আস্থাহীনতা তৈরি হয়, তা শিশুর মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। সে নিজেকে একা এবং নিরাপত্তাহীন মনে করতে থাকে।
- **বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি:** গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু বাবা-মায়ের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করে, ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের সম্পর্কেও বিশ্বস্ত থাকার হার কমে যায়। তারা অনেক সময় অবহেলা ও হতাশা থেকে বাঁচতে মাদক বা অপরাধ জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
- **হীনমন্যতা:** সমাজের মানুষের বাঁকা চোখ এবং সহপাঠীদের কটুক্তি একটি শিশুকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। সে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায় এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
- **বাবা-মায়ের প্রতি ঘৃণা:** যে বাবা বা মা ছিল তার আদর্শ, তাদের অনৈতিক কাজ দেখে শিশুর মনে চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞার জন্ম হয়, যা পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।

^{১২২} তিন বছরের সন্তানকে ‘প্রেমিকের সহায়তায় হত্যা করে’ ট্রাংক থেকে লাশ লুকালেন মা- <https://tinyurl.com/4n9xn8ne>

^{১২৩} এখন টিভি (ডিভোর্স রিপোর্ট)- <https://tinyurl.com/3wm2km63>

^{১২৪} দেশ রূপান্তর- <https://tinyurl.com/y6vwh8kn>

সর্বনাশা আগুনের জ্বালানি: সুপারিকলিত 'সাংস্কৃতিক বিষ'

আমাদের সংসারগুলো ভাঙার পেছনে শুধু ব্যক্তিগত ভুল নয়, বরং একটি সুপারিকলিত ব্যবস্থা ও ভ্রান্ত জীবনদর্শন কাজ করছে:

- **সেকুলার পশ্চিমা দর্শনের বিষাক্ত ছোবল:** আধুনিক সেকুলার দর্শন প্রচার করে—‘জীবন একটাই, তাই একে চূড়ান্তভাবে ভোগ করে নাও’। এই দর্শন অনুযায়ী, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ রাজি থাকলে যেকোনো শারীরিক সম্পর্ক বৈধ; সেখানে নৈতিকতা বা সংযমের কোনো স্থান নেই। যৌনতাকে শ্রেফ একটি জৈবিক চাহিদা হিসেবে উপস্থাপন করে একে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এই ‘খাও-দাও-ফুটি করো’ নীতিটিই আজ আমাদের পবিত্র পারিবারিক কাঠামোর মূলে কুঠারাঘাত করছে।
- **ফ্রি-মিঙ্গিং ও ‘জাস্ট ফ্লেন্ড’ কালচার:** কর্মক্ষেত্র থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—সবখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে ‘আধুনিকতা’র নাম দিয়ে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ‘চোখের হেফাজত’ না করার ফলে নিষিদ্ধ আকর্ষণ তৈরি হওয়াকে এখন আর দোষের মনে করা হয় না।
- **মিডিয়ার নোংরা প্রলেপ (Normalization):** নাটক-সিনেমায় পরকীয়াকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ‘গ্ল্যামারাস’ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ওটিটি সিরিজগুলোতে ‘বসের সাথে প্রেম’ বা ‘কলিগের সাথে ভেগে যাওয়া’কে রোমান্টিক গল্প হিসেবে গেলানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক বহু নাটকে সুকৌশলে পরকীয়ার সপক্ষে যুক্তি তৈরি করে এর সামাজিক বৈধতা উৎপাদন করা হচ্ছে।
- **পর্নোগ্রাফির প্রসার:** হাতের মুঠোয় থাকা ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফিকে সহজলভ্য করেছে, যা মানুষের স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিকৃত করে সঙ্গীর প্রতি অতৃপ্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **বিয়ের পথে কৃত্রিম বাধা:** আভিজাত্য প্রদর্শনের নামে বিয়েকে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার রাজকীয় ভোজ আর দামী উপহারের প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয়েছে। এই ‘সামাজিক যৌতুক’ বা লোক দেখানো খরচের চাপে পড়ে অনেক যোগ্য যুবক-যুবতী সময়মতো বিয়ে করতে পারছে না। এই দীর্ঘ একাকীত্ব আর জৈবিক চাহিদার তাড়নায় তারা শয়তানের মরণফাঁদ অর্থাৎ পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্কের দিকে পা বাড়িয়েছে।
- **তাকওয়ার অনুপস্থিতি ও শিক্ষার গোলামি:** পরকালে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে—এই বিশ্বাস নেই বলেই মানুষ আপন জীবনসঙ্গীর সাথে প্রতারণা করতে দ্বিধা করছে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পার্থিব সাফল্যকে বড় করে দেখালেও ‘চরিত্র’ বা ‘পবিত্রতা’ নিয়ে কোনো চর্চা নেই। কুরআন ও সুন্নাহর চর্চা পরিবার থেকে বিদায় নেওয়ার ফলেই শয়তানের প্ররোচনা মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সেকুলার-লিবারেল ব্যবস্থার মরণফাঁদ: আপনি কি পুঁজিবাদের সস্তা পণ্য?

আমাদের বর্তমান পারিবারিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে এক পচা-গলা সেকুলার লিবারেল ব্যবস্থা। এটি মূলত পুঁজিবাদ এবং উগ্র নারীবাদের এক বিষাক্ত মিশ্রণ।

- **নারীকে পণ্য ও সস্তা শ্রমিকে রূপান্তর:** আল্লাহকে ভুলে যাওয়া সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থা নারীকে ‘স্বাধীনতার’ লোভ দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে আনতে চায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য সস্তা দরে শ্রমিক পাওয়া এবং বিজ্ঞাপনে নারীকে ‘পণ্য’ হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা বাড়ানো। এর ফলে পরিবার থেকে মায়ের মমতা ও স্ত্রীর সান্নিধ্য হারিয়ে যায়। ঘরে শান্তি না পেয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পরকীয়ায় রূপ নেয়।

- **নারীবাদের বিষ:** উগ্র নারীবাদী চিন্তাধারা নারীকে শেখায় যে তার স্বামী বা পরিবার হলো তার ‘প্রতিপক্ষ’ বা শোষক। এই উগ্রতা স্বামী-স্ত্রীর পরিপূরক সম্পর্ককে একটি ‘অঘোষিত যুদ্ধে’ পরিণত করে। ফলে তুচ্ছ কারণে ডিভোর্স দেওয়া এখন ‘সাহস’ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।
- **ধ্বংসের চক্র (Chain of Destruction):** পরিবার যখন ভেঙে যায়, তখন মানুষ মানসিকভাবে একা ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই তীব্র ডিপ্রেসন কাটাতে সে তখন ড্রাগ, পর্নোগ্রাফি কিংবা দামী দামী কৃত্রিম বিনোদনের দিকে ছোটে। আপনার একাকীত্ব আর চোখের জলই পুঁজিপতিদের ব্যবসার প্রধান জ্বালানি। আপনি যত বেশি একা ও হতাশ থাকবেন, তাদের পণ্য (মাদক, বিনোদন, ওষুধ) তত বেশি বিক্রি হবে।

ঘর বাঁচাতে আজই রুখে দাঁড়ান

একটি সুখী পরিবার জন্মানোর ছোট একটি টুকরো। কিন্তু আজ পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন আর নৈতিক অবক্ষয় আমাদের এই শান্তির নীড়কে ছারখার করে দিচ্ছে। আপনার একটু দায়িত্বশীলতা আর আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যই পারে একটি সাজানো সংসারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।

১. ইসলামের অনুশাসনে জীবন গড়ুন:

- প্রতিটি কাজে আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখুন। মনে রাখবেন, নির্জনে আপনি যা করছেন, আপনার রব তা দেখছেন। পরকাল ও হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত রাখাই পরকীয়া ও পাপাচার থেকে বাঁচার প্রধান ঢাল।
- কুদৃষ্টিই হলো জেনার প্রথম ধাপ। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে চোখের হেফাজত নিশ্চিত করুন এবং পর্দার বিধান কঠোরভাবে পালন করুন। পরনারী বা পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ নামক ধোঁকাবাজ কালচার আজই বর্জন করুন।

২. পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করুন:

- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মানসিক দূরত্ব কমিয়ে পরস্পরকে পর্যাপ্ত সময় দিন। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা বা খাবারের টেবিলে মোবাইল-ল্যাপটপ সম্পূর্ণ দূরে রাখার অভ্যাস করুন। স্ক্রিনের আসক্তি মানুষের পারস্পরিক কথোপকথন এবং মানসিক সান্নিধ্য কমিয়ে দেয়, যা পরকীয়ার অন্যতম কারণ। ঘরোয়া পরিবেশে নিয়মিত তালিমে দ্বীন ও কুরআন-সুন্নাহর চর্চা বাড়ান।
- বিনোদনের নামে পরকীয়া ও অশ্লীলতা ভিত্তিক নাটক-সিনেমা বর্জন করা আমাদের ইমানি ও নৈতিক দায়িত্ব। যা আপনার হৃদয়ে কুচিন্তা জোগায়, তা বিনোদন নয় বরং বিষ।
- একে অপরের ত্রুটি না খুঁজে গুণাবলীর প্রশংসা করুন। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে জীবনসঙ্গীর সাথে হাসিমুখে কথা বলাও সওয়াবের কাজ। ঘরে যখন ভালোবাসা ও গুরুত্ব পাওয়া যায়, তখন মানুষ বাইরে শান্তি খোঁজে না।
- স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বা তর্কের প্রভাব সন্তানদের ওপর পড়ে। তাদের সামনে সুন্দর আচরণ করুন, যাতে তারা ছোটবেলা থেকেই একটি স্থিতিশীল ও সুন্দর পরিবারের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

৩. সামাজিক ও গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন:

- পরকীয়া ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এলাকার মুরুব্বী এবং তরুণ যুবকদের নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করুন।
- মসজিদের খুতবায় খতিব সাহেবদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা নিয়মিতভাবে ‘পরকীয়া’, ‘পারিবারিক ভাঙন’ এবং ‘চোখের জিনা’র ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন। ইসলামী অনুশাসনই যে শান্তির একমাত্র পথ, তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিন।
- প্রতিটি মহল্লায় অভিজ্ঞ মুরুব্বী এবং আলিমদের সমন্বয়ে একটি ছোট ‘পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র’ বা কমিটি রাখা যেতে পারে। কোনো দম্পতির মধ্যে কলহ শুরু হলে তারা যেন আদালতে বা ডিভোর্সের দিকে না গিয়ে শুরুতেই বিশ্বস্ত কারো মাধ্যমে সমাধান পেতে পারেন। আপনার কোনো পরিচিত বা প্রতিবেশী দম্পতির মধ্যে অশান্তি দেখলে ‘ব্যক্তিগত ব্যাপার’ বলে এড়িয়ে না গিয়ে মুরুব্বীদের মাধ্যমে তা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাও একটি সামাজিক ইবাদত।
- এলাকার মা-বোনদের জন্য সপ্তাহে অন্তত একদিন পর্দার সাথে নির্ভরযোগ্য আলেম বা আলেমার মাধ্যমে তালিমের ব্যবস্থা করুন। এতে নারীদের মাঝেও ধর্মীয় সচেতনতা ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে।

৪. বিয়েকে সহজ ও সাশ্রয়ী করুন:

- বিলাসিতার অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছেড়ে সুন্যাহসম্মত উপায়ে বিয়েকে সহজ ও সাশ্রয়ী করুন। জেনা বা অবৈধ সম্পর্কের পথ বন্ধ করতে হলে সন্তানদের সঠিক বয়সে চারিত্রিক পবিত্রতার দীক্ষা দিন এবং বিয়ের সামাজিক বাধাগুলো দূর করুন।

লিফলেটটি নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে দিন। আপনার একটি সচেতন পদক্ষেপই পারে একটি সাজানো পরিবারকে ধ্বংসের আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে।

মাদক

আপনার সন্তান মৃত্যু বুকিতে: ওদেরকে বাঁচান

সদ্য কৈশোর পার করা একটি মেয়ে। বাবামায়ের স্নেহের পরশে- যার ভবিষ্যৎ সাজানোর কথা ছিল, আজ সেই বাবা মাকেই- খুনের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সে। কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে এখন তার প্রতিটি দিন কাটছে সীমাহীন অনুতাপে।

২০১৩ সালে পুলিশ কর্মকর্তা বাবা মাহফুজুর রহমান ও মা স্বপ্না রহমানকে নিজ হাতে হত্যার দায়ে আদালত ঐশী রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। একটি পরিবার তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল একটি মরণনেশায়-**মাদক**!^{১২৪}

যে নেশা সাময়িক উত্তেজনা দিয়ে শুরু হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত রক্তপাত আর ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে ঠেকেছে। আপনার সন্তান হয়তো ঐশীর মতো নয়, কিন্তু নেশার নীল বিষ তাকে তিলে তিলে ভেতর থেকে মেরে ফেলছে না তো?

আপনি কি জানেন?

- মাদকাসক্তির কারণে ১০ বছরে ২০০ মা-বাবা খুন ^{১২৫}
- নেশার টাকার জন্য পাবনায় নামাজরত পিতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে জন্মদাতা সন্তান! ^{১২৬}
- চলন্ত বাসে ডাকাতি ও স্ত্রীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধের নেপথ্যেও থাকে মাদক^{১২৭}!
- মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০% হচ্ছে শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণী!^{১২৮}
- মাদকের বিষ কিনতে আমাদের দেশে প্রতিদিন প্রায় ৭০ কোটি টাকা অপচয় হয় ^{১২৯}!
- ৩৬.৪% মাদকাসক্ত পুরুষ চিরতরে তাদের যৌন সক্ষমতা হারান! ^{১৩০}

ভাই ও বোনরা, মাদকাসক্ত ব্যক্তিটি কেবল একা ধ্বংস হচ্ছে না; সে আপনারই সন্তান, আপনারই ভাই কিংবা প্রতিবেশী। একটিবার ভাবুন, এই মরণনেশা আপনার প্রিয় মানুষটিকে কীভাবে শেষ করে দিচ্ছে:

- মস্তিষ্কের চিরস্থায়ী ক্ষতি
- তীব্র মানসিক অবসাদ ও হতাশা।
- ভয়ংকর আত্মহত্যার প্রবণতা।
- মস্তিষ্কের ডোপামিন সিস্টেম ধ্বংস।

^{১২৪} <https://www.benarnews.org/bengali/news/BD-oishee-১১১২০১৫১৩২১৫৩.html>

^{১২৫} দেশ রূপান্তর- <https://tinyurl.com/mbv৬dy২z>

^{১২৬} আরটিভি অনলাইন- <https://tinyurl.com/8cmc২৬ch>

^{১২৭} প্রথম আলো- <https://tinyurl.com/৫hcp৩৭৯k>

^{১২৮} মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর -- <https://tinyurl.com/8smjb8cx>

^{১২৯} খবরের কাগজ- <https://tinyurl.com/২nctv৫e৯>

^{১৩০} PubMed- <https://tinyurl.com/bdzyhbhz>

- শরীরে স্ট্রেস হরমোনের আধিক্য।
- মা বাবার মতো পবিত্র সম্পর্কের মৃত্যু
- ডাকাতি, ছিনতাই ও স্ত্রীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়া
- ভয়াবহ ইরেস্টাইল ডিসফাংশন বা যৌনক্ষমতাহানি।
- আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি

আমাদের এই সুন্দর সাজানো সংসার আর নিরাপদ পৃথিবীটা কেন আজ এমন বিষাক্ত নরকে পরিণত হলো? একটু গভীরভাবে তাকালে দেখবেন—এই যুগে ধরা পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের তিলে তিলে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে সেকুল্যার রাষ্ট্র একদিকে মাদকের বিরুদ্ধে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেয়, সেই রাষ্ট্রই আবার লাইসেন্স দিয়ে মদের আসরকে বৈধতা দেয়। এই চরম দ্বিচারিতা আমাদের তরুণদের প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করছে।

ভয়ংকর ফাঁদ: সেলিব্রেটি পূজা ও পশ্চিমা ভোগবাদ

মাদকাসক্তির এই মহামারির পেছনে একটি সুপরিচালিত 'লাইফস্টাইল প্রমোশন' দায়ী। আজ আমাদের তরুণরা যাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করছে, সেই সেলিব্রেটিরাই অবক্ষয়ের অন্যতম কারিগর:

- **সেলিব্রেটি পূজা (Celebrity Worship):** অভিনেতা, গায়ক বা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ঈশ্বরতুল্য মনে করা হচ্ছে। তারা যখন পর্দায় ধূমপান করে বা মাদকের নেশায় বঁদ হয়ে থাকাকে 'হিরোইজম' হিসেবে দেখায়, তরুণরা অবচেতন মনে সেটাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে।
- **মাদক ও মিউজিকের বিষাক্ত মিশ্রণ:** বর্তমানের অনেক গান ও মিউজিক ভিডিওতে ড্রাগ, অ্যালকোহল এবং অবাধ যৌনাচারকে (Sex & Drugs) আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। এই 'ড্রাগ কালচার' তরুণদের মগজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে—নেশা করা মানেই স্মার্টনেস।
- **পশ্চিমা ভোগবাদ:** 'জীবনতো একটাই খাও-দাও-ফুটি করো'— এই পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে শুধু নিজের সুখ খুঁজতে শেখায়। যেখানে পরিবার, নৈতিকতা বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কোনো স্থান নেই। এই শূন্যতা থেকেই মানুষ একাকীত্বে ভোগে এবং শেষ পর্যন্ত মাদকের আশ্রয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

আরও কিছু নগ্ন বাস্তবতা

- **অরক্ষিত সীমান্ত ও গডফাদারদের দাপট:** সীমান্ত দিয়ে মাদকের বিষ অবাধে ঢুকছে, অথচ মূল গডফাদাররা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তারা আসলে চায় না আমাদের সন্তানরা সুস্থ থাকুক; কারণ তারা মানসিকভাবে দাসে পরিণত হলে কোনো অন্যায় বা জুলুমের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে না।
- **আইনের দুর্বলতা:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব হিসাব মতেই (ডিএনসি), প্রায় ৫৫ শতাংশ মাদক মামলার আসামি আইনের ফাঁক গলে খুব সহজে খালাস পেয়ে যাচ্ছে।
- **ইসলামী নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা:** আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তানদের জিপিএ ৫ বা বড় ডিগ্রি দিতে-পারলেও তাদের আত্মাকে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচানোর মতো কোনো নৈতিক আলো দিতে পারছে না।

- **অভিভাবকদের উদাসীনতা:** কলোনিয়াল মানসিকতায় আবদ্ধ হয়ে আমরা অনেক অভিভাবকও আজ ইসলামী অনুশাসনের চেয়ে দুনিয়াবী চাকচিক্যকে বড় করে দেখছি। ফলে সন্তানকে সঠিক নৈতিক শাসন ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।
- **আল্লাহর ভয়ের অনুপস্থিতি:** সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো স্তরেই আজ 'আল্লাহর ভয়ের' বা আল্লাহর আইনের কোনো চর্চা নেই, আর এটাই আমাদের এই সামগ্রিক নৈতিক ধসের মূল কারণ।
- **প্রবাসীদের হাহাকার:** বাবার অনুপস্থিতিতে এবং মায়ের একার পক্ষে শাসন সম্ভব না হওয়ায় অনেক প্রবাসী পরিবারের সন্তান বখাটদের পাশে পড়ে মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে।

সঙ্ঘবদ্ধ হোন: মাদক ব্যবসায়ীদের সামাজিক বয়কট করুন

আমার, আপনার নিরবতা আজ হয়তো অন্য কারো সন্তানকে শেষ করছে, কিন্তু কাল আমার, আপনার সন্তানও এই বিষের শিকার হতে পারে। যারা টাকার লোভে আমাদের সন্তানদের হাতে বিষ তুলে দিচ্ছে, সেই মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সময়।

- **সামাজিক বয়কট:** মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন। তাদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেবেন না এবং তাদের আমন্ত্রণেও যাবেন না। সমাজ ও পাড়ায় তাদের একঘরে করে দিন।
- **সম্মিলিত কণ্ঠস্বর:** পাড়ায় পাড়ায় 'মাদক প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে তুলুন। কোনো মাদক ব্যবসায়ী যদি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় থাকে, তবে একা লড়াই না করে পুরো মহল্লা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার প্রতিবাদ করুন। মনে রাখবেন, গডফাদাররা তখনই শক্তিশালী হয় যখন আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি।
- **মসজিদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান:** ইমাম সাহেব ও সমাজের নেতাদের অনুরোধ করুন যাতে তারা জুমআর খুতবায় এবং সামাজিক সভায় মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেন। ঘৃণা ছড়িয়ে দিন বিষ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে, মায়া ছড়িয়ে দিন আসক্ত সন্তানদের প্রতি।

প্রিয় অভিভাবক

আপনার ঘরের যে ছেলোটো আজ নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন, সে কোনো 'নর্দমার কীট' নয়; সে আপনারই কলিজার টুকরা সন্তান, আপনার আদরের ভাই কিংবা আপনারই পরমাত্মীয়। সে আজ এক ভয়ানক বিষাক্ত জালের শিকার। তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বা ঘৃণা ভরে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা তাকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

মনে রাখবেন, সে হয়তো আজ এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গেছে, কিন্তু তার ভেতরের সেই 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা সত্তাটি এখনো মরে যায়নি। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়ে পরিবারই হতে পারে তার রক্ষাকবচ। তাকে দয়া করে 'অপরাধী' হিসেবে দেখবেন না, বরং তাকে একজন 'অসুস্থ মানুষ' হিসেবে পরম মমতায় সেবা করুন। তার নেশাগ্রস্ত রক্ষণ আচরণের বিপরীতে অসীম ধৈর্যের সাথে ভালোবাসার পরিচয় দিন। তাকে বারবার এই বিশ্বাস দিন যে—পৃথিবীর সবাই তাকে ছেড়ে গেলেও তার পরিবার তাকে ভালোবাসে, আর পরম দয়ালু আল্লাহ তাকে এখনো ভালোবাসেন এবং তার তওবাহ করে ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের হারানো আপনজনদের এই আগুনের নদী পার হতে সাহায্য করি

- শুধুমাত্র 'রিহাব'-এর ওপর নির্ভর করবেন না। আমাদের দেশে অনেক রিহাব সেন্টার মানসম্মত নয়। তাই ছুট করে কোথাও না পাঠিয়ে আগে ভালো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের (Psychiatrist) পরামর্শ নিন। এমন জায়গায় পাঠান যেখানে নৈতিক ও ইসলামিক পরিবেশের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করা হয়। আসক্ত ব্যক্তির আত্মসি আচরণের সময় পরিবারের সদস্যদের নিজেদের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখুন।
- নেশা ছাড়ার প্রথম কয়েকদিন তার শরীরে অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা হবে (Withdrawal Symptom)। এই সময় সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এই সময় তাকে একা ফেলে রাখবেন না। তাকে অনুভব করান যে আপনি তার যন্ত্রণার ভাগিদার। কিন্তু সেই সাথে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।
- তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে উৎসাহ দিন। তাকে অনুভব করতে সাহায্য করুন যে, একমাত্র আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাঝেই মনের সব অস্থিরতার উপশম লুকিয়ে আছে। আল্লাহর ওপর ভরসা তাকে নেশা ছাড়ার মানসিক শক্তি দেবে।
- তাকে বারবার মনে করিয়ে দিন যে সে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে এনে কাজ ও ব্যস্ততার মাধ্যমে তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিন।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে শুধু ঘরে আটকে রাখলে চলবে না, তাকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে

১. তাকে এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বা অসহায় মানুষের সেবায় (Direct Service) যুক্ত করুন। যখন সে দেখবে তার কাজে অন্যের উপকার হচ্ছে, তখন তার ভেতরে আত্মমর্যাদা ফিরে আসবে।
 ২. তাকে ফুটবল, ক্রিকেট বা কায়িক পরিশ্রমের খেলায় নিয়মিত অংশ নিতে বাধ্য করুন। ঘাম ঝরানো পরিশ্রম মাদকের ক্রেডিং বা নেশার তাড়না কমিয়ে দেয়।
 ৩. মাদকাসক্ত বন্ধু বান্ধব থেকে অবশ্যই দূরে সরিয়ে রাখবেন। কিন্তু একা থাকা মাদকাসক্তের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। তাই তাকে পাড়ার নেককার যুবকদের সাথে মেলামেশা এবং একে অপরকে সাহায্য করার পরিবেশে যুক্ত করে দিন।
- আজই রুখে দাঁড়ান, আপনার একটু দরদ, একটু চোখের জল আর সঠিক দিকনির্দেশনা একটি হারানো প্রাণকে ফিরিয়ে দিতে পারে এক প্রশান্তময় জীবন। আপনার হাত ধরেই যেন সে আবার ফিরে পায় আল্লাহর অসীম জান্নাতের পথ।

মরণনেশা

আইসিইউ-এর কাঁচের ওপাশে শুয়ে থাকা কঙ্কালসার শরীরটা আমার সেই বন্ধু। যে একসময় পাড়া মাতাতো, ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়াতো, মা-বাবার চোখে স্বপ্নের বীজ বুনতো। আজ সাদা চাদরের নিচে সে শুধু এক দলা হাড়। ইনজেকশনে নীল হয়ে যাওয়া শিরা, অন্ধকার গলিতে কাটানো রাত, বারবার মিথ্যে বলা, মায়ের শেষ সম্বল চুরি করা—সবকিছুর শেষ পরিণতি আজ এই অক্সিজেন মাস্ক। ও যেন ফিসফিস করে বলল, 'দোস্ত, মাকে বলিস মাফ করে দিতো'

বিষাক্ত মাদক আজ ওর ফুসফুস, লিভার আর বেঁচে থাকার সবটুকু অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ও ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু মাদকের নীল দংশন ওকে আজ এমন এক শেষ স্টেশনে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে ফেরার আর কোনো টিকিট নেই।

মরণনেশার ভয়াবহ পরিণাম

- মস্তিষ্কের চিরস্থায়ী ক্ষতি।
- তীব্র মানসিক অবসাদ ও হতাশা।
- ভয়ংকর আত্মহত্যার প্রবণতা।
- দীর্ঘমেয়াদী মাদকাসক্ত পুরুষদের ৩৬.৪% স্থায়ীভাবে যৌন অক্ষমতা (Erectile Dysfunction) ও প্রজনন সমস্যায় ভোগেন।^{১৩১}
- সব পবিত্র সম্পর্ক ভেঙে পড়া।
- শরীরে স্ট্রেস হরমোনের আধিক্য।
- আল্লাহর গজব ও আখিরাতের শাস্তি।
- মাদক মস্তিষ্কের 'গ্রে ম্যাটার' (যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে) স্থায়ীভাবে কমিয়ে দেয়। ফলে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।^{১৩২}
- নিয়মিত মাদক সেবন শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়, ফলে সাধারণ জ্বর ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।^{১৩৩}
- নেশার টাকা না পেয়ে মা-বাবাকে হত্যা নিত্যদিনের ঘটনা।
 - ইয়াবায় আসক্ত ঐশী তার পুলিশ কর্মকর্তা বাবা-মাকে পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করে।^{১৩৪}
 - পাবনায় ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে মাদকের টাকার জন্য নামাজরত অবস্থায় বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছেলে মোস্তফা।^{১৩৫}

^{১৩১} Drug abuse impairs sexual performance in men even after rehabilitation-<https://tinyurl.com/yk98vr99>

^{১৩২} Researchers investigate why certain brains are more vulnerable to addiction- <https://tinyurl.com/2f9f0uzd>

^{১৩৩} Drugs of abuse, immune modulation, and AIDS- <https://tinyurl.com/bdzyhbhz>

^{১৩৪} <https://tinyurl.com/9dznjxy0>

^{১৩৫} <https://tinyurl.com/8cmc23ch>

ভাই আমার, ভুল পথে স্মার্টনেস খুঁজছো না তো?

প্রিয় ভাইটি আমার, আমি জানি তোমার হৃদয়ে আজ কত হাহাকার। তুমি হয়তো ভেবেছিলে এই পথেই বুঝি মুক্তি, এই পথেই বুঝি সুখ। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছ, তোমাকে কত সূক্ষ্মভাবে এই ধ্বংসের দিকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে? এসো, আমরা এই মরীচিকার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখি:

১. তুমি স্মার্ট হচ্ছো না, তুমি শেষ হচ্ছো: মাদক নিলে কেউ স্মার্ট হয় না ভাই। তুমি যখন ফ্রিনে দেখো তোমার প্রিয় হিরোটি স্টাইল করে ধোঁয়া ছাড়ছে, তখন তোমার অবচেতন মন ভাবে “বাহ! এটাই তো স্মার্টনেস, এটাই তো কুলনেস!” কিন্তু এই গ্ল্যামোরের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে ঐশীর মতো হাজারো তরুণের রক্তভেজা হাত আর বাবা-মায়ের আর্তনাদ। পর্দায় যা দেখছো, তা তোমার কলিজা পোড়ানোর এক নিষ্ঠুর বিজ্ঞাপন মাত্র। মাদক তোমার মস্তিষ্ক শুকিয়ে দিচ্ছে, লিভার পচিয়ে দিচ্ছে এবং তোমাকে স্রেফ অপরাধ ও খুনের জঘন্য পথে নামিয়ে দিচ্ছে।

২. তুমি মুক্ত নও, তুমি এখন দাসের অধম: তুমি ভাবছো নেশা করা মানেই স্বাধীনতা? না ভাই, তুমি এখন মাদক সম্রাট আর নব্য ফেরাউনদের হাতের পুতুল। সিনেমা, মিউজিক ভিডিওতে এখন মাদক আর মদকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। মনে হয় যেন নেশা ছাড়া জীবনটা বড্ড ম্যাডম্যাডো। কিন্তু একটু ভেবে দেখো ভাই, এর মাধ্যমে তোমাকে আসলে মানসিকভাবে ‘দাস’ বানানো হচ্ছে না তো? তুমি যখন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন থাকো, তখন তুমি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলো না, বিদ্যমান বিশ্বব্যস্তার ভন্ডামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও না। ওরা ঠিক এটাই চায়—তোমার মতো এক একটা তেজস্বী তরুণ ‘অসাড’ হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকুক।

৩. জীবন একটাই নয়, পরকাল ধ্রুব সত্য: ‘জীবন তো একটাই, যা খুশি করো’—এই স্লোগানটি শুনতে কতই না স্বাধীন মনে হয়, তাই না? কোনো নিয়ম নেই, কারও কাছে জবাবদিহিতা নেই, শুধু নিজের সুখ! এটি শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা। এই নশ্বর পৃথিবীর পর শুরু হবে অনন্তকালের পরকাল, যেখানে তোমার প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে। তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।

৪. উপভোগের আড়ালে চরম হাহাকার ও একাকীত্ব: যারা ‘চুটিয়ে উপভোগ করার’ মতবাদ প্রচার করে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খবর নিয়ে দেখো—দিনশেষে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে একা এবং হতাশ মানুষ। যখন জীবনে কোনো কঠিন সময় আসে, তখন এই পশ্চিমা সেক্যুলার দর্শন তোমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য কোনো আপন হাত বাড়িয়ে দেয় না। তুমি তখন ভিড়ের মাঝেও নিজেকে বড্ড একা অনুভব করো। আর এই অসহ্য একাকীত্ব থেকেই জন্ম নেয় মাদক আর আত্মহত্যার মতো ভয়ংকর সব অন্ধকার পথ। যে ব্যবস্থা মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোকে ‘অধিকার’ মনে করে, সেই ব্যবস্থা তোমাকে ক্ষণিকের আনন্দ দিলেও দিনশেষে এক গভীর শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না।

৫. বন্ধুর কাছে ‘হিরো’ আর গার্লফ্রেন্ডের কাছে ‘ভাব’: পাড়ার বন্ধুদের আড্ডায় ‘আসল পুরুষ’ সাজতে গিয়ে কিংবা প্রিয়তমার সামনে একটু ‘ভাব’ নিতে গিয়ে যে সিগারেটটা হাতে তুলে নিয়েছিলে—সেটাই আজ তোমাকে ড্রাগের নর্দমায় নামিয়ে এনেছে। সামান্য একটু তালি আর সস্তা প্রশংসার লোভে তুমি নিজের রাজকীয় জীবনটাকে নরক বানিয়ে ফেললে? তারা আড়ালে হাসছে ভাই, কারণ তারা তোমার ভবিষ্যৎ আর জীবনটাকে খুব সস্তায় নিলামে তুলে দিয়েছে।

ফিরে এসো ভাই! এই মিথ্যে পুরুষত্ব আর সস্তা আকর্ষণের চেয়ে তোমার রবের জান্নাত অনেক বেশি সুন্দর। নিজেকে সস্তা করো না, তুমি আল্লাহর খলিফা। তোমার জন্ম নেশার নীল বিষে ডুবে মরার জন্য হয়নি। তুমি বদলে গেলেই তোমার পরিবার আর এই দেশ হাসবে। তুমি চাইলে এখনো ফিরতে পারো, আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি।

আলোর পথে ফেরার সাহসী পদক্ষেপ

ভাই আমার, তোমার এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের হাহাকার আমি শুনতে পাচ্ছি। তুমি হয়তো ভাবছো এই অতল গহ্বর থেকে ফেরার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু শোনো, তোমার স্রষ্টা তোমাকে এই নরকে একা ফেলে দেননি। এই যে তুমি আজ অন্ধকার থেকে ফেরার ছটফটানি অনুভব করছো, এটাই প্রমাণ করে যে তোমার ভেতরের ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ বা সৃষ্টির সেবা সত্তাটি এখনো মরে যায়নি। এই আসক্তির অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসার জন্য তোমাকে এখন কিছু বাস্তব এবং সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে -

- **পরিবেশ বদলাও:** তুমি যদি ড্রাগের রাজ্য থেকে ফিরতে চাও, তবে সবার আগে তোমাকে সেই আড্ডা আর সেই বন্ধুদের মায়া ত্যাগ করতে হবে। মনে রেখো, হাজার বার তওবা করেও লাভ হবে না যদি তুমি সেই পুরোনো বিষাক্ত সঙ্গ ছাড়তে না পারো। যে বন্ধু তোমাকে আল্লাহর অবাধ্য হতে উসকানি দেয়, যে তোমাকে নেশার নীল বিষে ডুবিয়ে দেয়—সে বন্ধু নয়, সে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। **আসূলুল্লাহ** ﷺ বলেছেন:
 - "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা উচিত সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।" ১৩৬
- **চিকিৎসা ও রিহাব (Rehab):** একে লোকলজ্জা মনে করো না, একে মনে করো ‘নতুন জীবনের ট্রেনিং সেন্টার’।
- **উইথড্রয়াল সিম্পটম মোকাবেলা:** মাদক ছাড়ার প্রথম কয়েকদিন তীব্র যন্ত্রণা হবে। ভয় পেয়ো না, এই কষ্টটাই তোমার গুনাহ বারে যাওয়ার প্রমাণ। সিজদায় গিয়ে বলো—“ইয়া আল্লাহ, আমি দুর্বল, আপনি আমাকে শক্তি দিন।”
- **পরিবারকে ঢাল বানানো:** তাদের শাসনের আড়ালে যে ভালোবাসা আছে তা বোঝার চেষ্টা করো। তাদের দুআ নাও।
- **জান্নাতী শরাবের প্রত্যাশা:** এই নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ নেশার চেয়ে তোমার রবের জান্নাত পানীয় কতই না উত্তম!

একবার ভাবো তো ভাই, এই আগুনের নদী পার হতে পারলেই সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এক প্রশান্তময় নতুন জীবন। সেই জীবনে আর কোনো অন্ধকার রুমের একাকীত্ব নেই, নেই মা বাবার চোখের দিকে তাকাতে না পারার লজ্জা।—সেখানে আছে বুক ভরে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া, আছে সুন্দর পবিত্র সম্পর্ক আর আত্মসম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচার আনন্দ। আর এর চেয়েও বড় পুরস্কার—**আল্লাহর অসীম জান্নাত** এবং তাঁর সন্তুষ্টি। এই নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ নেশার চেয়ে তোমার রবের হাতের জান্নাতী শরাব কতই না উত্তম!

তুমি তো সেই বীর, যাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর গোলামিতে ফিরে আসতে। নিজের ঈমান আর ভবিষ্যতকে সঁপে দিও না। দাঁতে দাঁত চেপে এই কয়েকটা দিন লড়াই করো; বিজয় তোমারই হবে ইনশাআল্লাহ।

কেবল তোমার সাহস করে উঠে দাঁড়াতে হবে, কি উঠবে না?

আমরা কি নিজের হাতেই সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছি মৃত্যু?

কেন আজ আমাদের ঘরে ঘরে ক্যান্সার, কিডনি বিকল এবং লিভার নষ্ট হওয়ার মতো মরণব্যাধি মহামারি আকার ধারণ করেছে? কেন আমাদের শিশুরা জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছে? উত্তরটা খুব সহজ—আমরা যা খাচ্ছি, তা পুষ্টি নয় বরং স্লো-পয়জন বা ধীরগতির বিষ। মুনাফালোভী একদল দস্যু আজ আমাদের প্লেটের খাবারকে বিষাক্ত ভাগাড়ে পরিণত করেছে। খাদ্যে ভেজালের কারণে আমরা একটি নীরব গণহত্যার শিকার হচ্ছি।

আমাদের নীরব মৃত্যুঘণ্টা

‘শিশু মৃত্যুর ১০ শতাংশ ভেজাল খাদ্যে’

— সৈয়দা সারওয়ার জাহান, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

‘ভেজাল খাদ্য গ্রহণে বছরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ৩ লাখ মানুষ’

— ঢাকাপোস্ট।

‘ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি’

— আজকের পত্রিকা।

‘কাপড়ে ব্যবহৃত রঙ, কৃত্রিম ফ্লেভার ও স্যাকারিন মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে জুস-জেলি, মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুরা!’

— ঢাকা টাইমস ২৪।

‘ভেজালে সয়লাব বাজার, উদাসীন কর্তৃপক্ষ’

— দৈনিক যুগান্তর

ভয়াবহ জাতীয় স্বাস্থ্য সংকট

- মাছ ও মুরগির ফিড়ে পাওয়া যাচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত ক্রোমিয়াম এবং ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক, যা রান্নার তাপেও ধ্বংস হয় না এবং সরাসরি মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, টেক্সটাইল ডাই এবং অতিরিক্ত প্রিজারভেটিভের ফলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্সার ও কিডনি রোগীর সংখ্যা গত দশকের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছে।
- ভেজাল দুধ ও রাসায়নিকযুক্ত চিপস-জুস খেয়ে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছি।
- ভেজাল খেয়ে অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসার পেছনে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত আয়ের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে। আমরা খাচ্ছি বিষ, আর লাভবান হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ী ও সিল্ডিকেট।

ভেজালের কারণ: রাষ্ট্রীয় অবহেলা ও কর্পোরেট লোভ

- বিএসটিআই (BSTI) ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জোরালো তদারকির অভাব এবং অসাধু কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ভেজালকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

- বড় বড় কোম্পানিগুলো চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষতিকর ও রাসায়নিকযুক্ত খাবারকে 'স্বাস্থ্যকর' বলে সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য কেবল লভ্যাংশ, মানুষের জীবন নয়।

মূল কারণ: ইসলামকে ভুলে যাওয়া ও পশ্চিমা ভোগবাদ

খাদ্যে ভেজাল বা এই সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয়ের গভীরে তাকালে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে—আমরা আমাদের রবের দেওয়া বিধানকে ভুলে গিয়েছি।

- **তাকওয়ার অনুপস্থিতি:** আজ আমাদের ব্যবসায়ীদের অন্তরে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) নেই। "আমি যা করছি আল্লাহ তা দেখছেন এবং হাশরের ময়দানে আমাকে প্রতিটি দানার হিসাব দিতে হবে"—এই বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়ার ফলেই মানুষ অন্যের মুখে বিষ তুলে দিতে দ্বিধা করছে না।
- **স্বার্থপরতা ও ভোগবাদ:** "অন্যের ক্ষতি হোক তাতে কী, আমার পকেট ভারি হলেই হলো"—এই পরকালহীন চিন্তাই আজ ব্যবসায়ীদের কসাইয়ে পরিণত করেছে। তাদের কাছে বেশি মুনাফা মানেই জীবনকে বেশি উপভোগ করা, আর এই সেকুলার ভোগবাদী মানসিকতাই খাদ্যে বিষ মেশানোর অন্যতম কারণ।
- **আমানতদারিতার অভাব:** ইসলাম ব্যবসাকে 'আমানত' ও ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু আমরা ইসলামকে মসজিদ-মাদ্রাসার ভেতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি, যার ফলে বাজার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র—কোথাও আজ ইসলামের আলো নেই।

ভেজাল চিনবেন কীভাবে?

- **ফল ও সবজি:** অতিরিক্ত চকচকে, দাগহীন এবং মাছি বসে না এমন ফল কেনা থেকে বিরত থাকুন। রাসায়নিকের প্রভাব কমাতে খাওয়ার আগে অন্তত ১৫-২০ মিনিট লবণ মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
- **দুধ:** এক ফোঁটা দুধ পিচ্ছিল কোনো তলে ঢালুন। যদি সাদা দাগ রেখে ধীরে গড়িয়ে যায় তবে তা খাঁটি। আর যদি দ্রুত গড়িয়ে যায় এবং কোনো দাগ না থাকে, তবে তা ভেজাল।
- **মাছ:** ফরমালিনযুক্ত মাছের চোখ ভেতরের দিকে ঢোকানো থাকে এবং মাছের ফুলকা ফ্যাকাসে বা কালচে হয়। খাঁটি মাছের ফুলকা হবে উজ্জ্বল লাল।

ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যে ভেজাল একটি জঘন্যতম অপরাধ

ইসলামে ব্যবসা ইবাদত হলেও ধোঁকাবাজি ও ভেজাল দেওয়াকে বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে।

- একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক শস্য বিক্রেতার স্তূপে হাত ঢুকিয়ে ভিজে অনুভব করলেন। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি ভেজাল দেয় বা ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"^{১৩৭}
- হারাম খেয়ে শরীর গঠন করলে সেই শরীরে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ভেজাল কারবারিদের ইবাদত কবুল হয় না এবং তাদের উপার্জন তাদের জন্য অভিশাপ।

ইসলাম কেবল অসাধু ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেনি, বরং যারা সততার সাথে ব্যবসা করেন তাদের জন্য ঘোষণা করেছে সর্বোচ্চ সম্মান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।"^{১৩৮}

আমরা সেইসব সৎ ব্যবসায়ীদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই, যারা মাপে কম দেন না এবং অধিক মুনাফার লোভে খাদ্যে বিষ মেশান না। আপনাদের এই সৎ ব্যবসা কেবল জীবিকা নয়, বরং একটি মহান ইবাদত। সমাজ ও কওম আপনাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

সুন্নাহসম্মত লাইফস্টাইল অনুসরণ করুন

অতিরিক্ত ভোগবাদ ও বিলাসী পণ্য আসক্তিই আমাদের ভেজাল খাবারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন পেটের তিনভাগের একভাগ খাদ্য, একভাগ পানি এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখা। অতিরিক্ত ভোজন সকল রোগের মূল। বিলাসী ও প্যাকেটজাত বিদেশি পণ্য বর্জন করে সুন্নাহসম্মত সাদাসিধে খাবার (যেমন: মধু, কালোজিরা, ঘরোয়া খাবার) গ্রহণের অভ্যাস করুন। বিলাসবহুল লাইফস্টাইল ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাই এখন বড় প্রতিরোধ।

ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে করণীয়

- **প্রসেসড ফুড বর্জন:** প্যাকেটজাত জুস, চিপস ও কৃত্রিম রঙের খাবার বর্জন করে ঘরের তৈরি তাজা খাবারের অভ্যাস গড়ে তুলুন। সন্দেহজনক চকচকে উৎস এড়িয়ে চলুন। যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা তথাকথিত 'এনার্জি ড্রিঙ্ক' ও 'কালারড জুস' মূলত কিডনি নষ্ট করার প্রধান কারিগর। আধুনিকতার নামে এসব বিষাক্ত পানীয় পান না করে প্রাকৃতিক ডাব বা সাধারণ পানি পানের অভ্যাস করুন।
- **বিকল্প উৎপাদন ও ছাদবাগান:** নিরাপদ সবজির নিশ্চয়তা পেতে বাড়ির আশেপাশে, নিজের বারান্দা বা ছাদে ক্ষুদ্র পরিসরে চাষাবাদ শুরু করুন।
- **সামাজিক তদারকি:** পাড়ার তরুণরা মিলে স্থানীয় বাজারের ওপর নজরদারি করুন। মুষ্কবিবরা স্নেহের সাথে ব্যবসায়ীদের পরকালের ভয় দেখান এবং মহল্লায় একটি 'বিশ্বস্ত সাপ্লাই চেইন' গড়ে তুলুন।
- **বয়কট ক্যাম্পেইন:** যেসব কোম্পানির পণ্যে ভেজাল প্রমাণিত হবে, তাদের পণ্য সশ্লিষ্টভাবে বর্জন করুন। এটি খুবই কার্যকরী হাতিয়ার। মনে রাখবেন, আপনার দেওয়া প্রতিটি টাকা তাদের বিষ বাণিজ্যে জ্বালানি হিসেবে কাজ করছে। বড় বড় কোম্পানির ক্ষতিকর প্রসেসড ফুড বর্জন করে স্থানীয় ও প্রাকৃতিক পণ্য গ্রহণে একে অপরকে উৎসাহিত করুন।
- **মিস্বর থেকে প্রতিরোধ:** দেশের প্রতিটি মসজিদের খতিব সাহেবগণ জুমার খুতবায় নিয়মিত 'খাদ্যে ভেজাল' ও 'মাপে কম দেওয়া'র ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। মহল্লা ভিত্তিক ব্যবসায়ীদের নিয়ে সচেতনতামূলক বৈঠক করতে পারেন। ওলামায়ে কেরামের একটি শক্তিশালী বক্তব্য হাজারো মানুষের বিবেক নাড়া দিতে পারে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি করতে পারে।

- **সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করুন:** খাদ্যে ভেজাল দেখলে চুপ থাকবেন না; স্থানীয় অসাধু সিন্ডিকেটের খবর প্রমাণসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরুন। আমাদের নীরবতাই অপরাধীদের আরও সাহসী করে তোলে।

আমাদের দাবি

১। ভেজালকারী ও তাদের মদদদাতাদের ইসলামী শরীয়াহর মূলনীতি অনুসরণ করে এমন কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ মানুষের জীবন নিয়ে এই বিষাক্ত খেলার দুঃসাহস না দেখায়।

- অসাধু ব্যবসায়ীর সমস্ত মালামাল বাজেয়াপ্ত করা এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া।
- জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি বিবেচনায় বিচারক অপরাধীকে দোররা মারা বা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড প্রদান করতে পারেন।
- যদি খাদ্যে এমন বিষ মেশানো হয় যার ফলে কারো মৃত্যু নিশ্চিত হয় বা গণমৃত্যু ঘটে, তবে শরীয়াহর 'কিসাস' (প্রাণের বদলে প্রাণ) বা 'হিরাবাহ' (সামাজিক ফিতনা ও ত্রাস সৃষ্টি) বিধান অনুযায়ী ঘাতক ব্যবসায়ীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

২। বিএসটিআই-এর লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও ডিজিটাল করতে হবে।

কোরআনের আইন ও হালাল উপার্জনের পথ ত্যাগ করার কারণেই আজ আমাদের ওপর রোগ-ব্যাদি ও অশান্তির আঘাব নেমে এসেছে। আমরা ভুলে গেছি, যে বিষ আজ আমরা অন্যের জন্য তৈরি করছি, সেই একই বিষাক্ত খাবার হয়তো আমাদের নিজেদের সন্তানরাও অন্য কোথাও থেকে খাচ্ছে।

খাদ্যে ভেজাল রোধ আমাদের রুচি ও ঈমানের লড়াই। আমাদের সামান্য সচেতনতা একটি শিশুকে মরণব্যাদি থেকে বাঁচাতে পারে। আসুন, মুনাফালোভী ভোগবাদ ত্যাগ করে আল্লাহর আমানত হিসেবে নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করি।

চলুন গড়ি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক বিষমুক্ত ও সুস্থ দেশ...

দিল্লী না ঢাকা? আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতকে বরাবরই বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এদেশ ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ভারত বরাবরই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেছে। এদেশের অধিবাসীদের প্রতি নানাসময়েই বিভিন্ন ন্যাকারজনক পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা তাদের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব প্রকাশ করেছে। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি না জানলেই নয়।

১. **পিলখানা হত্যাকাণ্ড:** ২০০৯ সালে ভারতীয় বাহিনীর মদদে ঢাকার পিলখানায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৭৪ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

২. **বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হত্যা:** ২০১১ সালে কুড়িগ্রামের কিশোরী ফেলানী, ২০২৪ এ ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের পর স্বর্ণা দাস এবং শ্রী জয়ন্তকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী গত দুই যুগের বেশি সময় ধরে সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে ১৩০০ এরও বেশি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সীমান্তের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত একটি। অথচ তারা নাকি আমাদের বন্ধু দেশ!

৩. **বাংলাদেশের অখন্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত এক বিশাল হুমকি।** ভারতীয় গণমাধ্যমে চট্টগ্রামকে আলাদাভাবে দখল করে ভারতের সাথে সংযুক্ত করতে চাওয়া এবং অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাদের আগ্রাসী মনোভাব এটাই স্পষ্ট করে।

৪. **বাংলাদেশে ইসকন ও সনাতনী জোটের মতো উগ্রবাদী সংগঠনকে সমর্থন দিয়ে আসছে ভারত।** মধুখালীতে দুই মুসলিম নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা ও চট্টগ্রামে কোর্ট প্রাঙ্গণে সরকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যার মতো অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে এই উগ্রবাদী সংগঠনগুলো সরাসরি জড়িত। বিভিন্ন বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এদেশে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোকে ভারত অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছে।

৫. **বাংলাদেশের স্বার্থ ও সুবিধার বিরুদ্ধে গিয়ে এদেশের জন্য হুমকি ও ক্ষতিকর এমন অসংখ্য চুক্তি আওয়ামী জাহিলিয়াতের আমলে ভারত এদেশে বাস্তবায়ন করিয়েছে।** যেমন: দেশের অর্থনীতির জন্য সংকট সৃষ্টিকারী আদানির বিদ্যুৎ চুক্তি, বাংলাদেশ-ভারতের পানি বন্টন চুক্তি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রেল ট্রানজিট চুক্তি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের টিকে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষা কখনোই ভারতের সাহায্য-সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এদেশের মানুষের উপর আওয়ামী লীগের জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভারতই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৬. **বাংলাদেশের সাথে একতরফা অসম বানিজ্য টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে দিচ্ছে ভারত।** ভারতীয় পণ্য এদেশে আমদানী হলেও ভারত বাংলাদেশী পণ্য আমদানী করে না কিংবা করলেও নিতান্ত কম দামে। তারা এদেশকে কেবলই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

৭. **ভারত এদেশে তাদের টিভি চ্যানেলের সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে তাদের অশ্লীল, অনৈতিক আচার-সংস্কৃতিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।** অন্যদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম বহুকাল ধরে নির্লজ্জের মত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিমূলক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে আসছে যা অনেকক্ষেত্রে সহিংসতা, অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী। এ থেকেই আমাদের প্রতি তাদের মিডিয়া ও জনগনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।

৮. উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অযোধ্যার বাবরি মসজিদ দখল করে ভেঙ্গে ফেলে সেখানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এককালের স্বাধীন-সার্বভৌম সিকিম এবং হায়দ্রাবাদ তারা দখল করে নিয়েছে। সেই একই হিন্দুত্ববাদী চেতনা ও ভারতীয় আগ্রাসনবাদ আমাদের দেশকে দখল করে ভারতের করদ রাজ্য বানাতে চায়। তারা বাংলাদেশকে দখল করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে ও তা প্রকাশ্যে প্রচার করে।

৯. ভারত এদেশের সাথে নদীপথের সীমানায় বাধের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে পানি আটকে রেখে এবং বর্ষাকালে কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই পানি ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের পানি সঙ্কাস কার্যক্রম জারি রেখেছে। এভাবে প্রতি বছর তারা আমাদের দেশের লাখ লাখ মানুষকে বাস্তহারা, নিঃস্ব করছে। বন্যায় প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ, নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার ফসল।

ভারতের আধিপত্য ও আগ্রাসন মোকাবিলায় আমাদের আহ্বান

সরকারের প্রতি

- ১. সরকারকে ভারতের সাথে সকল প্রকার নতজানু নীতি পরিহার করতে হবে। নেপাল-মালদ্বীপসহ উপমহাদেশের সব দেশই এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। তাই নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে সরকারকে ভারতের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে আত্মমর্যাদাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- ২. সরকারকে সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে ভারতের কাছে কঠিন জবাবদিহি চাইতে হবে। একইসাথে নদীর পানি বন্টন ইস্যু, ভারতীয় মিডিয়ায় চরম উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে পুলিশের সামনে ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনা বহির্বিষয়ের কাছে তুলে ধরতে হবে।
- ৩. উগ্র হিন্দুত্ববাদকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তি ও সংগঠনকে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তির আওতায় আনা, তাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি

অতীত থেকেই এদেশের হিন্দুসমাজ শাস্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ভারতীয় মুসলিমদের মত করুণ অবস্থা এদেশে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। আওয়ামী লীগ নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হলো আওয়ামী জাহিলিয়াত ও ভারতের স্বার্থ হাসিল করা। হিন্দুসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে, তাদের আনুগত্য কি এদেশের প্রতি নাকি ভারতের আগ্রাসন এবং হিন্দুত্ববাদের প্রকল্পের প্রতি। দুঃখজনকভাবে ইসকন কর্তৃক অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলামের হত্যাকাণ্ডের পরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, জাতীয় পূজা কমিটি কিংবা হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো শক্ত নিন্দা বা বিবৃতি আমরা দেখতে পাইনি। তাই হিন্দুসমাজকে প্রমাণ করতে হবে তারা কি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে, নাকি বিপক্ষে!

সাধারণ জনগনের প্রতি

হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসনবাদ আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। ভারত সর্বদাই চায় তাদের আনুগত্যের বেড়াজালে আমাদের আটকে রাখতে। তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ভারত হাসিনাকে ব্যবহার করেছে এবং দরকারে অন্য যে কাউকে ব্যবহার করবে। তাই ভারতের মন রক্ষা করে চলা কিংবা নতজানু নীতি গ্রহণের মাধ্যমে কখনো এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান

সম্ভব নয়। এই আগ্রাসন মোকাবিলার একমাত্র সমাধান হলো ইসলাম। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে শির উঁচু করে বাঁচতে হয় এবং কীভাবে জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। মনে রাখবেন, এদেশের অখন্ডতা রক্ষায় তৌহিদী জনতা ও মুসলিমরাই হলো ‘ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স’। আমাদের ইম্যানি শক্তিই হচ্ছে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় দেয়াল। ভারতের আগ্রাসন মোকাবেলায় আমাদেরকে শক্ত এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান নিতে হবে। আমাদের অস্তিত্বের হুমকির ব্যাপারে আমাদের সবাইকেই সতর্ক ও সোচ্চার হতে হবে এবং প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদীদের যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

একইসাথে এদেশের সাধারণ হিন্দুদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং হিন্দুদের উপাসনালয়ে যাতে কোনো দুষ্কৃতকারী আক্রমণ চালাতে না পারে বা এর মাধ্যমে কেউ যাতে কোনোপ্রকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এদেশে যখন ইসলামী শাসন বলবৎ ছিল, তখন থেকেই ভিন্নধর্মাবলম্বীরা নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে বসবাস এখানে করে আসছে। ইসলামী শরিয়তের অধীনে তাদের নিরাপত্তা অটুট থেকেছে। অন্যদিকে সেকুলার শাসনামলে রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, তাদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থে ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে, সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে। এভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ফিরিস্তি পেশ করে তারা ভারতের সমর্থন নিয়েছে যেখানে তারা নিজেরাই এসব অপরাধের আসামী।

সর্বশেষ ভারতের প্রতি

ভারতের উচিত বাংলাদেশের সাথে সম্প্রীতি, সৌষ্ঠব ও সম্মানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। অন্যথায় তাদের জেনে রাখা উচিত তারা যেসকল নাশকতামূলক বিধ্বংসী কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে তা এদেশের জনগন কখনোই মেনে নেবেনা। ভারত যদি এ অঞ্চলকে গুজরাট ভেবে থাকে তবে তারা বিরাট ভুল করেছে। এটা গুজরাট না, এটা ঢাকা! এটা দিল্লী না, এটা ঢাকা! এই যমিন হাজী শরিয়তুল্লাহর, এই ভূমি শাহজালালের। এ যমিনের সন্তানদের দেহে এখনো তাদের রক্ত বহমান। আমরা তাদের গৌরবময় উত্তরসূরী। ভারত এ অঞ্চলকে নিয়ে, এদেশের ভূমিকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে চাইলে কিংবা এদেশের কোনো অঞ্চলের দিকে হাত বাড়াতে চাইলে এখানকার মুসলিমরা, শাহজালাল ও হাজী শরিয়তুল্লাহর সন্তানরা এসবের উপযুক্ত জবাব দিতে, এই আগ্রাসন রুখে দিতে বদ্ধপরিকর!

পোস্টার

লিফলেটের মতো এই পোস্টারের স্ক্রিপ্টগুলোও বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে লেখা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং প্রচারের মাধ্যম ভেদে পোস্টারের স্ক্রিপ্টের শব্দ সংখ্যা কিছুটা কমবেশি হতে পারে। মূলত সম্পাদনার সুবিধার্থে এবং মূল বিষয়বস্তুর গভীরতা বজায় রাখতে এই হ্যান্ডবুকে শব্দ সংখ্যা একটু বেশি করেই ধরা হয়েছে। ডিজাইন বা ছাপানোর সময় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মূল বার্তাটি অক্ষুণ্ণ রেখে আপনি এই শব্দগুলো সমন্বয় বা সংক্ষিপ্ত করে নিতে পারবেন বা একটি পোস্টার থেকে একাধিক পোস্টার বানাতে পারেন যাতে তা পাঠকের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হয়।

পড়ুন “অ্যান্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রশ্নোত্তর” থেকে- কিভাবে পোস্টারিং করতে হয়।

শাতেমে রাসূল (ﷺ) ইস্যু

পোস্টারের ডিজাইন লিংক- <https://tinyurl.com/IRFPosting>

প্রেম জেনা ব্যভিচার

পোস্টার ১

ভালোবাসা, প্রেম নয়

এই সেকুলার সিস্টেম, মিডিয়া ও সেলিব্রিটিরা তোমার কাছে প্রেম বিক্রি করে। কিন্তু তুমি কী জানো -

- কৈশোরের আবেগী প্রেমের মাত্র ২% শেষ পর্যন্ত বিয়েতে গড়ায়। বাকি ৯৮%-এর শেষটা হয় বিষাদ আর তিক্ততায়।
- তথাকথিত প্রেম কেড়ে নেয় আত্মবিশ্বাস, ধ্বংস হয় মেধা, আর আড়ালে পড়ে থাকে বাবা-মায়ের চোখের জল।
- বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক ডিভোর্সের হার নাটকীয়ভাবে বাড়ায়।

প্রেমের শর্টকাট নয়—আগে নিজেকে যোগ্য করে তোলো, দায়িত্ব নিতে শেখো, লেখাপড়া ও ক্যারিয়ারে মনোযোগী হও।

পোস্টার ২

আপনার সন্তানকে বাঁচান!

এই সেক্যুলার সিস্টেম, মিডিয়া ও সেলিব্রিটির আপনার সন্তানকে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে

- ১ বছরে ৫১৩ শিক্ষার্থীর আত্মহনন, বড় কারণ অভিমান-প্রেম (DhakaPost, ২৭.১.২০২৪)
- মাসে গড়ে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, প্রেমঘটিত কারণে বেশি (আরটিভি নিউজ, ৯.১১.২০২২)
- প্রেমের ফাঁদে ফেলে কিশোরীকে ধর্ষণ, কথিত প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ৩ (banglanews২৪, ২৬.৭.২০২৫)

আপনার সন্তানের ফুলের মতো জীবন ধ্বংস করে দিতে কৈশোরের একটি প্রেমই যথেষ্ট।

পোস্টার ৩

যে প্রেম কেড়ে নেয় প্রাণ

- ১ বছরে ৫১৩ শিক্ষার্থীর আত্মহনন, বড় কারণ অভিমান-প্রেম (DhakaPost, ২৭.১.২০২৪)
- মাসে গড়ে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, প্রেমঘটিত কারণে বেশি (আরটিভি নিউজ, ৯.১১.২০২২)
- প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চিরকুট লিখে ঢাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা (দেশ টিভি, ২২.৪.২০২৫)
- প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সাতক্ষীরায় গায়ে আগুন দিয়ে কলেজ ছাত্রীর আত্মহত্যা (জনকণ্ঠ, ১.৫.২০২৫)

সর্বনাশা প্রেমে হাজারো তাজা প্রাণ বারেছে। তোমার জীবন তছনছ করার জন্য একটি প্রেমই যথেষ্ট।

পোস্টার ৪

প্রেম কী সুখের ফাগুন?

- অনিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে চরম বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি ও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায়।
- মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অপ্রাপ্ত বয়সে প্রেমের প্রত্যাখ্যান বা প্রতারণা তীব্র মানসিক ট্রমা সৃষ্টি করে।
- প্রেমঘটিত সম্পর্কের কারণে অনিরাপদ যৌনতা, গর্ভপাত, ব্ল্যাকমেইল, ডিজিটাল অপরাধ ও পড়াশোনার ক্ষতি বাড়ছে।
- বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক বিশ্বাস কমায় ও পরবর্তী দাম্পত্যে বিচ্ছেদের হার বাড়ায়।

সিঙ্গেল থাকলে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু ভুল পথে পা বাড়ালে একটা সাজানো জীবন তছনছ হয়ে যায়।

ভালোবাসার ফেব্রুয়ারি

পোস্টার ১

ফিরে এসো... শুদ্ধতার আলোয়!

ভাইয়া/আপু, নিজেকে কী কখনো প্রশ্ন করেছঃ

- ‘এক্সট্রা ক্লাস’-এর মিথ্যা বলে ওর সাথে ডেটে বা লিটনের ফ্ল্যাটে যাওয়ার সময় কি একবারও মনে পড়ে না মা-বাবার কষ্টের কথা?
- ‘ভালোবাসা’ শেখানো হিরো-হিরোইন, সেলিব্রিটিরাই অশান্তি, বিচ্ছেদে জর্জরিত—তারা তোমাকে কী শেখাবে?
- রাসূল ﷺ ব্যাভিচারীদের জাহান্নামের উত্তপ্ত চুল্লিতে পুড়তে দেখেছেন (সহীহ বুখারি, ৭০৪৭)। দুনিয়ার আগুন সইতে পারো না, অনন্তকালের দহন কীভাবে সইবে?

সাময়িক মজার জন্য অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পোস্টার ২

খুনি ভালোবাসা

ফেব্রুয়ারি এলেই এই সেক্যুলার সিস্টেম, মিডিয়া ও সেলিব্রিটিরা ভালোবাসার কথা বলে

কিন্তু এই ভালোবাসা তোমাকে খুনি বানিয়ে ছাড়বে—

- ডাস্টবিনে মিলল নবজাতকের লাশ (যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০২৫)
- কুকুরের মুখ থেকে উদ্ধার হল নবজাতকের লাশ! (ইনকিলাব, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)
- ঢাবির ডাস্টবিনে মিললো নবজাতকের লাশ (ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি ২০২২)
- ডাস্টবিনে মিললো নবজাতকের মরদেহ (সময় নিউজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

ভাইয়া/আপু, তুমিও কী খুনিদের দলে?

পোস্টারের ডিজাইন লিংক- <https://tinyurl.com/ms৭৫৪h৬p>

উৎসবের আড়ালে

পোস্টার ১

আপনিও কী পাখি ও শিশু হত্যাকারীদের দলে?

থার্ট ফাস্ট নাইটের উন্মাদনায়

- শব্দ ও বায়ুদূষণে শতাধিক পাখি মারা গেছে (দেশরূপান্তর)
- আতশবাজি ফানুসের অগ্নিকান্ডে ধানমন্ডিতে ব্যবসায়ীর দোকান পুড়ে ছাই (Dhaka Mail)
- আতশবাজির শব্দে কাঁপছিল উমায়ের, পরদিনই মৃত্যু (Jago News)

সেকুলার বিশ্বব্যবস্থার, কুফকারদের এ খুনের উৎসবকে না বলুন

নিজে থামুন, অন্যকেও থামান

পোস্টার ২

আপনি কাদের অনুসারী?

- যে পশ্চিমা লুটেরারা এই সোনার বাংলাকে একসময় শ্মশান বানিয়েছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল
- যাদের সমাজে অশ্লীলতায় সয়লাব, ভেঙে পড়ছে সমাজব্যবস্থা
- যারা নিজেরা সুখে নেই, সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত দেশের তালিকার ১ নম্বরে ইউক্রেন, দ্বিতীয় আমেরিকা, চতুর্থ অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে

ওদের চাপিয়ে দেয়া কুফরি উৎসব থার্ট ফাস্ট নাইট উদযাপন কী আমাদের মানায়?

পোস্টার ৩

মৃত্যু নিয়ে খেলা

প্রতিবছর খার্ট ফার্স্ট নাইটে মৃত্যুর হিড়িক পড়ে যায়

- নববর্ষের আতশবাজি ও ফানুশের আগুনে রোমে পুড়ে মরল শত শত পাখি [যুগান্তর ২.১.২১]
- ইউরোপে শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু, আহত শতশত [সময় সংবাদ, ২.১.২২]
- শাংহাই পদদলিত হয়ে ৩৬ জনের মৃত্যু [বিবিসি, ১.১.১৫]
- আতশবাজির শব্দে কাঁপছিল উমায়ের, পরদিনই মৃত্যু (Jago News)

আপনিও কী পাখি ও শিশু হত্যাকারীদের দলে?

পোস্টার ৪

খার্ট ফার্স্ট নাইটে বক্স বাজিয়ে মানুষকে কষ্ট না দিয়ে, আতশবাজির নামে টাকা না পুড়িয়ে

- শীত বস্ত্র বিতরণ করো
- পথ শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করো
- এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করো
- মোবাইলে মুখ গুজে পড়ে থাকা ছোটো ভাইদের খেলার মাঠে নিয়ে যাও
- অভাবী মানুষদের সাবলম্বী করার ব্যবস্থা করো

সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার এ খুনের উৎসবে না জড়িয়ে, জীবনের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করো

পোস্টারের ডিজাইন লিংক- <https://tinyurl.com/ke8j@vks>

পতনের আওয়াজ পাওয়া যায়

পোস্টার ১

আপনার সন্তান পর্ন আসক্ত!

যেভাবে বুঝবেন আপনার সন্তান পর্ন আসক্ত:

- ব্রাউজারের হিস্টোরি ডিলিট করা।
- ঘরের দরজা বন্ধ রাখা; হঠাৎ ঢুকলে চমকে যাওয়া বা অস্বাভাবিক আচরণ করা।
- কম্বলের নিচে লুকিয়ে মোবাইল ব্যবহার করা।
- রাত জেগে মোবাইল ব্যবহার করা; বাইরে খেলাধুলার বদলে ঘরের কোণে পিসিতে বসে থাকা।
- বাথরুমে মোবাইল নেওয়া; দীর্ঘ সময় কাটানো।
- পিসির স্ক্রিন দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখা।

আপনার সন্তানকে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনুন। আপনার সাহায্য তার খুব প্রয়োজন।

পোস্টার ২

ভেঙে ফেলুন নীরবতা

- বাংলাদেশের স্কুলগামী ছেলেদের ৬১.৬৫% পর্নোগ্রাফি দেখে।
- ঢাকার ৭৭% কিশোর পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত।
- পর্ন আসক্তি কোকেইন-হিরোইনের মতো মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করে।
- এর ফল: হতাশা, উদ্বেগ, পড়াশোনায় অবনতি, এবং যৌন সহিংসতা/নারী নির্যাতনের ঝুঁকি বৃদ্ধি।

সন্তানের হাসিই সুস্থতার প্রমাণ নয়। নীরবতা ভেঙে কথা বলুন, সময় দিন। আপনার আজকের পদক্ষেপ বাঁচাতে পারে একটি জীবন।

পোস্টার ৩

হারিয়ে যাচ্ছে আপনার সন্তানের নিষ্পাপ শৈশব

- বাংলাদেশের একটি বিভাগীয় শহরের ১৬-১৯ বছর বয়সীদের ৬৬% যৌন মিলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, যার প্রধান কারণ পর্নোগ্রাফি।
- পর্ন আসক্তির কারণে পাঁচ বছরে ১১-১৩ বছর বয়সী কিশোরীদের মানসিক সমস্যা বহুগুণ বেড়েছে।
- বাড়ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ।
- পর্নোগ্রাফি দেখা কিশোরদের ৭০.৫৫% মেয়েদের ইভটিজিং করতে চায় (bdnews২৪, ২৯ জুলাই ২০১৮)।

আপনার সন্তান পর্ন আসক্ত হলে তাকে তিরস্কার বা লজ্জা না দিয়ে তার সমস্যাগুলো শুনুন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

মুক্ত বাতাসের খাঁজে

পোস্টার ১

ভেঙে ফেলো দাসত্বের শেকল

- কোকেইন-হেরোইনের মতো হার্ড ড্রাগের মতো পর্নোগ্রাফিও তোমাকে দাসে পরিণত করে। বদলে দেয় তোমার মস্তিষ্কের গঠন।
- তোমাকে শেখাচ্ছে, সমকামীতার মতো বিকৃত যৌনাচার।
- তোমাকে বন্দি করে রাখছে চারদেয়ালে। হতাশা, ডিপ্রেসন আর নীল অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখছে তোমাকে।

সৃষ্টির সেরা হয়ে জন্ম নিয়ে স্ক্রিনের পিক্সেলের দাসত্বে কেন হারাবে নিজের আত্মসম্মান? নীল অন্ধকারের বিষপান ছেড়ে

বেরিয়ে আসো মুক্ত বাতাসে; ঘাসফড়িং, শিশির আর নীলাকাশ তোমার অপেক্ষায়।

পোস্টার ২

তুমি কী পর্ন দেখো?

- ইন্টারনেট পর্নো তরুণদের যৌনক্ষমতা নষ্ট করে।
- ঘন ঘন হস্তমৈথুন ও পর্নো আসক্তি লিঙ্গোত্থানজনিত (erectile) সমস্যা সৃষ্টি করে এবং যৌনমিলনের ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

- এটি টেস্টোস্টেরন কমিয়ে ক্লাস্তি, স্মৃতিশক্তিহীনতা ও বিষণ্ণতা বাড়ায়।
- গবেষণায় প্রমাণিত, পর্ন আসক্তি কোকেইন ও হিরোইনের মতোই মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করে।

জীবনে প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত সুখ পেতে চাইলে পর্নের সর্বনাশা নীল আঁধার ছেড়ে বেরিয়ে এসো মুক্ত বাতাসে।

পোস্টার ৩

তুমি কি জানো ?

তোমার একটি ক্লিক একজন মানুষের জীবন ধ্বংসের জন্য দায়ি?

- পর্ন মানব পাচারের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর ছয় থেকে আট লক্ষ নারী ও শিশু মানবপাচারের শিকার হয়।
- তুমি পর্ন দেখে চাহিদা সৃষ্টি করো বলেই অসহায় নারী-শিশুদের পড়তে হয় মানব-পাচারকারীদের কবলে, বেছে নিতে হয় ভয়াবহ জীবন।
- পর্ন ওয়েবসাইটে করা তোমার প্রতিটি মাউস ক্লিকের কারণে হয়তো একজনের পৃথিবীটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

এই অপরাধের বোঝা বইতে পারবে তো?

কাছে আসার আরেক গল্প

পোস্টার ১

সস্তা সুখের লাল খতিয়ান

- ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত ঘটে—অর্থাৎ প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একটি শিশুকে আলোর মুখ দেখার আগেই হত্যা করা হয়। এদের বিশাল একটি অংশ তথাকথিত 'প্রেমের' ফসল। এটা তো এক যুগ আগের হিসেব, এখন আমাদের সমাজের কী অবস্থা?
- যে পশ্চিমা সেক্যুলার সিস্টেমের অনুসরণ করো তুমি তার অবস্থা দেখঃ গত ৪৭ বছরে শুধু আমেরিকাতেই ৬ কোটি ২০ লাখের বেশি শিশুকে গর্ভপাতে হত্যা করা হয়েছে, যা হিটলারের ইহুদি নিধনের চেয়েও প্রায় ১০ গুণ বেশি।

ভাইয়া/আপু, এই খুনের মিছিলে আর কতকাল?

পোস্টার ২

জন্মাদ-জন্মাদ খেলা

- আইয়্যামে জাহেলিয়্যার সময় কন্যাসন্তানকে জীবন্ত পোঁতা হতো; আজ প্রেমের নামে নিষ্পাপ শিশুকে ডাস্টবিন বা কুকুরের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি প্রগতি না আদিম নৃশংসতা?
- গবেষণায় দেখা যায়, গর্ভধারণের খবর শুনে ৮৫% প্রেমিকই দায় অস্বীকার করে সম্পর্ক ভাঙে, যা হবু মাকে আত্মহত্যা বা শিশুহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।
- যে রঙিন গল্পের পরিণতি ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ, তাকে কী 'প্রেম' বলে?।

ভাইয়া/আপু তুমিও কী জন্মাদের মতো নিষ্ঠুর?

স্মার্টফোন বনাম তুমি— কে কাকে চালায়?

পোস্টার ১

বোকা বাস্তবের বন্দি

- এই সেকুলার বিশ্বব্যবস্থা চায় তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। টেক কোম্পানিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে তোমাকে স্ক্রিনে আটকে রাখার জন্য।
- গবেষণায় প্রমাণিত, স্ক্রিন আসক্তি মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি কমিয়ে দেয়। ফলে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।
- কিন্তু তুমি তো পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি), তুমি কেন মানুষের দাস হয়ে থাকবে? কেন বোকা বাস্তবের বন্দি হয়ে থাকবে?

পোস্টার ২

তোমার আমার ফারাকের নয় ফন্দি!

- গবেষণায় প্রমাণিত, স্ক্রিন-আসক্তি হতাশা বা ডিপ্রেসন বাড়ায়
- “নিয়ন্ত্রণহীন স্ক্রিন ব্যবহার কিশোরদের আত্মহত্যার চিন্তা ও মানসিক সমস্যার ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়ায়।” (The Guardian, ১৮ জুন ২০২৫)
- “প্রায় ৮০% রোগী মাত্রাতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের কারণে ব্যক্তিত্বের সংকটে ভুগছে।” (Global News, ২০ অক্টোবর, ২০১৬)

- সোশ্যাল মিডিয়া তোমাকে কানেস্টেড থাকার অনুভূতি দিলেও, এটি মূলত তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল। বাস্তবে এটি একাকীত্ব, ডিপ্রেসন, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তা বাড়ায়।

পোস্টার ৩

তুমি কি স্ক্রিনে আসক্ত?

নিজেকে যাচাই করো—

- সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকতে দেরি হলে অস্থির লাগে?
- নোটিফিকেশন এলেই না দেখলে শান্তি পাও না?
- স্ক্রল করতে করতে সময় কোথায় গেল বুঝতে পারো না?
- ফোন ছাড়া থাকলে বিরক্ত, চিন্তিত বা অস্থির লাগে?
- স্ক্রিনের কারণে ঘুম ও পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে?

যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে তুমি স্ক্রিন-আসক্তির ফাঁদে পড়েছ।

আজই সিদ্ধান্ত নাও—আর নয় স্ক্রিনের দাসত্ব।

পোস্টার ৪

সাবধান! মৃত্যু ২ সেকেন্ড দূরে!

- ভারতে পাবলি খেলতে গিয়ে এক কিশোরের মৃত্যু। (NDTV, ৩১ মে ২০১৯)
- তাইওয়ানের এক গেইমারের টানা ৪০ ঘণ্টা গেইম খেলার পর মৃত্যু। (NDTV, ১৮ জুলাই ২০১২)
- “কিশোরদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন (স্মার্টফোন/কম্পিউটার) স্ক্রিন ব্যবহার আত্মহত্যার চিন্তা ও মানসিক সমস্যার ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়ায়।” (The Guardian, ১৮ জুন ২০২৫)

স্ক্রিন ও গেইম আসক্তি ডেকে আনতে পারে অকাল মৃত্যু।

স্ক্রিনের দাসত্ব আর না!

পোস্টার ৫

আপনার সন্তান মৃত্যুর পথযাত্রী!

- ভারতে পাবজি খেলতে গিয়ে এক কিশোরের মৃত্যু। (NDTV, ৩১ মে ২০১৯)
- তাইওয়ানের এক গেইমারের টানা ৪০ ঘণ্টা গেইম খেলার পর মৃত্যু। (NDTV, ১৮ জুলাই ২০১২)
- “কিশোরদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন (স্মার্টফোন/কম্পিউটার) স্ক্রিন ব্যবহার আত্মহত্যার চিন্তা ও মানসিক সমস্যার ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়ায়।” (The Guardian, ১৮ জুন ২০২৫)

স্ক্রিন ও গেইম আসক্তি ডেকে আনতে পারে আপনার সন্তানের অকাল মৃত্যু।

আপনার সন্তানকে বাঁচান!

বৃক্ষরোপণ

পোস্টার ১

তুমি কি সাহসী?

এসো, প্রমাণ করো।

সাহসীরাই ভাবে মানুষের কথা, পরিবেশের কথা।

বৃক্ষরোপণ চ্যালেঞ্জ- ক সাল (মেম ২০২৬)

এই বর্ষায় অন্তত ১ টি গাছ...

যেসব গাছ লাগাবে: আম, জাম, কাঁচালের মতো ফল গাছের পাশাপাশি নিম, বট, অশ্বথ, শাল ইত্যাদি।

যেগুলো ভুলেও লাগাবে না: মেহগনি, রেইনট্রি, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

পোস্টার ২

বৃক্ষরোপণ চ্যালেঞ্জ- ক সাল (যেমন ২০২৬)

এই বর্ষায় অন্তত ১ টি গাছ...

রাসূল ﷺ বলেছেন

যখন কোনো মুসলিম গাছ লাগায়, আর মানুষ-পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী তা থেকে খায়, এটা রোপণকারীর জন্য সদকা (দান) হিসেবে গন্য হবে। (বুখারি: ২৩২০)

যদি রাসূলকে ﷺ ভালোবেসে থাকো, তবে গাছ লাগাও।

পোস্টার ৩

কেন গাছ লাগাবে?

- হিট স্ট্রোকে একদিনে ১৭ জনের মৃত্যুর রেকর্ড। (ইত্তেফাক, ২৯ এপ্রিল ২০২৪)
- হিট স্ট্রোকে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু। (ঠিকানা, ২৬ এপ্রিল ২০২৪)
- আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা (ডিবিসি নিউজ, ৩ আগস্ট ২০২৪)
- তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ (সমকাল, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

আমাদের পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী ও পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগাও।

চ্যালেঞ্জ নাও। এই বর্ষায় অন্তত ১ টি গাছ...

বয়কট কোকাকোলা

পোস্টার ১

কোকের নামে রক্ত খাচ্ছেন না তো?

- ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালানো ইসরাইলি জেনারেলদের সংবর্ধনা দিয়ে খুনিদের উৎসাহিত করে কোকাকোলা কোম্পানি।
- পেপসি ও কোকাকোলা উভয়েই ইসরাইলের সমর্থক। এদের পণ্য মানেই ফিলিস্তিনের ওপর বোমাবর্ষণে পরোক্ষ অর্থায়ন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যানবাদী লবি 'AIPAC'-কে আর্থিক পুরস্কার দেয় কোকাকোলা।

এই ঈদে কোকাকোলা, পেপসি, স্প্রাইট, ফান্টা ও কিনলে পানি পরিহার করে দেশীয় পণ্য কিনুন।

পোস্টার ২

বয়কট কোকাকোলা

- কোকাকোলা অবৈধভাবে দখল করা ফিলিস্তিনি ভূমিতে ফ্যাক্টরি বানিয়ে মুনাফা করায় খোদ জাতিসংঘ একে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।
- এর সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডাররা ইসরাইলের কউর সমর্থক, যারা আপনার টাকার লভ্যাংশ সরাসরি ফিলিস্তিনীদের হত্যা করতে ব্যয় করে।
- আপনার প্রতিটি চুমুক ইসরাইলের অর্থনীতি ও দখলদারিত্বকে শক্তিশালী করছে।
- গাযার শিশুরা যখন এক ফোঁটা পানির অভাবে ধুঁকছে, তখন আমরা কি খুনিদের কোকাকোলা না খেয়ে থাকতে পারি না?

পোস্টার ৩

এই ঈদে কোক নয়!

- পেপসি ও কোকাকোলা উভয়েই ইসরাইলের সমর্থক। এদের পণ্য মানেই গাযার ওপর বোমাবর্ষণে পরোক্ষ অর্থায়ন।
- ঈদ হলো কোক-পেপসির আয়ের বড় সুযোগ। এই ঈদে কোক-পেপসি বয়কট করে খুনিদের সহযোগীদের কাছে স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়ে দিন।
- আন্তর্জাতিক এই বয়কট আন্দোলনের অংশ হয়ে ইসরাইলের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করুন।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে বয়কট সফল করুন। এবারের ঈদে আমাদের টেবিলে খুনিদের পণ্য কোক-পেপসি থাকবে না।

পোস্টার ৪

ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ান

কোক-পেপসি বর্জন করুন

- ফিলিস্তিনিরা আমাদের ভাই-বোন। তাদেরকে নির্বিচারে হত্যাকারী ইসরাইলের সমর্থক কোকাকোলা-পেপসি আমরা কীভাবে খাই?
- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বলেছেন, মজলুমের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। হাত বা মুখে না পারলে অন্তত বর্জনের মাধ্যমে অন্তর দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করুন।
- গায়ার শিশুরা যখন এক ফোঁটা পানির অভাবে ঝুঁকছে, তখন আমরা কি খুনিদের সমর্থক কোক-পেপসি না খেয়ে থাকতে পারি না?

ফিলিস্তিনিদের রক্তের সাথে গাদ্দারি করবেন না। আজই কোক, স্প্রাইট, ফান্টা এবং কিনলে ও অ্যাকুয়াফিনা পানি বয়কট করুন।

রমাদান চ্যালেঞ্জ

পোস্টার ১

মিশন রমাদান: তুমি কি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত?

গেমের লেভেল তো অনেক পার করলে, এবার হোক নিজেকে পাল্টানোর লড়াই!

আছে হিম্মত? এই রমাদান হোক তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রোডাক্টিভ মাস!

পোস্টার ২

রমাদান চ্যালেঞ্জ - ক সাল (যেমন ২০২৬)

প্রতি বছর রমাদান আসে অপার সম্ভাবনা নিয়ে। সারা বছরের জানা-অজানা পাপের বোঝা হালকা করার সুবর্ণ সুযোগ এই মাস। এবারের রমাদান যেন শুধু ইফতার পার্টি আর সেহরি নাইটে সীমাবদ্ধ না থাকে সেই চ্যালেঞ্জ নাও। কী, আছে হিম্মত?

আল্লাহ তো বলেছেনই, রমাদানের রোজার পুরস্কার তিনি নিজে দিবেন। (বুখারি: ১৯০৪)

"ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ: আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব কি চরম হুমকির মুখে?"

পোস্টার ১

হিজড়া বনাম ট্রান্সজেন্ডার

- জন্মগত হিজড়া (Intersex/Hermaphrodite): এটি একটি শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশু। ইসলাম ও সমাজ তাদের প্রতি পরম সহমর্মী। মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে একজন মানুষ জন্মগত হিজড়া কিনা তা সনাক্ত করা যায়।
- ট্রান্সজেন্ডার: এটি কোনো শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি একটি মানসিক বিকৃতি। শারীরিকভাবে সুস্থ একজন মানুষ কেবল বিকৃত কামনার বশবর্তী হয়ে বিপরীত লিঙ্গ সাজতে চায়। এরা মূলত সমকামিতায় আসক্ত। ট্রান্সজেন্ডার নিছকই মনের দাবী।

পোস্টার ২

সমাজবিধ্বংসী ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

- ব্র্যাক, বন্ধু সোশ্যাল-এর মতো এনজিওরা দেশে 'সমকামিতা' ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচার করছে।
- পাঠ্যবই ও মিডিয়ায় আপনার সন্তানকে সমকামিতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
- সমকামিতার অপরাধেই আল্লাহ তায়লা কওমে লৃতকে ধ্বংস করেছিলেন।
- পশ্চিমা বিশ্বে এই মতবাদ পরিবার ধ্বংস করেছে, মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছে। আমরা কি বাংলাদেশেও এমন পরিস্থিতি চাই?

আপনার সন্তান ও সমাজ বাঁচাতে এই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে রুখে দিন।

পোস্টার ৩

আপনার মা-বোন-স্ত্রী-মেয়ের নিরাপত্তা হুমকির মুখে!

- ব্র্যাক, বন্ধু সোশ্যাল-এর মতো এনজিওরা দেশে পশ্চিমা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচার করছে।
- নারী সাজা পুরুষরা তুকে পড়ছে মেয়েদের হোস্টেল, টয়লেট ও নির্ধারিত স্থানে। (প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০২৩)
- নারীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে, বাড়ছে যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণের ঝুঁকি।

আপনার মা, বোন, স্ত্রী, ও মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিকৃত ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ রুখে দিন।

কোথায় হারিয়ে গেল সেই মায়া আর ভালোবাসা?

পোস্টার ১

সেকুলারিজমের বিষয়ফল

- পশ্চিমা সেকুলারিজমের আঁতুড়ঘর আমেরিকায় প্রতি ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যার কথা ভাবে, প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে ১টি ধর্ষণ হয় এবং জার্মানিতে বৃদ্ধরা একাকীত্বে মরে।
- এই সেকুলার সিস্টেম আমাদের সমাজকেও ধ্বংস করেছে; কেড়ে নিয়েছে মুকবিবদের শ্রদ্ধা ও শাসনের অধিকার। ফলে কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে, তুচ্ছ কারণে খুন হচ্ছে শিক্ষক-ভাই।

সমাধান আছে ইসলামে। কিন্তু আমরা কি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক?

পোস্টার ২

আমাদের সমাজ আজ কোথায়?

- প্রকাশ্যে সিগারেট খেতে বাধা দেওয়ায় হত্যার অভিযোগ (ডেইলি ক্যাম্পাস, ৩১ মার্চ ২০২৫)
- প্রেমিকার কাছে হিরো সাজতে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্র জিতু (বঙ্গবানী, ৩০ জুন ২০২২)
- কোরবানির মাংস কাটা নিয়ে দ্বন্দ্ব 'ছোট ভাইয়ের হাতে' বড়ভাই খুন (newsbangla২৪, ৯ জুন ২০২৫)
- ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নানাকে কুপিয়ে হত্যা (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০২৫)

সমাজের এই অবস্থার জন্য দায়ি সেকুলার সিস্টেম। যা আমাদের করেছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আর কেড়ে নিয়েছে সামাজিক শিষ্টাচার।

পোস্টার ৩

আপনি কোনটি চান?

- সেকুলার সিস্টেম আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক করেছে, ফলে প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলেও আমরা খোঁজ নিই না। কিন্তু ইসলাম শেখায়—সে মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।
- সেকুলারিজম সামাজিক শিষ্টাচার কেড়ে নেওয়ায় কিশোর-তরুণরা বেপরোয়া হচ্ছে। ইসলাম শেখায় বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ এবং ভালো কাজে উপদেশ, খারাপ কাজে নিষেধ করতে।
- সেকুলারিজম মানুষকে একা করেছে, ফলে ডিপ্রেসন, একাকীত্ব, পর্নোগ্রাফি ও মাদকাসক্তি বাড়ছে। ইসলামে সামাজিকতা অপরিহার্য এবং আত্মীয়তা ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানি দায়িত্ব।

জুয়া ও অনলাইন বেটিং- মরণফাদ

পোস্টার ১

মরণফাদ

ভাবছেন জুয়া/বেটিং করে ঘরে বসে কোটিপতি হয়ে যাবেন? তাহলে আপনি ফাঁদে পড়েছেন।

- অনলাইন জুয়া/বেটিং কোনো স্বচ্ছ খেলা নয়; এটি একটি সুপরিকল্পিত প্রতারণা। ইনফ্লুয়েন্সাররা টাকার বিনিময়ে আপনাকে লোভ দেখিয়ে বোকা বানাচ্ছে।
- অনলাইন বেটিং একটি গাণিতিক ফাঁদ, জেতার সুযোগ শূন্যের কোঠায়।
- শুরুতে জিতিয়ে আপনাকে আসক্ত বানানো হয়, শেষে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে।

জুয়ার মরীচিকার পেছনে ছুটবেন না। একবার পা ফসকালেই সব শেষ!

পোস্টার ২

আপনার সন্তানের পকেটে মারণ বিষ!

- জুয়ার নেশা হেরোইন বা কোকেইনের মতোই মারাত্মক, যা দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ দেখিয়ে মস্তিষ্কের ডোপামিন ব্যবহার করে মানুষকে ধ্বংস করে।
- জুয়া কেবল পকেটই কাটে না, ঋণের কারণে আত্মহত্যা ও খুনের মতো অপরাধেও তরণদের ঠেলে দেয়।
- প্রতিটি বেটিং বিদেশী কোম্পানির মালিককে ধনী করে, আর আপনার পরিবারকে নিঃস্ব করে।

আপনার সন্তানকে এই বিষ থেকে রক্ষা করুন, তার গতিবিধির উপর নজর রাখুন।

পোস্টার ৩

দুপ্তচক্র

- জুয়ার নেশা হেরোইন বা কোকেইনের মতোই মারাত্মক
- শুরুতে জিতিয়ে তোমাকে আসক্ত বানানো হয়, শেষে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে
- রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার এই ফাঁদে পড়ে অনেকে আত্মহত্যা ও খুনের মতো অপরাধে জড়িয়েছে।

সময় থাকতে ফিরে এসো, নয়তো পরে শুধু আফসোস রয়ে যাবে। কষ্ট না করে কিছু অর্জন করা যায় না। জুয়ার দুপ্তচক্র থেকে বেরিয়ে নিজেকে যোগ্য করে তোলো, সেই যোগ্যতা দিয়ে উপার্জন কর। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

পোস্টার ৪

জুয়ার বিভীষিকা

- জুয়ার টাকা জোগাড় করতে না পেরে বাবা-মাকে খুন (দেশ রূপান্তর, ১০ অক্টোবর ২০২৫)
- অনলাইন জুয়ায় সর্বস্বান্ত যুবকের ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা (বাংলানিউজ২৪, ২২ নভেম্বর ২০২৫)
- জুয়ার টাকা জোগাতে নানা অপরাধে জড়াচ্ছে তরুণরা (প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

এই সেক্যুলার ভোগবাদী ব্যবস্থা আমাদের তরুণদের করছে বেপরোয়া, বাবা-মা ও মুকুব্বীদের কথা অমান্য করছে এবং জুয়া ও অনলাইন বেটিং-এ জড়িয়ে নানা অপকর্ম করছে। এরা আপনারই সন্তান, তাদের ফিরিয়ে আনুন।

পোস্টার ৫

জুয়ার নেপথ্যে

- সেক্যুলার ভোগবাদ শেখায় যেকোনো উপায়ে টাকা কামানোই জীবনের লক্ষ্য, যা তরুণদের জবাবদিহিতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে জুয়ার মতো আত্মঘাতী পথে ঠেলে দিচ্ছে।
- আধুনিক রাষ্ট্র তরুণদের মুরবিব ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভোগবাদী দাসে পরিণত করছে।
- সমাধান একমাত্র ইসলামে, যেখানে জুয়া হারাম ও শয়তানি কাজ।
- জুয়া/বেটিং-এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
- সন্তান/ছেট ভাইয়ের অনলাইন লেনদেন ও স্মার্টফোন ব্যবহারে নজর রাখুন, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করুন।

পলিথিনের বিষ : বিপন্ন প্রকৃতি , বিপন্ন জীবন

পোস্টার ১

৫০০ বছরের অভিশাপ

- আমাদের ফেলে দেওয়া একটি পলিথিন ব্যাগ পচতে লাগে প্রায় ৫০০ বছর। এটি মাটির উর্বরতাকে চিরতরে নষ্ট করে ফেলে।
- ড্রেন ও নর্দমায় আটকে থাকা পলিথিনই সামান্য বৃষ্টিতে আমাদের শহরগুলোকে নর্দমার পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।
- প্রতিবছর লাখ লাখ টন প্লাস্টিক আমাদের নদী ও সমুদ্রে মিশে মাছ ও গবাদি পশুকে তিলে তিলে মেরে ফেলছে।

পৃথিবীকে বাঁচাতে পলিথিন বর্জন করুন, পাটজাত ও প্রাকৃতিক দ্রব্য ব্যবহার করুন।

পোস্টার ২

খাবারে-বাতাসে বিষ

- ফেলে দেওয়া পলিথিন ‘মাইক্রোপ্লাস্টিক’ হয়ে লবণ ও মাছের মাধ্যমে আমাদের রক্তে মিশে এবং ক্যান্সার ও হরমোনজনিত জটিল রোগ সৃষ্টি করছে।
- পলিথিন পোড়ালে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রধান কারণ, যা গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য এক নীরব মৃত্যুফাঁদ।
- আমাদের সাময়িক সুবিধার জন্য ব্যবহৃত পলিথিন আমাদের ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে।

পলিথিনকে না বলুন! পাটজাত ও প্রাকৃতিক দ্রব্য ব্যবহার করুন।

পোস্টার ৩

পলিথিন বর্জন ঈমানের দাবি

- আমাদের ফেলে দেয়া একটি পলিথিন পরিবেশ ও প্রাণীজগতের মারাত্মক ক্ষতি করছে।
- ইসলামের শিক্ষা, রাস্তা থেকে একটি ক্ষতিকর বস্তু সরানো সদকা স্বরূপ। পলিথিন ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করা আমাদের ঈমানের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে।
- এই পৃথিবী আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

পরিবেশ রক্ষা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি একটি বড় ইবাদত। আসুন, ইবাদতের মানসিকতায় নিজের চারপাশকে

পরিচ্ছন্ন রাখি। পলিথিন বয়কট করি।

পোস্টার ৪

পলিথিননামা

- বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সস্তা লাভের জন্য আমাদের ওপর প্লাস্টিক চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা জানে এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তাদের কাছে প্রকৃতির চেয়ে মুনাফাই বড়।
- সেকুলার ব্যবস্থা আমাদের কেবল 'ভোক্তা' হতে শিখিয়েছে, 'আমানতদার' নয়। অথচ এই পৃথিবী আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত। পৃথিবীকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

আসুন, ভোগবাদী দাসত্ব ভেঙে পরিবেশ বাঁচাই। পলিথিনের বদলে পাট, বাঁশ, বেত ও মাটির পণ্য ব্যবহার করি।

ডেঙ্গু মহামারি: দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বলি আর কত প্রাণ? এখনই রুখে দাঁড়ানোর সময়!

পোস্টার ১

প্রাণঘাতী ডেঙ্গু

- ডেঙ্গুতে মারা গেল ভিকারুননিসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী মেহজাবিন (চ্যালেঞ্জআই অনলাইন, ২৬ জুলাই ২০২৩)
- ডেঙ্গুতে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ মা (জাগোনিউজ, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪)
- ছোট্ট মশার কামড়ে নিভে যাচ্ছে অগণিত স্বপ্ন (ঢাকাপোস্ট, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

এমনিভাবে প্রতিবছর অগণিত প্রাণ কেড়ে নেয় মহামারি ডেঙ্গু। নিজেদের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে সচেতন হওয়া ও

অন্যকে সচেতন করা আমাদের সামাজিক ও ঈমানি দায়িত্ব। ৩ দিনে ১ দিন, জমা পানি ফেলে দিন।

পোস্টার ২

ডেঙ্গু মহামারির পেছনে কার হাত?

- সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণের ওয়ুধ, বাজেট লুটপাট ও সময়মতো অভিযান না চালানোর ফলেই এড়িশ মশা নিয়ন্ত্রণহীন, যার মূল্য দিচ্ছে জনগণ।
- পানীয় ও চিপস কোম্পানিগুলো মুনাফা করলেও তাদের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায় না নেয়ায় তা মশার প্রধান প্রজননক্ষেত্র তৈরি করছে।
- প্রকৃতি আল্লাহর আমানত; সেকুলার শিক্ষা আমাদের শুধু 'ভোক্তা' বানিয়েছে, 'আমানতদার' হিসেবে দায়িত্ব নিতে শেখায়নি। এই খেয়ানতই আজকের আজাব।

আসুন, সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার ঈমানি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিই।

পোস্টার ৩

ডেঙ্গু আমাদের ঈমানের পরীক্ষা

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। আপনার অবহেলায় মশা জন্মালে এবং কেউ অসুস্থ হলে আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন।
- ডেঙ্গু রোগীর প্রয়োজনে রক্তদান করা একটি বড় ইবাদত। আপনার এক ব্যাগ রক্ত বাঁচাতে পারে একটি জীবন।

আসুন, স্বার্থপরতা ছেড়ে সমাজের কথা ভাবি, নিজের চারপাশ পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত রাখি।

পোস্টার ৪

ডেঙ্গু: লক্ষণ ও করণীয় (ইনফোগ্রাফিক হবে)

লক্ষণ:

- ১০৩°-১০৫° জ্বর, মাথাব্যথা
- চোখের পেছনে ও হাড়-কোমর-মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা (হাড়ভাঙা জ্বর)
- লালচে র্যাশ
- বিপদ চিহ্ন: অনবরত বমি, মাড়ি/নাক দিয়ে রক্তপাত, পেটে তীব্র ব্যথা, প্রচণ্ড দুর্বলতা।

করণীয়:

- পূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর তরল পান করা (পানি, ওরস্যালাইন, ডাবের পানি, সুপ)।
- প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ব্যথানাশক নয়।
- জ্বরের প্রথম দিনেই NS১ পরীক্ষা করুন।
- রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে রক্তদাতা প্রস্তুত রাখুন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আতঙ্কিত হয়ে প্লাটিলেট দিতে তাড়াহুড়ো নয়।
- আক্রান্তকে সবসময় মশারির ভেতরে রাখুন।

বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শের জন্য ডায়াল করুন ১৬২৬৩ (টোল ফ্রি)।

পোস্টার ৫

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- প্রতি ৩ দিনে জমা পানি ফেলে দিন; টব-পাত্রের পানি সপ্তাহে দুবার পরিষ্কার করুন। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার আবশ্যিক।
- জমাট পানিতে সামান্য কেরোসিন বা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে মশার লার্ভা ধ্বংস করুন—এটি সস্তা ও কার্যকর। নর্দমা-ঝোপঝাড়ে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন।
- প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করতে জনমত গড়ুন।
- মুরব্বিবরা শাসন নয়, বরং স্নেহের সাথে প্রতিবেশী-তরুণদের সচেতন করুন। পাড়া-মহল্লা পরিষ্কার রাখতে সম্মিলিত ‘পরিচ্ছন্নতা অভিযান’ শুরু করুন।

পোস্টার ৬

ডেঙ্গু প্রতিরোধে তারুণ্য

- তরুণরা ডেঙ্গু বিরোধী ক্যাম্পেইন ও ‘রক্তদাতার তালিকা’ তৈরি করে সচেতনতা বাড়াও। এই সামাজিক বিপর্যয়ে সবার সরব হওয়া ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার জন্য কাজ করা জরুরি।
- পাড়া-মহল্লা পরিষ্কার রাখতে মুরব্বীদের সাথে নিয়ে সম্মিলিত ‘পরিচ্ছন্নতা অভিযান’ চালাও।
- প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করতে জনমত গড়ে তোল।

এসো তারুণ্য, ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

মরণনেশা

পোস্টার ১

নেশার বিভীষিকা

- দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৮৩ লাখ, যার মধ্যে গাঁজা ও ইয়াবায় আসক্ত প্রায় ৭২%। (প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০২৫)
- প্রায় ৮০% মাদক ব্যবহারকারী শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী। (খবরের কাগজ, ২৯ জুলাই ২০২৫)
- মাদকের টাকা না পেয়ে নামাজরত অবস্থায় বাবাকে কুপিয়ে হত্যা। (আরটিভি নিউজ, ২ নভেম্বর ২০২৫)

নেশার রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই নিতে হবে।

পোস্টার ২

ভেবে দেখো ভাই আমার

- যে রাষ্ট্র মাদকের বিরুদ্ধে উপদেশ দেয়, সেই রাষ্ট্রই আবার লাইসেন্স দিয়ে মদের আসর বৈধ করে। মাদক সম্রাটরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।
- ওরা চায় তুমি নেশায় বুঁদ হয়ে মানসিক দাসে পরিণত হও, যেন কোনো এই সিস্টেমের কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারো।

এই মরণনেশা তোমার শরীর, মন আর পরকালকে কীভাবে ছাই করে দিচ্ছে? তুমি কি সত্যিই এই ধ্বংসের পথে হারিয়ে যেতে

চাও?

পোস্টার ৩

মরণনেশার ভয়াবহ ৮ পরিণতি

১. মস্তিষ্কের চিরস্থায়ী স্নায়বিক ক্ষতি।
২. তীব্র মানসিক অবসাদ ও হতাশা।
৩. ভয়ংকর আত্মহত্যার প্রবণতা।
৪. সব পবিত্র সম্পর্ক ভেঙে পড়া।
৫. মস্তিষ্কের ডোপামিন সিস্টেম ধ্বংস।
৬. ভয়াবহ ইরেক্টাইল ডিসফাংশন ও যৌনক্ষমতাহানি।

৭. শরীরে স্ট্রেস হরমোনের আধিক্য।

৮. আল্লাহর আজাব ও আখিরাতের শাস্তি।

তবুও তুমি এই ধ্বংসের পথে হারিয়ে যেতে চাও?

পোস্টার ৪

ফিরে এসো মাদকের আঁধার থেকে আলোয়

ভাই আমার, তুমি আশরাফুল মাখলুকাত, আল্লাহর বান্দা। মাদকের দাসত্ব, মাদকের কাছে হার মানা তোমার সাজে না।

ফেরার পথ

- চিকিৎসা ও রিহ্যাবকে লোকলজ্জা নয়, 'নতুন জীবনের ট্রেনিং সেন্টার' মনে করো।
- প্রথম ক'দিনের তীব্র যন্ত্রণা হলো গুনাহ বরে যাওয়ার প্রমাণ। সিজদায় আল্লাহর কাছে শক্তি চাও।
- পরিবারকে বানাও তোমার শক্তির উৎস; তাদের দুআ নাও।
- নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ নেশার চেয়ে রবের জান্নাতি পানীয় কতই না উত্তম!

আপনার সন্তান মৃত্যুবুকিতে: ওদেরকে বাঁচান

পোস্টার ১

ওদের বাঁচান

- মাদকাসক্তির কারণে ১০ বছরে ২০০ মা-বাবা খুন (দেশ রূপান্তর)
- নেশার টাকার জন্য পাবনায় নামাজরত পিতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে জন্মদাতা সন্তান! ([আরটিভি অনলাইন](#))
- চলন্ত বাসে ডাকাতি ও স্ত্রীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধের নেপথ্যেও থাকে মাদক! ([প্রথম আলো](#))
- মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০% শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণী! ([মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর \(ডিএনসি\)](#))

এই মাদকাসক্ত কিশোর-কিশোরীরা আমার-আপনার ভাই-বোন, সন্তান। ওদের ফিরিয়ে আনুন এই অন্ধকার জগত থেকে।

পোস্টার ২

নেশার কালো থাবা

নেশার পরিণতি

- মস্তিষ্কের চিরস্থায়ী ক্ষতি
- তীব্র মানসিক অবসাদ ও হতাশা।
- ভয়ংকর আত্মহত্যার প্রবণতা।
- মস্তিষ্কের ডোপামিন সিস্টেম ধ্বংস।
- শরীরে স্ট্রেস হরমোনের আধিক্য।
- মা-বাবার মতো পবিত্র সম্পর্কের মৃত্যু
- ডাকাতি, ছিনতাই ও স্ত্রীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়া
- ভয়াবহ ইরেস্টাইল ডিসফাংশন বা যৌনক্ষমতাহানি।
- আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি

এভাবেই মাদক শেষ করে দিচ্ছে আপনার প্রিয় মানুষটিকে, ধ্বংস করে দিচ্ছে হাজারও পরিবার।

পোস্টার ৩

আপনার সন্তানকে নেশা শেখাচ্ছে কারা?

- অভিনেতা, গায়ক ও ইনফ্লুয়েন্সারদের পর্দার ধূমপান বা মাদকসেবন তরুণরা নির্দিধায় অনুসরণ করছে।
- বর্তমানের মিউজিক ভিডিওতে ড্রাগ, অ্যালকোহল ও অবাধ যৌনাচারকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে প্রচার করে ‘ড্রাগ কালচার’কে স্মার্টনেস হিসেবে তরুণদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
- পশ্চিমা সেক্যুলার বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে শুধু নিজের সুখ খুঁজতে শেখায়। বলে ‘খাও-দাও-ফুটি করো’। যেখানে পরিবার, নৈতিকতা বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার স্থান নেই।

এই সিস্টেমই আপনার ভাই-বোন ও সন্তানকে ঠেলে দিচ্ছে নেশার অন্ধকার গহ্বরে।

পোস্টার ৪

মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ

- রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়ে থাকা মূল গডফাদারদের কারণেই সীমান্ত দিয়ে মাদক অবাধে প্রবেশ করছে; তারা চায় আমাদের সন্তানরা মানসিকভাবে দাস হোক ও অন্যায়ের প্রতিবাদ না করুক।
- সরকারের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৫৫% মাদক মামলার আসামি আইনের ফাঁকি গলে খালাস পায়।
- বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল জিপিএ-৫ এর পেছনে ছোঁটায়, কিন্তু কোনো নৈতিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ।
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে আল্লাহর ভয়ের অভাবই এই নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ।

পোস্টার ৫

আপনার ভাই-বোন, সন্তান মাদকাসক্ত হলে

- শুধু রিহাবে নির্ভর না করে আগে মানসম্মত মনোবিদের পরামর্শ নিন।
- বাড়িতে নৈতিক ও দ্বিনি পরিবেশ নিশ্চিত করুন।
- মাদক ছাড়ার প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বজায় তার রেখে পাশে থাকুন; সে যেন একা অনুভব না করে।
- নামাজ ও আল্লাহর ওপর ভরসা তাকে মানসিক শক্তি দিবে।
- তাকে সমাজের মূলধারায় যুক্ত করুন। সামাজিক কাজ, খেলাধুলা ও কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত করুন।
- তাকে একা না রেখে সমাজের সৎ ও চরিত্রবান কিশোর-তরুণদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।

আমরা কি নিজের হাতেই সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছি মৃত্যু?

পোস্টার ১

ভেজালে বাজার সয়লাব, কর্তৃপক্ষ নীরব

- ‘ভেজাল খাদ্য গ্রহণে বছরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ৩ লাখ মানুষ’ — ঢাকাপোস্ট।
- ‘ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি’ — আজকের পত্রিকা।
- ‘কাপড়ে ব্যবহৃত রঙ, কৃত্রিম ফ্লেভার ও স্যাকারিন মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে জুস-জেলি, মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুরা!’ — ঢাকা টাইমস ২৪।
- ‘ভেজালে সয়লাব বাজার, উদাসীন কর্তৃপক্ষ’ — সাম্প্রতিক দেশকাল।

ভেজালের প্রাদুর্ভাবে কর্তৃপক্ষের নীরবতা আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলেছে।

আসুন, সবাই সচেতন হই ও প্রতিরোধ গড়ি।

পোস্টার ২

খাদ্যে ভেজাল, দায় কার?

- ভেজালবিরোধী তদারকিতে বিএসটিআই ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সুযোগে ভেজালকারীরা পার পাচ্ছে।
- মুনাফালোভী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষতিকর রাসায়নিকযুক্ত খাবারকে ‘স্বাস্থ্যকর’ বলে চাপিয়ে দিচ্ছে, তাদের কাছে মানুষের জীবনের চেয়ে লাভই মুখ্য।
- “অন্যের ক্ষতি করে বড়লোক হব”—এই স্বার্থপর মানসিকতা ব্যবসায়ীদের অসাধু করেছে। তারা ভুলে গেছে, এই ভেজাল তাদের নিজেদের পরিবারেও প্রভাব ফেলছে।

পোস্টার ৩

ভেজাল চিনবেন কীভাবে?

- ফল ও সবজি: অতিরিক্ত চকচকে, দাগহীন, বা মাছি বসে না এমন ফল-সবজি এড়িয়ে চলুন। রাসায়নিকের প্রভাব কমাতে খাওয়ার আগে ১৫-২০ মিনিট লবণ-পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
- দুধ: পিচ্ছিল তলে দুধ ঢালুন। সাদা দাগ রেখে ধীরে গড়ালে খাঁটি; দ্রুত গড়ালে বা দাগ না থাকলে ভেজাল।
- মাছ: ফরমালিনযুক্ত মাছের চোখ ভেতরের দিকে ঢোকানো থাকে ও ফুলকা ফ্যাকাসে/কালচে হয়। খাঁটি মাছের ফুলকা হবে উজ্জ্বল লাল।

আপনার সামান্য সতর্কতা বাঁচাতে পারে আপনার পরিবারকে।

পোস্টার ৪

খাদ্যে ভেজাল

ইসলামের সমাধান

- ইসলামে ব্যবসা ইবাদত হলেও ধোঁকাবাজি ও ভেজাল অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ভেজাল দেয় বা ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সহীহ মুসলিম)।
- হারাম উপার্জনে গঠিত শরীর জাল্লাতে যাবে না। ভেজাল কারবারীদের ইবাদত কবুল হয় না এবং তাদের উপার্জন অভিশাপ।

ব্যবসার নামে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। সততার সাথে আমানতদার ব্যবসা করে পরকালে নবী ও শহীদদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

পোস্টার ৫

ভেজালের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিরোধ

- তারুণ্য সমাজের মানুষকে একত্রিত করে জনমত গঠন করো
- ভেজালকারীদের মালামাল বাজেয়াপ্ত ও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত কঠোর আইনের দাবি তোলো।
- নিরাপদ খাদ্যের জন্য ছাদবাগান কর এবং মহল্লায় বিশ্বস্ত ‘সাপ্লাই চেইন’ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হও।
- মসজিদের মিস্বর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—সর্বত্র ভেজালের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলো।

এসো, সম্মিলিত শক্তিতে গড়ে তুলি আল্লাহর রঙে রাঙানো এক ভেজালমুক্ত ও সুস্থ দেশ।

দিল্লী না ঢাকা? আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

পোস্টার ১

ভারত আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি

- গত দুই দশকে সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে ফেলানী ও স্বর্ণা দাসসহ ১৩০০-এর বেশি বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যতম রক্তক্ষয়ী এই সীমান্তে আমাদের নাগরিকদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে।
- ভারতীয় গণমাধ্যমে অখণ্ড ভারতের নামে বাংলাদেশের ভূখণ্ড দখলের উস্কানি আমাদের জাতীয় অখণ্ডতার জন্য এক বিশাল হুমকি।

সীমান্ত হত্যার বিচার এবং ভারতের নতজানু নীতি পরিহার করে আত্মমর্যাদাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করুন।

পোস্টার ২

দিল্লী না ঢাকা?

কার হাতে আমাদের ভাগ্য?

- আদানির বিদ্যুৎ চুক্তি ও একতরফা ট্রানজিটে আমাদের অর্থনীতি পঙ্গু। ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় আওয়ামী জাহিলিয়াত দেশকে ঋণে জর্জরিত করেছে।
- ভারত পণ্য আমদানিতে বাধা দিয়ে বাংলাদেশকে শুধু তাদের বাজার বানিয়েছে, যা আমাদের জাতীয় সক্ষমতা ধ্বংস করেছে।

বাংলাদেশ ভারতের করদ রাজ্য নয়।

আসুন, দিল্লীর দাসত্ব বর্জন করে স্বাধীন ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়তে ঐক্যবদ্ধ হই।

পোস্টার ৩

সাংস্কৃতিক গোলামি আর কতকাল?

- ভারতীয় গণমাধ্যম নিয়মিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মিথ্যাচার ও উস্কানিমূলক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়।
- টেলিভিশন চ্যানেল ও বাঙ্গালিয়ানা সংস্কৃতির মাধ্যমে বিজাতীয় আচার-সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও ধর্মীয় পরিচয়কে মুছে দিচ্ছে।

ভারতের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সজাগ হোন।

বিজাতীয় আধিপত্য রুখে দিয়ে এ যমীনের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গর্ব পুনরুদ্ধার করুন।

পোস্টার ৪

ভারতের আগ্রাসন ও পানি সন্ত্রাস রুখে দিন

- কোনো আগাম সতর্কতা ছাড়াই আন্তর্জাতিক নদীর বাঁধ খুলে দিয়ে ভারত প্রতি বছর আমাদের লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুহারা ও নিঃস্ব করছে। গ্রীষ্মে পানি আটকে রাখা আর বর্ষায় ডুবিয়ে দেওয়া—এটাই তাদের তথাকথিত 'বন্ধুত্ব'।
- ইসকন ও হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদীদের মদদ দিয়ে ভারত দেশে অস্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে।

অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হোন। উগ্রবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে জাতীয় নিরাপত্তা

নিশ্চিত করুন।

পোস্টার ৫

শাহজালালের এই জমিন

ভারতের কাছে মাথা নোয়াবে না

- এটা গুজরাট নয়, এটা মুসলিমবঙ্গ! এই ভূমি হাজী শরীয়তুল্লাহ ও শাহজালালের। সিকিম বা হায়দ্রাবাদের মতো বাংলা দখলের স্বপ্ন যারা দেখে, তারা এদেশের বীর সন্তানদের তেজ ভুলে গেছে।

আমরা গোলামির জিঞ্জির ভাঙতে জানি। পূর্বপুরুষদের বিপ্লবী রক্তে প্রতিরোধের মশাল জ্বলে দিল্লীর আধিপত্য রুখে দিতে

প্রস্তুত হোন আজই!

বৃদ্ধাশ্রম: মানবতার কলঙ্কিত কারাগার

পোস্টার ১

আমাদের মা-বাবা আজ বৃদ্ধাশ্রমে

- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাবা ঈদ কাটালেন বৃদ্ধাশ্রমে। — কালবেলা, ১৭ জুন ২০২৪
- দুই মেয়ে পেনশনের ৪২ লাখ টাকা লুটে বাবাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। — কালবেলা, ২৫ এপ্রিল ২০২৩
- বৃদ্ধ পিতাকে সন্তান রাস্তায় ফেলে দেয়। — দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
- “বৃদ্ধা মাকে রাস্তায় ফেলে দিলেন আট সন্তান” — বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০২৫

পশ্চিমা সেকুলারিজমের অনুসরণ ও সমাজে নৈতিকতার অভাব সন্তানদের করেছে অকৃতজ্ঞ আর আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে

আজ বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছে।

পোস্টার ২

আমাদের মা-বাবা আজ একা কেন?

- বর্তমান সেকুলার রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা জিপিএ-৫ আর বড় ডিগ্রি দিলেও সন্তানকে ‘মানুষ’ হিসেবে গড়ে তুলতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।
- রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে মা-বাবার অধিকার রক্ষার চেয়ে পশ্চিমা বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতিকে আধুনিকতা হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে।
- কলোনিয়াল মানসিকতায় আমরা ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে দুনিয়াবি চাকচিক্যকে বড় করে দেখছি, ফলে নৈতিক শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে।
- ইসলামের পারিবারিক সম্পর্ক সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধরা আজ সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীন।

পোস্টার ৩

মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবেন না

সন্তান হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করুন

- প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট মা-বাবার সাথে সময় কাটান, হাসিমুখে কথা বলুন ও তাদের শারীরিক-মানসিক খোঁজ নিন।
- ঘরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাদের পরামর্শ নিন।
- তাদের চিকিৎসা ও দৈনন্দিন সেবার দায়িত্ব নিজে নিন; তাদের সেবা করা সৌভাগ্যের বিষয়।
- সন্তানদের সামনে মা-বাবার সাথে সর্বোচ্চ সম্মানজনক আচরণ করুন।
- ক্যারিয়ারের চাপে পড়ে মা-বাবাকে অবহেলা না করে পরিবারকেই জীবনের নিরাপদ নীড় হিসেবে গড়ে তুলুন।

একটি নিষিদ্ধ নেশা: আপনার ঘর কি নিরাপদ?

পোস্টার ১

পরকীয়া: সমাজের ক্যান্সার

- বাবা-মা পরকীয়ায় জড়িয়ে সন্তানদের খুন করছে
- ঢাকায় দৈনিক গড়ে ৫০টিরও বেশি সংসার ভাঙছে। [এখন টিভি]
- গত এক দশকে দেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। [বিডিনিউজ ২৪]
- অপমান সহ্যে না পেয়ে স্বামী বা গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনা আজ ডালভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। [বাংলা নিউজ ২৪]

এভাবেই আমাদের সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে পরকীয়া নামের ক্যান্সার।

পোস্টার ২

আপনার একটি ভুল ধ্বংস করে দিতে পারে আপনার সন্তানের জীবন

সন্তানের উপর বাবা-মায়ের পরকীয়ার প্রভাব

- বাবা বা মায়ের পরকীয়া শিশুর মনে গভীর মানসিক ট্রমা ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে।
- ভবিষ্যতে সে সম্পর্কের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং ডিপ্রেসন, মাদক বা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
- সামাজিক কটূক্তি ও বাঁকা দৃষ্টিতে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় এবং হীনম্মন্যতা জন্ম নেয়।
- বাবা-মায়ের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়, যা পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ ধ্বংস করে দেয়।

পোস্টার ৩

আমাদের সংসারগুলো ভাঙার পেছনে কারা?

- সেকুলার ফ্রি-মিক্সিং ও ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সংস্কৃতি নিষিদ্ধ আকর্ষণকে স্বাভাবিক করে চোখের হেফাজত নষ্ট করছে।
- নাটক, সিনেমা ও ওটিটি কনটেন্টে পরকীয়াকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ও ন্যায্যতা দেওয়া হচ্ছে।
- সহজলভ্য পর্নোগ্রাফি যৌন আকাঙ্ক্ষা বিকৃত করে দাম্পত্যে অতৃপ্তি বাড়াচ্ছে।
- তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদ নারীকে পণ্যে রূপান্তর করে পরিবারে দূরত্ব ও পরকীয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
- উগ্র নারীবাদ নারীকে ঘর ও স্বামীর প্রতিপক্ষ বানিয়ে পারিবারিক সংঘাত, ডিভোর্স ও মিথ্যা মামলার সংস্কৃতি তৈরি করছে।
- তাকওয়া ও আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

পোস্টার ৪

পরকীয়ার ক্যান্সার থেকে আপনার পরিবার ও সন্তানকে বাঁচান

- ব্যক্তিগত তওবাহ ও তাকওয়া জাগ্রত রাখুন এবং চোখের হেফাজত নিশ্চিত করুন।
- পর্দার বিধান মানুন; পরনারী-পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সংস্কৃতি বর্জন করুন।
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সময় দিন এবং ঘরে দ্বীনি শিক্ষার চর্চা বাড়ান।
- নোংরা ও পরকীয়াভিত্তিক নাটক-সিনেমা পরিহার করে সুস্থ বিনোদন বেছে নিন।
- বিয়েকে সহজ ও সাশ্রয়ী করুন এবং সন্তানদের চরিত্র ও পবিত্রতার শিক্ষা দিন।

বেকারত্বের মরণফাঁদ: আপনি কি এক পচা-গলা সিস্টেমের বলী হচ্ছেন?

পোস্টার ১

বেকারত্বের অভিশাপ

- দেশে বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৮%, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। (বিবিএস ২০২৪)
- প্রাথমিক শিক্ষকের একটি পদের বিপরীতে লড়ছে ৭৫ জন প্রার্থী।
- বিসিএস-এর মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে ২০২১ সালেই ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। (আঁচল ফাউন্ডেশন)

একটি সরকারী চাকরির জন্য জীবন বিসর্জন দিবেন না। পুঁজিবাদী শোষণের এই আধুনিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করুন। নিজের দক্ষতা বাড়ান।

পোস্টার ২

৯ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার, দায় কার?

- তথাকথিত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নামে বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে দেশীয় শিল্প ও কর্মসংস্থান ধ্বংস হচ্ছে।
- মেগা প্রজেক্টের আড়ালে দুর্নীতি ও বাজার সিভিকিট সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন করছে।
- বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা চিন্তাশীল মানুষ গড়ার বদলে কেবল আদেশ পালনকারী কেরানি তৈরি করছে।
- পুঁজিবাদী প্রভাবশালী গোষ্ঠী প্রকৃত শিল্পায়ন ঠেকিয়ে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা বজায় রাখতে চায়।
- বৈশ্বিক ডলারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা ও ঋণের ফাঁদ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রযুক্তি ও আত্মনির্ভরতা থেকে দূরে রাখছে।

পোস্টার ৩

৯ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার, সমাধান ইসলাম

- কুরআনের আমানতদারি ও জবাবদিহির বিধান চালু হলে দুর্নীতি ও অর্থলুটপাটের পথ বন্ধ হবে।
- সুদ নিষিদ্ধ ও জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ধনী-গরিব বৈষম্য কমিয়ে সম্পদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে।
- ইসলাম কোনো পেশাকে ছোট করে না; নবীদের জীবনই হাতে-কলমে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।
- নিজের হাতে হালাল উপার্জন সর্বোত্তম রিজিক এবং ইসলামে অত্যন্ত সম্মানজনক।
- ফরজ ইবাদতের পর হালাল রিজিকের অন্বেষণ নিজেই একটি ইবাদত।

পোস্টার ৪

সরকারী চাকরির মরণফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসুন!

- নির্দিষ্ট পদের অপেক্ষায় সময় নষ্ট না করে ছোট হালাল ইনকাম সোর্স বা ব্যবসা শুরু করুন; কোনো বৈধ কাজই ছোট নয়।
- সার্টিফিকেটের বাইরে অন্তত একটি কার্যকর স্কিল অর্জন করুন; দক্ষতাই আপনাকে এই হুঁদুর দৌড় থেকে মুক্ত করবে।
- অল্প পুঁজিতে ই-কমার্স বা সার্ভিসভিত্তিক হালাল উদ্যোগ নিন; রিজিকের মালিক আল্লাহ।
- সিজদায় পড়ে আল্লাহর রিজিকের ওপর তাওয়াক্কুল রাখুন; আপনার প্রাপ্য কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।
- ডিপ্রেসন এড়াতে নেককার বন্ধু ও দ্বীনি কমিউনিটির সঙ্গ গ্রহণ করুন।

আপনার সন্তান কি 'ব্যর্থ', নাকি এক নির্ভুর ব্যবস্থার শিকার?

পোস্টার ১

বেকারত্বের গোলকধাঁধা

- দেশে বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৮%, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। (বিবিএস ২০২৪)
- প্রাথমিক শিক্ষকের একটি পদের বিপরীতে লড়ছে ৭৫ জন প্রার্থী।
- বিসিএস-এর মরীচিকার পেছনে ছুটে গিয়ে ২০২১ সালেই ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। (আঁচল ফাউন্ডেশন)

বেকারত্ব আজ কেবল একটি 'চাকরি না পাওয়া'র নাম নয়; এটি আমাদের তরুণদের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা এবং আত্মপরিচয়কে পিষে ফেলার এক যন্ত্র।

পোস্টার ২

আপনার সন্তানকে বাঁচান

- ক্যারিয়ার অনিশ্চয়তায় প্রতি ৫ জনে ১ জন তরুণ গুরুতর মানসিক সমস্যায় ভুগছে; অনেকে মাদকে আশ্রয় নিচ্ছে।
- বিদেশে বাঁচার আশায় সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মৃতদের ১২% আমাদেরই তরুণ।
- ২০২৩ সালে রেকর্ড ৪,৫৫২ জন প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফিরেছে।

আপনার সন্তানকে 'বোঝা' ভাববেন না। বেকারত্ব অপরাধ নয়। আপনার সহমর্মিতা বাঁচাতে পরে ওর জীবন।

পোস্টার ৩

বেকার সন্তান অপরাধী নয়

- অন্যের সাফল্যের সঙ্গে তুলনা সন্তানের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে।
- নবীরাও হাতে কাজ করেছেন; তাই কোনো শ্রমকে ছোট ভাবার সুযোগ নেই।
- শিক্ষাব্যবস্থার মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতায় সন্তানকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করুন।
- সন্তানকে বোঝান, বেতন নয়, তার সুস্থ ও সৎ জীবনই আপনাদের সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

আসুন, বেকারত্বকে অপরাধ না বানিয়ে আমাদের সন্তানদের আগলে রাখি।

পোস্টার ৪

বেকারত্ব আপনার সন্তানের দোষ না, সিস্টেমের চক্রান্ত

- তথাকথিত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নামে বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে দেশীয় শিল্প ও কর্মসংস্থান ধ্বংস হচ্ছে।
- মেগা প্রজেক্টের আড়ালে দুর্নীতি ও বাজার সিভিকিট সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন করছে।
- বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা চিন্তাশীল মানুষ গড়ার বদলে কেবল আদেশ পালনকারী কেরানি তৈরি করছে।
- পুঁজিবাদী প্রভাবশালী গোষ্ঠী প্রকৃত শিল্পায়ন ঠেকিয়ে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা বজায় রাখতে চায়।

অন্ধকারের ওপারে আকাশ

পোস্টার ১

বিশ্বজুড়ে হতাশার মিছিল

- প্রতি ১১ মিনিটে আমেরিকায় একজন মানুষ আত্মহত্যা করে।
- দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো সমৃদ্ধ দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার বিশ্বে শীর্ষে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিষণ্ণতা হবে বিশ্বের এক নম্বর রোগ।

টাকা, ক্যারিয়ার আর অবাধ বিনোদন মানেই শান্তি নয়

পাশ্চাত্যের সেকুলার ব্যবস্থা মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। দিয়েছে শুধু শূন্যতা আর হতাশা।

পোস্টার ২

কেন আপনি হতাশ?

- অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা
- গান ও সিনেমায় বিষণ্ণতা, পরকীয়া ও নেশাকে রঙিনভাবে উপস্থাপন করা আপনার শান্তি ধ্বংস করছে
- হারাম সম্পর্ক আপনার চিরস্থায়ী প্রশান্তি কেড়ে নিচ্ছে।
- বিসিএস বা সরকারি চাকরিকে জীবনের সফলতার একমাত্র মাপকাঠি ভাবেন
- আপনি আপনার রবকে ভুলে গিয়েছেন।

“জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি।” — (আল-কুরআন, ১৩:২৮)

দুনিয়ার মোহ ছাড়ুন, মালিকের দিকে ফিরুন।

পোস্টার ৩

হতাশা করাল গ্রাস: মুক্তি কীভাবে?

- একা বন্ধ ঘরে নয়; প্রকৃতি, আকাশ ও খোলা জায়গায় সময় কাটান।
- বিষণ্ণতা ফ্যাশন নয়; অনুপ্রেরণামূলক কনটেন্ট ও পজিটিভ পরিবেশ বেছে নিন।
- বিসিএসই শেষ নয়; হালাল পেশা, উদ্যোক্তা বা ফ্রিল্যান্সিংও সম্মানজনক।
- ভালো বন্ধু, দ্বিনি সার্কেল ও মানুষের সেবায় একাকীত্ব ভাঙুন।
- আল্লাহর কাছে দুঃখ উজাড় করুন; তাহাজ্জুদে হৃদয় পরিষ্কার করুন।
- প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন; এটি দুর্বলতা নয়, সাহস।

বিষণ্ণতা, অবক্ষয় ও আত্মহত্যাঃ অভিভাবক ও সমাজের প্রতি এক জরুরি খোলা চিঠি

পোস্টার ১

সন্তানের নীরব হাহাকার

- বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছে, যার বড় কারণ প্রেম ও হতাশা।
- দেশের ৬১% তরুণ আজ তীব্র হতাশায় নিমজ্জিত।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিষণ্ণতাই হবে বিশ্বের এক নম্বর রোগ।

আপনার আদরের সন্তানটি পাশের রুমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পড়ছে, নাকি সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে শেষ মুহূর্ত গুনছে?

আপনার অসতর্কতা কেড়ে নিতে পারে তার প্রাণ!

পোস্টার ২

প্রতি মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছে, যার বড় কারণ প্রেম ও হতাশা।

হতাশার জন্য দায়ী কে?

- সেক্যুলার সিস্টেম শ্রষ্টার জবাবদিহিতা মুছে দিয়ে মানুষকে অর্থহীন সন্তায় নামিয়ে আনছে।
- যিনাকে ‘ভালোবাসা’ বানিয়ে মিডিয়া তরুণদের বিপথগামী করছে।
- বিষাদকে ফ্যাশন বানিয়ে তারুণ্যকে উদ্দেশ্যহীন করা হচ্ছে।
- সোশ্যাল মিডিয়ার শো অফ তরুণদের একা ও মানসিকভাবে নিঃস্ব করছে।
- লেখাপড়া ও চাকরীতে ব্যর্থতার বোধ থেকে জন্ম নিচ্ছে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

পোস্টার ৩

প্রতি মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছে, যার বড় কারণ প্রেম ও হতাশা।

বিসিএস বা ভালো রেজাল্ট আপনার সন্তানের জীবনের চেয়ে বড় নয়।

- ইসলামের ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতির অভাবে বেকারত্ব হতাশা বাড়াচ্ছে।
- সমাজের মুরূবিবদের নীরবতা ও ইসলামী নৈতিক শিক্ষার অভাব সমাজকে অনিরাপদ করে তুলছে।

আরও পড়ুন...

১। ৪০ হাদীস:সামাজিক শক্তি অর্জন, ইলমহাউস পাবলিকেশন

২। অ্যাক্টিভিসম ১০১, Activism Lab

৩। Activism Lab-এর:

- অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রাথমিক পাঠ,
- অ্যাক্টিভিস্ট হ্যান্ডবুক-প্রশ্নোত্তর

নিয়মিত ভিসিট করুন- www.activismlab.info